প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা'র
অবসরজনিত–

বিদায়

স্মরণিকা

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

রাজা স্যারের অবসরোত্তর বিদায় উপলক্ষে
একটি স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে
খুবই আনন্দিত এবং তাঁর বিদায়ে আমি মর্মাহত।
অবসর জীবনের সুখ সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

Abu Sayed Khan

PROPRIETOR

M/S Shawon Enterprise

Contrctor, Exporter, Importer & Supplier

Contact : 01711394467, 01913085577, e-mail: sayed_msc@yahoo.com

Rail Bazar, Bheramara, Kushtia. Dhaka Office : 36/2, Kakrail (2nd floor), Dhaka.

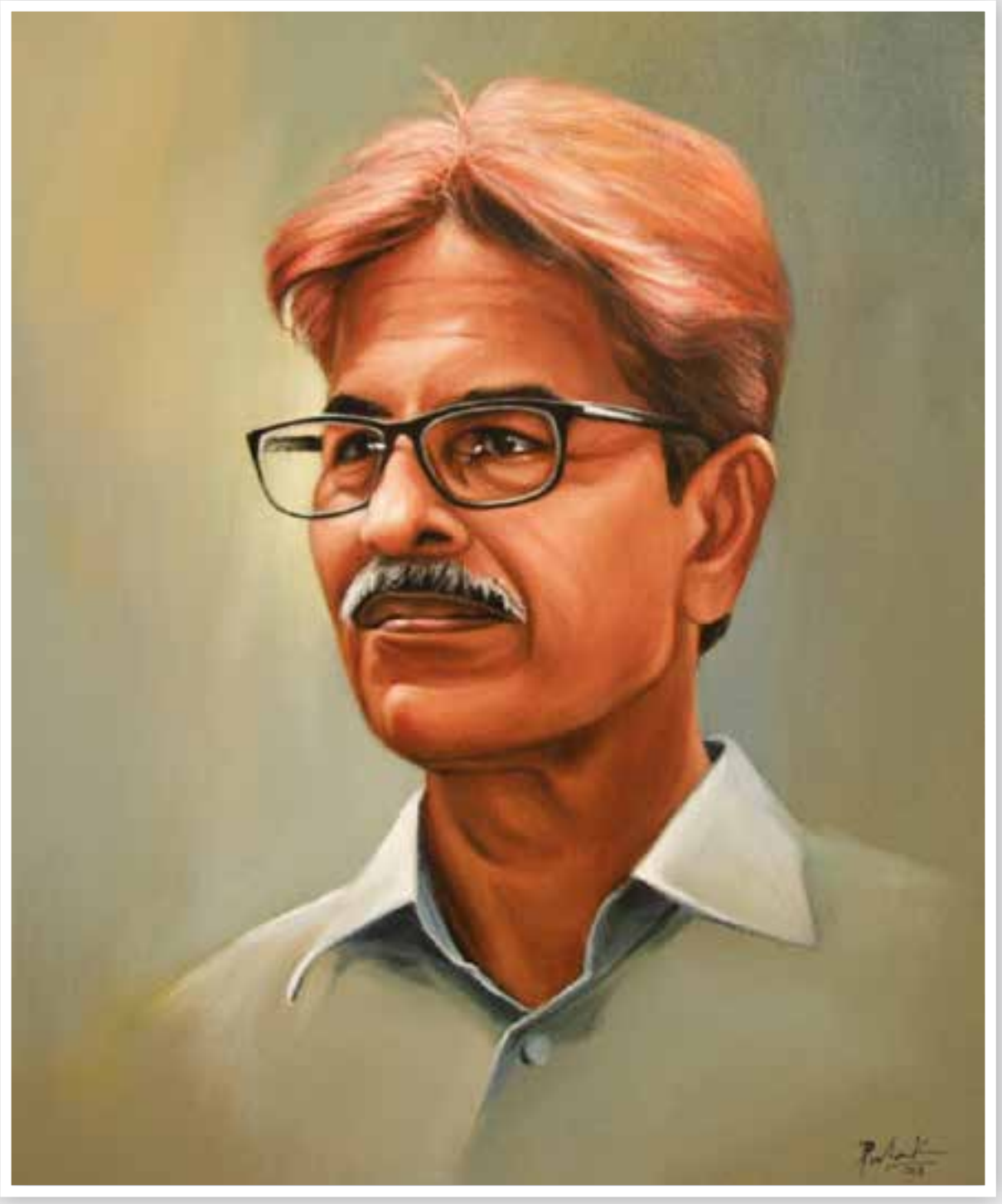

অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
স্থাপিত-১৯৯৪
সরকারিকরণ-২০১৮
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা'র

বিদায় স্মরণিকা

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা	মুহ. আনোয়ার-উল-আজিম সাবেক প্রধান শিক্ষক ভেড়ামারা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
	মোঃ শফিউল ইসলাম সাবেক সহযোগী অধ্যাপক কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ
আহ্বায়ক	উপাধ্যক্ষ মোহাঃ আনিসুর রহমান
সদস্য সচিব	মোঃ মঞ্জুরুল করিম, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান
সদস্য	মোঃ আরশেদ আলী, প্রভাষক, ইংরেজি মোঃ আমিনুল ইসলাম, বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মোঃ শফিকুল ইসলাম, বিভাগীয় প্রধান, সমাজবিজ্ঞান মোঃ রেজাউল করিম, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা মোঃ সালাহ উদ্দিন, প্রভাষক, বাংলা মোঃ ইবাদত হোসাইন, প্রভাষক, দর্শন
কৃতজ্ঞতা	শাহ্ মোমিন উপ-সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
	মোঃ রফিকুল ইসলাম উপ-সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
	মোঃ আব্দুস সামাদ উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
	মোহাঃ মেহেদী হাসান সুমন উপ-পুলিশ কমিশনার (এস্টেট বিভাগ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
	প্রকৌশলী মোঃ সাদিক সরোয়ার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, ঢাবি
সমন্বয়ক	মোহাঃ জিয়ারুল ইসলাম, প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
প্রকাশকাল	১৫ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, ১ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
প্রকাশনায়	ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ শিক্ষক পরিষদ
প্রচ্ছদ	মোহা. জাহাঙ্গীর হোসেন চেয়ারম্যান ও সহকারী অধ্যাপক কারুশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাবি
প্রচ্ছদ পোর্ট্রেট	মো. জাকির হোসেন পুলক
অলঙ্করণ	তাজ মোহাম্মদ
মুদ্রণ	ভেকটর গ্রাফিকস এন্ড প্রিন্টিং, ঢাকা

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রশিদুল আলম
সাবেক সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলা এবং দৌলতপুর ও মিরপুর উপজেলার গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ভেড়ামারা মহিলা কলেজটি ২০১৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সরকারিকরণের জন্য সদয় অনুমোদন প্রদান করেন।

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় স্থাপিত এ কলেজটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীদের শিক্ষা বিস্তারে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। কলেজের সকল শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রচেষ্টায় কলেজটি শিক্ষা প্রসারের সাফল্য অব্যাহত রাখবে বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

কলেজের শিক্ষার্থীরা কলেজ থেকে সুশিক্ষা গ্রহণ করে দেশ পরিচালনা ও দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ করে দেশে ও বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হওয়ার মধ্য দিয়ে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজকে গৌরবান্বিত করবে বলে আশা করি।

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজটি অত্র অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসারে অনন্য অবদান অব্যাহত রেখে নারী শিক্ষা প্রসারে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করি।

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রশিদুল আলম
সাবেক সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মাহবুব উল আলম হানিফ
জাতীয় সংসদ সদস্য
কুষ্টিয়া-৩

বাণী

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজার অবসরজনিত বিদায় উপলক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজার নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় অনুযায়ী কলেজটি সরকারি হওয়ায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজাসহ অত্র কলেজের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কলেজের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মাহবুব উল আলম হানিফ
জাতীয় সংসদ সদস্য
কুষ্টিয়া-৩
ও
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি

হাসানুল হক ইনু
জাতীয় সংসদ সদস্য
কুষ্টিয়া-২

বাণী

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলাধীন ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা'র অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে কলেজ থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা'র অবসর জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হোক এবং কলেজের সার্বিক উন্নয়নসহ কর্মরত সকল শিক্ষক-কর্মচারী, কর্মকর্তার শুভকামনায়–

হাসানুল হক ইনু
জাতীয় সংসদ সদস্য
কুষ্টিয়া-২

অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম
সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য
কুষ্টিয়া-২

বাণী

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ। ভেড়ামারায় নারী শিক্ষার উন্নয়নের চিন্তা থেকে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহযোগিতায় ১৯৯৪ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কলেজটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও শ্রম রয়েছে। সে আমার স্নেহধন্য। সে একজন নিরহংকারী, সরল এবং সজ্জন ব্যক্তি। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সচিব আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মোঃ রশিদুল আলম এর প্রচেষ্টায় কলেজটি সরকারি হয়েছে। অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজার অবসরজনিত বিদায়ের কথা শুনে মনটা খারাপ হল। এমন আন্তরিক, নিরহংকারী ও মাটির মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দোয়া ও ভালোবাসা স্নেহের রাজার প্রতি।

সে ভালো থাকুক, অবসর জীবন হোক অনাবিল সুখ-শান্তিতে সমৃদ্ধ। পরম করুণাময়ের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।

অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম
সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য
কুষ্টিয়া-২

হাজী মোঃ আক্তারুজ্জামান মিঠু
উপজেলা চেয়ারম্যান
ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদ

বাণী

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার নারী শিক্ষার প্রসারে প্রতিষ্ঠিত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারিকরণকৃত ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজার অবসরকালীন বিদায় উপলক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমি বিদায়ী অধ্যক্ষের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের উন্নতি কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

হাজী মোঃ আক্তারুজ্জামান মিঠু
উপজেলা চেয়ারম্যান
ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

হাসিনা মমতাজ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

বাণী

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক মহোদয়ের কর্মাবসান উপলক্ষে 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি যেমন আনন্দিত তেমনি তার কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে শুনে ব্যথিত। একজন গুণী, সৎ এবং আদর্শবান ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর কীর্তিকে তুলে ধরার প্রয়াসে যে 'স্মরণিকা' বের হতে যাচ্ছে তা একদিকে যেমন সৃজনশীলতার দীপ্তি বহন করে অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গুণীজনদের এবং শিক্ষার্থীদের ফেলে আসা অতীত স্মৃতিকে ধরে রাখে।

আমি এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই এবং ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের সকল শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীর সার্বিক কল্যাণ কামনা করি।

হাসিনা মমতাজ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

মোঃ আনোয়ারুল কবির টুটুল
মেয়র
ভেড়ামারা পৌরসভা
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

বাণী

শিক্ষকরা হলেন একটি জলন্ত মোমবাতির মতো। যাঁরা নিজেরা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ছাত্র- ছাত্রীদের আলো প্রদান করেন। শিক্ষকরাই দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের জ্ঞানের আলোতেই একজন আদর্শ নাগরিকের জন্ম হয়। আর তাই আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই সেই সকল গুণী মানুষদের - যাঁরা নিজেদের মূল্যবান সময়, শ্রম ও মেধাকে বিন্যস্ত রেখেছেন, এ ধরনের মহৎ কর্মযজ্ঞে।

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের সূচনা লগ্ন থেকে একজনের নাম জড়িত। সেই নামটি শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে কথামালা। যার হাত ধরে এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা তাঁর কথা বলছি, সেদিন তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন বলেই কিন্তু ভেড়ামারা উপজেলার বুকে আজ একটি সরকারি মহিলা কলেজ স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেটি বহু মেধাবী ছাত্রী তৈরির উন্মুক্ত দাবিদার। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন মেয়েরাও ইচ্ছে করলে বহুদূর যেতে পারে। অনুভব করেছিলেন মেয়েদের উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর এ মহতি উদ্যোগে এগিয়ে এসেছিলেন আরো গুণীজনেরা। সেদিনের সেই ছোট্ট স্বপ্নের পরিপূর্ণরূপ আজকের ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ। পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করছি ভেড়ামারা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যারের নামটি। যিনি তাঁর সুনিবিড় পরিচর্চায় তিল তিল করে এ প্রতিষ্ঠানটিকে একটি সফল প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছেন। একটি সময় পর সবাইকে অবসরে অবস্থান নিতে হয়। আজ সেই সময়টি উপস্থিত। কিন্তু যুগযুগ স্যারের এই উদারতা, কর্মতৎপরতা সবার মাঝে নজির হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি তাঁর দীর্ঘায়ুসহ তাঁর পরিবারের সর্বময় কল্যাণ কামনা করছি। এই স্মরণিকায় আমি বাণী দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আলোকিত নারী গড়ার কঠিন ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এই বিদ্যাপিঠ, যেখান থেকে দেশ পাবে আলোকিত মানুষ। যে সোনার মানুষগুলো নারী পুরুষের ভেদাভেদ রেখাকে উপেক্ষা করে দুচোখে স্বপ্ন এঁকেছিলেন সোনার বাংলায় সোনার মানুষ গঠিত হবে। সে স্বপ্নগুলো সর্বদা চির অক্ষয় থাকুক।

মোঃ আনোয়ারুল কবির টুটুল
মেয়র, ভেড়ামারা পৌরসভা
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

অ্যাডভোকেট মোঃ আলম জাকারিয়া টিপু
কমান্ডার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
ভেড়ামারা উপজেলা কমান্ড

বাণী

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ কুষ্টিয়া-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের কর্মাবসান উপলক্ষে কলেজ কর্তৃক একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি যেমন আনন্দে উদ্বেলিত তাঁর বিদায়ে তেমনি ব্যথিত।

পশ্চাদগামী নারীদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়ে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি এজন্য যে প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারি অবস্থায় সর্বশেষ সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। কলেজের সূচনা লগ্ন থেকেই তার সাথে আমার ঘনিষ্টভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। সভাপতি থাকার সুবাদে অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাককে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তিনি একজন দক্ষ, সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, সদাচারী, মুক্তমনন বোধসম্পন্ন মানুষ। প্রতিষ্ঠান অন্তপ্রাণ এই মানুষটার অবসর জীবন হোক শান্তিময়। আর কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে যাঁর অক্লান্ত শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন, তাঁর স্মৃতিকে ধারণ করে যে সমন্বিত প্রচেষ্টা চলছে তা সত্যিকার অর্থে প্রশংসার দাবি রাখে। 'স্মরণিকা' প্রকাশে যারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

অ্যাডভোকেট মোঃ আলম জাকারিয়া টিপু
কমান্ডার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
ভেড়ামারা উপজেলা কমান্ড
ও
সাবেক সভাপতি, গভর্নিং বডি,
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

মোঃ রফিকুল আলম
সভাপতি
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ভেড়ামারা উপজেলা শাখা

বাণী

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলা এবং দৌলতপুর ও মিরপুর উপজেলার কিয়দংশের তৃণমূল মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ভেড়ামারা মহিলা কলেজটি যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সচিব আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য জনাব মোঃ রশিদুল আলম-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সু-বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ২০১৮ সালে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। কলেজটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা এবং বর্তমান অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক এর চাকুরি জীবনের পরিসমাপ্তি উপলক্ষে 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দিত। পাশাপাশি মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক এর বিদায় বিধুত প্রাণোচ্ছল আয়োজনকে স্মৃতিময় করতে যে ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ (স্মরণিকা প্রকাশ) গ্রহণ করা হয়েছে এর জন্য প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সবাই প্রশংসার দাবিদার।

আমি ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের সার্বিক উন্নয়নসহ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক-এর অবসর পরবর্তী জীবন যেন নিরাপদ ও সুস্থতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় সেই কামনা করি।

মোঃ রফিকুল আলম
সভাপতি
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ভেড়ামারা উপজেলা শাখা
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

আলহাজ্ব মোঃ শামিমুল ইসলাম (ছানা)
সাবেক মেয়র, ভেড়ামারা পৌরসভা

বাণী

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক-এর কর্মাবসান উপলক্ষে কলেজ কর্তৃক স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার অন্যতম স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

অত্র অঞ্চলের নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে ১৯৯৪ সালে তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। অত্র অঞ্চলের কৃতি সন্তান যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সচিব এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য জনাব মোঃ রশিদুল আলমের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কলেজটি ২০১৮ সালে সরকারিকরণ করে। কলেজটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যার আবদান, অক্লান্ত প্রচেষ্টা, মেধা ও শ্রম রয়েছে তিনি হলেন মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা ভাই। আপন সন্তানের মতই স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা দিয়ে কলেজটিকে গড়ে তুলেছেন। তিনি একজন সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ ও নিরহংকারী মানুষ। আমি নিজেও সৌভাগ্যবান এজন্য যে কলেজটি যখন বেসরকারি অবস্থায় ছিল তখন আমি কিছুদিনের জন্য কলেজটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি।

বড় ভাই মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা আমার রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম সাথী ও পরামর্শদাতা। তার অবসরজনিত বিদায়ের কথা শুনে মনটা ব্যথিত হচ্ছে। তার অবসর জীবন হোক সুস্থ ও শান্তিময়। হৃদয়ের গভীর থেকে তার জন্য দোয়া ও শুভকামনা।

আলহাজ্ব মোঃ শামিমুল ইসলাম ছানা
(সাবেক মেয়র, ভেড়ামারা পৌরসভা)
সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ভেড়ামারা উপজেলা শাখা
ও
সাবেক সভাপতি
গভর্নিং বডি
ভেড়ামারা মহিলা কলেজ।

আলহাজ্ব আব্দুল আলিম স্বপন
সাধারণ সম্পাদক, জাসদ
কুষ্টিয়া জেলা শাখা

বাণী

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক-এঁর অবসরজনিত বিদায় উপলক্ষে 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি যেমন আনন্দিত তেমনি ব্যথিত তাঁর বিদায় বার্তা শুনে। কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে শেষাবধি তাঁর শ্রম, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সততা এবং সর্বোপরি শিক্ষানুরাগী মনোভাবের কথা সর্বজনস্বীকৃত। সময়ের নির্মম নিয়মে কর্মাবসানের বেদনা সইতে হয় সকল কর্মজীবী মানুষকে। তাঁকেও সেই পরিণতি মেনে নিতে হচ্ছে।

দীর্ঘ জীবন আর সুস্থতা হোক তাঁর নিত্যসঙ্গী।

আলহাজ্ব আব্দুল আলিম স্বপন
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)
কুষ্টিয়া জেলা শাখা

মোহাঃ আনিসুর রহমান
উপাধ্যক্ষ
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

বাণী

বিদায় বড় বেদনার, তবুও বাস্তবতার নিরিখে সময়ের আবর্তনে বিদায় দিতে হয়। যিনি আজ সুদীর্ঘ-সময় অত্যন্ত সুনামের সাথে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আপন সন্তানের মত আগলে রেখে অবসর গ্রহণ করছেন। তিনি আমাদের মধ্যমনি পথচলার প্রদর্শক প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি আমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন কিন্তু আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন অনন্তকাল। অল্প পরিসরে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান ব্যক্ত করা যাবে না। সমস্ত ঝড়-ঝাপটার হাত থেকে তিনি আমাদের ছায়ার মত আগলে রেখেছিলেন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। তার উদারতা এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টা আমাদের উৎসাহিত করেছে। একজন অধ্যক্ষ নয়, একজন মানুষ হিসেবে যতগুলো সৎগুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান আছে বলেই, তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছেন। এই জন্য আমরা সকল সহকর্মী এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর দেওয়া আলোকবর্তিকা অনির্বাণ থাকবে এটাই আমাদের কাম্য। একজন যোগ্য অভিভাবকের অবসরে হৃদয়ের গহীনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা হয়তো দেখানো যাবে না, কিন্তু মনের মধ্যে বিরহের ঝড় বয়ে চলেছে। নিরন্তর ধৈর্য ধরে মনকে দৃঢ় করে তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্ন পূরণ করতে পারলেই আমাদের সার্থকতা। তাঁর মত একজন যোগ্য ও সুদক্ষ অধ্যক্ষের সুচিন্তিত মতামত আমাদের বন্ধুর পথকে মসৃণ করেছেন, আগামীতেও করবে।

সৃষ্টিকর্তার নিকট আমাদের কামনা তিনি যেন সুদীর্ঘ জীবন লাভের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একজন অভিভাবক, একজন যোগ্য নেতা, একজন পথ প্রদর্শক সর্বোপরি আত্মার আত্মীয় হিসেবে আমাদের স্বজন হয়ে কাণ্ডারির দায়িত্ব পালন করবেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আনুষ্ঠানিক বিদায় হলেও তিনি হৃদয়ের মনিকোঠায় থাকবেন চির ভাস্বর। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি একজন মহান এবং সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এটা আশা নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ভাল থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দীর্ঘজীবন লাভ করবেন পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নিকট এটাই আমাদের কামনা। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আমরা তাঁর মত একজন পরিমার্জিত ব্যক্তিত্বের সাহচর্যে গর্বিত। সবার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁর জন্য দোয়া ও শুভকামনা রইল।

মোহাঃ আনিসুর রহমান
উপাধ্যক্ষ
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন:

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
		হইতে	পর্যন্ত
০১	ডাঃ মনোয়ারুল আলম	১৭-১০-১৯৯৪	০৯-০১-১৯৯৬
০২	মোঃ আব্দুল খালেক	১০-০১-১৯৯৬	২৪-০৫-১৯৯৭
০৩	গ্রুপ ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলাম (অবঃ)	২৫-০৫-১৯৯৭	০১-০৯-২০০১
০৪	শেখ মুজিবুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেড়ামারা	০২-০৯-২০০১	২০-০৮-২০০২
০৫	এ. কে. এম শামসুল আরেফীন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেড়ামারা	২১-০৮-২০০২	১৬-০৪-২০০৩
০৬	অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, জাতীয় সংসদ সদস্য, কুষ্টিয়া-২	১৭-০৪-২০০৩	১৫-১১-২০০৬
০৭	মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেড়ামারা	১৬-১১-২০০৬	১৯-০৩-২০০৮
০৮	ড. মোঃ আশফাকুল ইসলাম বাবুল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেড়ামারা	২০-০৩-২০০৮	১৪-০৪-২০০৯
০৯	মোঃ মনিরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেড়ামারা	১৫-০৪-২০০৯	০২-০৫-২০০৯
১০	মোহাম্মদ রাজিবুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেড়ামারা	০৩-০৫-২০০৯	০১-০৭-২০০৯
১১	হাসানুল হক ইনু, জাতীয় সংসদ সদস্য, কুষ্টিয়া-২	০২-০৭-২০০৯	২৮-০২-২০১১
১২	মোহাম্মদ রাজিবুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভেড়ামারা	০১-০৩-২০১১	০৪-০১-২০১২
১৩	হাজী মোঃ শামিমুল ইসলাম ছানা, মেয়র, ভেড়ামারা পৌরসভা	০৪-০১-২০১২	২৯-০১-২০১৫
১৪	এ্যাডঃ মোঃ আলম জাকারিয়া টিপু কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভেড়ামারা উপজেলা কমান্ড	২৯-০১-২০১৫	০৮-১০-২০১৬

অধ্যক্ষগণের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
		হইতে	পর্যন্ত
০১	মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক (ভারপ্রাপ্ত)	২০-১০-১৯৯৪	০৩-০৮-২০০৩
০২	জে. এম. আব্দুন নাসের	০৪-০৮-২০০৩	০৩-১০-২০০৭
০৩	মোঃ জহুরুল হাসান (ভারপ্রাপ্ত)	০৪-১০-২০০৭	০২-০৪-২০১১
০৪	মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক (ভারপ্রাপ্ত)	০৩-০৪-২০১১	১৩-০৮-২০১৫
০৫	মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক (বেসরকারি)	১৩-০৮-২০১৫	০৯-০৯-২০১৮
০৬	মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক (সরকারি)	১০-০৯-২০১৮	১৫-০৬-২০২৩

উপাধ্যক্ষের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
		হইতে	পর্যন্ত
০১	মোহাঃ আনিসুর রহমান (বেসরকারি)	০৭-০৯-২০১৬	০৯-০৯-২০১৮
০২	মোহাঃ আনিসুর রহমান (সরকারি)	১০-০৯-২০১৮	

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক
অধ্যক্ষ

মোহাঃ আনিসুর রহমান
উপাধ্যক্ষ

মোছাঃ রেহেনা পারভীন
সহঃ অধ্যাপক, বাংলা

ড. মোঃ জসিম উদ্দিন
প্রভাষক, বাংলা

মোছাঃ জুলেখা খাতুন
প্রভাষক, বাংলা

প্রীতি সরকার
প্রভাষক, বাংলা

মোছাঃ সাবিহা সুলতানা
প্রভাষক, বাংলা

মোঃ সালাহ উদ্দীন
প্রভাষক, বাংলা

মোঃ তরিকুল ইসলাম
প্রভাষক, বাংলা

সাফিয়া খাতুন
প্রভাষক, বাংলা

মোঃ আরশেদ আলী
প্রভাষক, ইংরেজী

নাসির উদ্দিন আহম্মেদ
প্রভাষক, ইংরেজী

মোঃ সানোয়ার হোসেন
প্রভাষক, ইংরেজী

মোছাঃ লিপি খন্দকার
সহঃ অধ্যাপক, অর্থনীতি

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

মোছাঃ মাহবুবা বানু
প্রভাষক, অর্থনীতি

মোঃ আমিনুল ইসলাম
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোহাঃ জিয়ারুল ইসলাম
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোছাঃ শবনম মোস্তারী
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোছাঃ জেসমিন নাহার
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোছাঃ সারমিন ইয়াসমিন
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোঃ আব্দুল আহাদ
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোহাম্মদ আবু সাঈদ
সহঃ অধ্যাপক, দর্শন

মোঃ মশিউর রহমান
প্রভাষক, দর্শন

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রভাষক, দর্শন

মোঃ ওসমান গনি
প্রভাষক, দর্শন

মোঃ ইবাদত হোসাইন খান
প্রভাষক, দর্শন

জাকিয়া সুলতানা
প্রভাষক, দর্শন

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রভাষক, দর্শন

মোছাঃ হোসনে আরা খাতুন
প্রভাষক, ইতিহাস

মোঃ নাহারুল ইসলাম
প্রভাষক, ইতিহাস

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ জহুরুল হাসান
সহঃ অধ্যাপক, পরিসংখ্যান

মোছাঃ নাজমুন নাহার
সহঃ অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান

মোঃ মেহেদী হাসান জুবেরী
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান

মোঃ খলিলুর রহমান
সহঃ অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা

মোঃ মাহবুবুর রহমান
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা

রোকেয়া খাতুন
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা

মোছাঃ ফারজানা ববি
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা

মোঃ রেজাউল করিম
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা

মোঃ রাসেল আলী
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা

মোঃ মিজানুর রহমান
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা

মোঃ সাইফুল ইসলাম
প্রভাষক, ব্যবস্থপনা

মোছাঃ লিমা খাতুন
প্রভাষক, ব্যবস্থপনা

মুহম্মদ আমিরুল ইসলাম
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

মোহাঃ শামিমুর রহমান
প্রভাষক, রসায়ন

মোঃ সাজদার রহমান
প্রভাষক, গণিত

মোঃ আবুল কাশেম
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ খাদেমুল ইসলাম
সহ: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মোঃ আনিসুজ্জামান
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মোঃ শরিফুল হাসান
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মোঃ সাজেদুল ইসলাম
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মোঃ এমদাদুল হক
প্রভাষক, সাচিবিক বিদ্যা

মোছাঃ নাছরিন আক্তার
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান

মোছাঃ শামিনা ইয়াসমিন স্বপ্না
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান

মোহাঃ হাসানুজ্জামান
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান

মোছাঃ আরজুমান বানু
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান

বিলকিস আরা
প্রভাষক, ভূগোল

ড. পরিমল কুমার
প্রভাষক, মনোবিজ্ঞান

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

মোহাঃ আমজাদ হোসেন
প্রভাষক, ফাই: এ্যান্ড ব্যাংকিং

মোঃ তোহিদুর রহমান
প্রদর্শক, পদার্থ বিজ্ঞান

মোহাঃ রকিবুল ইসলাম
প্রদর্শক, রসায়ন

মোছাঃ রুকশানা লাকী
শরীরচর্চা শিক্ষিকা

মোঃ নাসিফুল ইসলাম
গ্রন্থাগারিক

মোঃ খালেকুজ্জামান
সহঃ গ্রন্থাগারিক

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রদর্শক

মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস
অফিস সহকারী

মোহাঃ হাফিজুল ইসলাম
নিম্নমান সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

মোঃ আবু সাইদ তুহিন
অফিস সহকারী-কাম-হিসাব সহকারী

মোঃ আশরাফুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

মোছাঃ সহিদা বেগম
অফিস সহায়ক

মোছাঃ জুলিয়া নাছরীন
অফিস সহায়ক

মোঃ মুসা
অফিস সহায়ক

মোঃ মনোয়ার হোসেন
অফিস সহায়ক

মোঃ হাফিজুর রহমান
অফিস সহায়ক

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

মোহাঃ আনোয়ারুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

মোঃ মজনু শেখ
নৈশ প্রহরী

মোঃ খোকন ইসলাম
অফিস সহায়ক

মোছাঃ শরীফা সুলতানা
টাইপিং ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট

পুতুল
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

অবসর গ্রহণ ও চাকুরিচ্যুত শিক্ষক

মোঃ হামিদুল হক
প্রভাষক, পরিসংখ্যান (অবঃ)

জে. এম আব্দুন নাসের
অধ্যক্ষ (বরখাস্তকৃত)

পদত্যাগকারী শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ হাসানুজ্জামান
প্রভাষক, বাংলা

মোঃ তাজুল ইসলাম কবিরাজ
(প্রয়াত)
প্রভাষক, ইংরেজি

মোঃ জয়নাল আবেদীন
প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান

মোঃ রাজিউল হাসান
প্রভাষক, ইংরেজি

এটিএম মোস্তফা কামাল
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান

মোসাঃ বিলকিস আক্তার
প্রভাষক, মনোবিজ্ঞান

মোঃ আবু সাঈদ খান
হিসাবরক্ষক

মোঃ মারুফ হোসেন
অফিস সহকারী

মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ

জান্নাতুল মাওয়া
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

নাহিদ আক্তার
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান

জামিল হোসেন
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

নাজমুল হক খান
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান

গিয়াস উদ্দীন সজল
প্রভাষক, কম্পিউটার অপারেশন

মতিয়ার রহমান
হিসাব সহকারী

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা'র বিদায় সংবর্ধনা উদ্‌যাপন কমিটি

উপদেষ্টা উপ-কমিটি

১। মোঃ জহুরুল হাসান - আহ্বায়ক
২। মোঃ আবু সাঈদ - সদস্য
৩। মোছাঃ নাজমুন নাহার - সদস্য
৪। মোছাঃ লিপি খন্দকার - সদস্য
৫। মোছাঃ রেহেনা পারভীন - সদস্য
৬। মোঃ খলিলুর রহমান - সদস্য
৭। মোছাঃ মাহাবুবা বানু - সদস্য
৮। মোঃ খাদেমুল ইসলাম - সদস্য
৯। ড. মোঃ জসিম উদ্দীন - সদস্য
১০। মোঃ মাহবুবুর রহমান - সদস্য
১১। মোছাঃ হোসনে আরা খাতুন - সদস্য
১২। মোঃ সাজদার রহমান - সদস্য

ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি

১। মোঃ আমিরুল ইসলাম - আহ্বায়ক
২। মোহাঃ আনিসুর রহমান - সদস্য
৩। মোঃ জহুরুল হাসান - সদস্য
৪। মোছাঃ নাজমুন নাহার - সদস্য
৫। মোঃ আমিনুল ইসলাম - সদস্য
৬। মোঃ জিয়ারুল ইসলাম - সদস্য
৭। নাসির উদ্দিন আহম্মেদ - সদস্য
৮। মোহাঃ সাজেদুল ইসলাম - সদস্য
৯। মোঃ শফিকুল ইসলাম - সদস্য
১০। মোঃ হাবিবুর রহমান - সদস্য
১১। মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা - সদস্য

অর্থ উপ-কমিটি

১। মোহাঃ আনিসুর রহমান - আহ্বায়ক
২। মোঃ শামিমুর রহমান - সদস্য
৩। মোঃ আমিরুল ইসলাম - সদস্য
৪। মোঃ জিয়ারুল ইসলাম - সদস্য
৫। মোঃ সাইফুল ইসলাম - সদস্য
৬। মোঃ হাসানুজ্জামান - সদস্য

অভ্যর্থনা উপ-কমিটি

১। মোছাঃ নাজমুন নাহার - আহ্বায়ক
২। মোছাঃ মাহাবুবা বানু - সদস্য
৩। মোছাঃ হোসনে আরা খাতুন - সদস্য
৪। মোছাঃ নাসরিন আক্তার - সদস্য
৫। প্রীতি সরকার - সদস্য
৬। মোঃ জাহিদুল ইসলাম - সদস্য
৭। মোছাঃ আরজুমান বানু - সদস্য

তথ্য ও যোগাযোগ উপ-কমিটি

১। মোঃ শফিকুল ইসলাম - আহ্বায়ক
২। মোঃ নাহারুল ইসলাম - সদস্য
৩। মোঃ সানোয়ার হোসেন - সদস্য
৪। মোঃ তরিকুল ইসলাম - সদস্য
৫। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান - সদস্য
৬। মোছাঃ লিমা খাতুন - সদস্য
৭। মোছাঃ সাফিয়া খাতুন - সদস্য

প্রচার উপ-কমিটি

১। নাসির উদ্দিন আহম্মেদ - আহ্বায়ক
২। মোঃ মশিউর রহমান - সদস্য
৩। মোঃ শফিকুল ইসলাম - সদস্য
৪। মোঃ আমজাদ হোসেন - সদস্য
৫। ড. পরিমল কুমার - সদস্য
৬। মোঃ আবুল কাশেম - সদস্য
৭। মোছাঃ রুকশানা লাকী - সদস্য

স্মরণীকা উপ-কমিটি

১। মোহাঃ আনিসুর রহমান - আহ্বায়ক
২। মোঃ আরশেদ আলী - সদস্য
৩। মোঃ আমিনুল ইসলাম - সদস্য
৪। মোঃ রেজাউল করিম - সদস্য
৫। মোঃ মঞ্জুরুল করিম - সদস্য
৬। মোঃ সালাহ উদ্দিন - সদস্য
৭। মোঃ ইবাদত হোসাইন - সদস্য

আপ্যায়ন উপ-কমিটি

১। মোঃ জিয়ারুল ইসলাম - আহ্বায়ক
২। মোঃ শফিকুল ইসলাম - সদস্য
৩। মোঃ হাবিবুর রহমান - সদস্য
৪। মোঃ মেহেদী হাসান জুবেরী - সদস্য
৫। মোছাঃ রোকেয়া খাতুন - সদস্য
৬। মোঃ তৌহিদুর রহমান - সদস্য
৭। মোঃ রকিবুল ইসলাম - সদস্য

শৃঙ্খলা উপ-কমিটি

১। মোঃ আমিনুল ইসলাম - আহ্বায়ক
২। বিলকিস আরা - সদস্য
৩। মোঃ আবুল কাশেম - সদস্য
৪। মোঃ ওসমান গনি - সদস্য
৫। মোছাঃ জাকিয়া সুলতানা - সদস্য
৬। মোঃ নাসিফুল ইসলাম - সদস্য
৭। স্কাউট দল

সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি

১। মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা - আহ্বায়ক
২। মোঃ আনিসুজ্জামান - সদস্য
৩। মোঃ রেজাউল করিম - সদস্য
৪। মোছাঃ রুকশানা লাকী - সদস্য
৫। মোঃ খালেকুজ্জামান - সদস্য

সাজসজ্জা উপ-কমিটি

১। মোঃ হাবিবুর রহমান - আহ্বায়ক
২। মোঃ জিয়ারুল ইসলাম - সদস্য
৩। মোঃ মশিউর রহমান - সদস্য
৪। মোঃ সাজেদুল ইসলাম - সদস্য
৫। মোঃ এমদাদুল হক - সদস্য
৬। মোঃ আবুল কাশেম - সদস্য

অনুষ্ঠান পরিচালনা উপ-কমিটি

১। মোহাঃ সাজেদুল ইসলাম - আহ্বায়ক
২। মোঃ মঞ্জুরুল করিম - সদস্য
৩। মোছাঃ শবনম মোস্তারী - সদস্য
৪। মোছাঃ সাবিহা সুলতানা - সদস্য
৫। মোঃ শরিফুল হাসান - সদস্য
৬। মোঃ আনিসুজ্জামান - সদস্য
৭। মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা - সদস্য

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ: প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ

■ অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক

চাকুরী হতে অবসরের নির্ধারিত বয়স ৬০ পূর্ণ হতে চলেছে বিধায় দীর্ঘদিনের কর্মস্থল ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ হতে বিদায় নিতে হবে। স্মৃতিবিজড়িত মায়া-অঙ্গন থেকে চলে যেতে হৃদয়ে বেদনা ক্ষরণ হয়। তবু এটা মেনে নিতে হয়, এটাই নিয়ম, এটাই স্বাভাবিক। আমার প্রিয় সহকর্মীরা এ বিদায়ক্ষণকে স্মৃতিময় করতে একটা স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। তাই প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় লেখা দেওয়ার তাগিদ রয়েছে। দীর্ঘদিনের ব্যবহার্য চেয়ার-টেবিল, কলেজ ক্যাম্পাসসহ প্রিয় সহকর্মী ও ছাত্রীদের অতি পরিচিত মুখগুলো ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে বিধ্বস্ত মনে কোন কিছু লেখার ভাব ফুটিয়ে তোলার মানসিকতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। তারপরও কিছু একটা লিখতেই হবে, তাই আমার কর্ম জীবনের ঘটনাবহুল ভেড়ামারা মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার সাতকাহন তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিগত শতাব্দীর নব্বই'র দশকে ক্রমান্বয়ে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অধিকন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখা-পড়ার জন্য ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের ফলশ্রুতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় মিরপুর ও দৌলতপুর উপজেলার কিয়দংশ এবং ভেড়ামারা উপজেলার মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখা-পড়ার জন্য একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেড়ামারা কলেজে প্রতি বছর ভর্তি সমস্যার সম্মুখিন হয়। এছাড়াও ভেড়ামারা কলেজে সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় সহশিক্ষার বিভিন্ন অসুবিধার কারণে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে ছাত্রীদের লেখা-পড়ার অনুকূল পরিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অত্র অঞ্চলে বিকল্প কোন মহিলা কলেজ না থাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনেক ছাত্রীর লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আর্থিক ও আনুষঙ্গিক সুযোগের অভাবে নিজ এলাকার বাইরে দেশের অন্য কোন মহিলা কলেজে ভর্তি করা অনেক অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এমনিভাবে এতদঞ্চলের অধিকাংশ মেয়েদের মাধ্যমিকের পর পড়াশোনার ইতি টানতে হতো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে বসতে হতো বিয়ের পিঁড়িতে। এর ফলে সম্ভাবনাময়ী অনেক ছাত্রীর লেখাপড়া অকালেই বন্ধ হয়ে যেত। এসমস্ত বিষয় বিবেচনা করে ভেড়ামারায় একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে ক্ষেত্র সমীক্ষার আলোকে জনমত গ্রহণের মাধ্যমে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে ১৯৯৪ সালের ১৭ অক্টোবর ভেড়ামারা পাবলিক লাইব্রেরি হলে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। (স্মর্তব্য, সভা অনুষ্ঠানের জন্য চেয়ার ভাড়া করতে গেলে ডেকোরেটর মালিক ফারাকপুর, ভেড়ামারা নিবাসী মোঃ আব্দুল বারী বেলাল বলেছিলেন, 'কলেজ যদি করতে পারো তাহলে চেয়ারের ভাড়া লাগবে না'। এও একরকম উদ্দীপক। সভায় উপস্থিতির জন্য আমন্ত্রণপত্র ড্রাফট করতে নওদাপাড়া, ভেড়ামারা নিবাসী কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ভূগোল বিষয়ের অধ্যাপক মোঃ শফিউল ইসলাম সহযোগিতা করেছিলেন)। ভেড়ামারা পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মোঃ মানোয়ারুল আলম মুনু ডাক্তার (প্রয়াত) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দ আবু রায়হানসহ এতদঞ্চলের বিদ্যোৎসাহী এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মিরপুর, ভেড়ামারা এবং দৌলতপুর উপজেলার মধ্যবর্তী স্থান ভেড়ামারা পৌর এলাকায় একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে একমত পোষণ করেন। এ সিদ্ধান্ত ছিল আনন্দের। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠা পায় আমাদের স্বপ্নের ভেড়ামারা মহিলা কলেজ।

কলেজের প্রাথমিক সাংগঠনিক ও অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য মোঃ মানোয়ারুল আলম মুনু ডাক্তার (প্রয়াত)-কে সভাপতি এবং মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক-কে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা ছিলেন– মোঃ সিরাজুল হক দুদু (প্রয়াত), এ. কে. এম হাসানুজ্জামান (কামাল হাজী), মোঃ শহিদুল্লাহ লালু (প্রয়াত), অধ্যাপক লুৎফর রহমান (প্রয়াত), মোঃ আব্দুল খালেক (প্রয়াত), মোঃ মহসিন রেজা, মোঃ শফিউল ইসলাম কুব্বাত, শ্রী রনজিৎ সিংহ রায় (প্রয়াত), বিএম সেকান্দর হাসান (প্রয়াত), আবুল কালাম আজাদ, আব্দুল আলীম স্বপন, আসম আব্দুল কুদ্দুস (প্রয়াত), আলহাজ্ব আলী আকবর (প্রয়াত), আলহাজ্ব মোঃ আতিয়ার রহমান, মোঃ আব্দুল মজিদ (প্রয়াত), আবুল কালাম, মোঃ গিয়াস উদ্দিন সোনা, মোঃ ইউসুফ আলী ও অধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল আলম। গঠিত কার্য নির্বাহী কমিটির তত্ত্বাবধানে ভেড়ামারা শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত আহসান কোম্পানির দ্বিতল ভবনে কলেজের অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয় এবং 'অস্থায়ী কার্যালয়, ভেড়ামারা মহিলা কলেজ' নাম খচিত সাইনবোর্ড উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ভেড়ামারা মহিলা কলেজ জনসম্মুখে প্রকাশ পায়। (স্মর্তব্য, কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত গ্রহণকালীন জনতা ব্যাংক লি. সাতবাড়ীয়া শাখা, ভেড়ামারাতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আহসান কোম্পানির বড় ছেলে আলহাজ্ব মোঃ আতিয়ার রহমান ভাইকে এপ্রোচ করেছিলাম এই বলে যে, যদি ভেড়ামারাতে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে তাদের মালিকানাধীন ভেড়ামারা প্রধান সড়কের পাশে অবস্থিত দ্বিতল ভবনটি যেন কিছুদিনের জন্য কলেজের কাজে ব্যবহারের সুযোগ দেন। তিনি সানন্দচিত্তে সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন)।

কার্যনির্বাহী কমিটির ১৯/১০/১৯৯৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় আমাকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। একই সভায় কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, পৌরনীতি, যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস, পরিসংখ্যান, হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা বিষয় চালুসহ উল্লিখিত বিষয়সমূহে পাঠদানের জন্য ২ জন করে প্রভাষক এবং ১ জন শরীরচর্চা

শিক্ষক, ১ জন সহ লাইব্রেরিয়ান, ৩ জন অফিস সহকারী, ২ জন পিয়ন, ২ জন আয়া ও ১ জন ঝাড়ুদার নিয়োগ দানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৯৪-১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তিকরণের যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সিদ্ধান্তের আলোকে চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড যশোর বরাবর ভেড়ামারা মহিলা কলেজে ছাত্রী ভর্তিসহ পাঠদানের অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়। (স্মর্তব্য, ভেড়ামারা হতে মধ্য রাতের সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেন যোগে কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল আলম কে সঙ্গে নিয়ে আবেদন পত্র যশোর শিক্ষাবোর্ডে জমা দেয়া হয়। আবেদন পত্রে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য (বৃহত্তর কুষ্টিয়া) মিসেস সেলিনা শহিদ সুপারিশ করেছিলেন। ভেড়ামারা মহিলা কলেজের শুভাকাঙ্ক্ষী মোঃ আমিরুল ইসলাম (প্রভাষক) এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিলেন)।

ছাত্রী ভর্তি এবং শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রেণি কার্যক্রম উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ভেড়ামারা মহিলা কলেজের পথচলা। কলেজটিকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সরকারি বিধি মোতাবেক ১.৫০ একর অখণ্ড জমির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এক্ষেত্রেও তেমন অসুবিধা দেখা দেয়নি এবং অচিরেই ভেড়ামারা শহরের চার রাস্তা মোড় হতে খানিকটা পশ্চিম দিকে রাস্তার ডান হাতে অবস্থিত অখণ্ড ১.১০৮১ একর জমির ব্যবস্থা হয়ে যায়। (স্মর্তব্য: প্রয়াত হাজারি লাল কুন্ডুর পুত্র সন্তান না থাকায় এবং মেয়েরা ভারতীয় নাগরিক হওয়ায় তার বাড়িসহ জমিটি স্থানীয় শ্রীমতি বিনাপানী (২) মোঃ মোজাম্মেল হক (৩) মোঃ শহিদুল্লাহ (৪) মোছাঃ আনোয়ারা ওরফে আশুয়ারা খাতুন (৫) মোঃ ওমর আলী এবং (৬) মোঃ মহিদুল ইসলাম এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। উল্লিখিতদের সঙ্গে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত যাচাইকালে জমি বিষয়ে আলোচনা ছিল এবং মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা পেলে জমিটি কলেজের অনুকূলে হস্তান্তরে তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া ছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং সে কারণে জমির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পূর্ব আলোচনার সূত্রে উল্লিখিতদের মাধ্যমে অতি সহজেই কলেজের নামে একটি রেজিস্ট্রি দলিল তৈরি করা হয়)। জমির মালিকানা লাভের মধ্য দিয়ে কলেজের মৌলিক প্রয়োজন পূরণসহ শিক্ষাবোর্ডের স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে আশার সঞ্চার ঘটে। পরবর্তীতে ৭/৮/১৯৯৫ তারিখ কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় ছাত্রীদের বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান শাখার রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান ও গণিত বিষয় চালুসহ মানবিক শাখায় ইসলামের ইতিহাস বিষয় চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে উপযুক্ত লোক নিয়োগদানের মধ্য দিয়ে পুরোপুরিভাবে পাঠদান কার্যক্রম এগিয়ে চলে। অল্প দিনের মধ্যে কলেজটি ছাত্রী-অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করে। কলেজের স্বীকৃতি লাভের জন্য নিজস্ব জায়গায় পাঠদান উপযোগী শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, চেয়ার-বেঞ্চ, আলমারি, টাইপ রাইটারসহ ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়। শুরু হয় স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে দান অনুদান সংগ্রহের পালা।

উল্লেখ্য, দান-অনুদান সংগ্রহে প্রয়াত গ্রুপ ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলাম মহোদয়ের নেতৃত্বে প্রয়াত শহীদুল্লাহ লালু, ভেড়ামারা পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত সিরাজুল হক দুদু সাহেব, প্রয়াত ইমান আলী, প্রয়াত রনজিৎ সিংহরায়, মোঃ শফিউল ইসলাম কুব্বাত এবং মোঃ মহসিন রেজা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সংগৃহীত দান অনুদানের মাধ্যমে নিজস্ব জায়গার উপর আধাপাকা ঘর নির্মাণ করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করলেও প্রশাসনিক ভবন আহসান কোম্পানীর বাড়ির অস্থায়ী কার্যালয়েই রয়ে যায়। এতে ক্লাস গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক ভবন থেকে নতুন ক্যাম্পাসে আসা যাওয়ায় প্রভাষক/প্রভাষিকাদের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তারপরও তারা ক্লাস গ্রহণের ক্ষেত্রে গাফিলতি করেননি। ইতোমধ্যে কলেজের উন্নয়ন অগ্রগতি দর্শনে সময়ে সময়ে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন যুগ্মসচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক/সভাপতি জনাব হাসানুল হক ইনু, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কুষ্টিয়া-২ আসনের মাননীয় সদস্য জনাব আব্দুর রউফ চৌধুরী (প্রয়াত) সরেজমিন আগমন করে সংহতি প্রকাশের মধ্যদিয়ে আমাদের সাহসের পরিধি বাড়িয়েছেন।

এমনিভাবে একদিকে চলে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনাসহ নতুন কলেজ স্থাপনের শর্তাদি পূরণের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়নযজ্ঞ অন্যদিকে যশোর শিক্ষাবোর্ড হতে কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি লাভের প্রচেষ্টা। পূর্ব আবেদনের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড যশোর হতে সহকারি কলেজ পরিদর্শক কলেজ পরিদর্শন করে সন্তোষজনক প্রতিবেদন দাখিল করলে ২৬/১০/১৯৯৫ তারিখ অনুষ্ঠিত কলেজ মঞ্জুরি কমিটির সভায় একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (স্মর্তব্য: ২৬/১০/১৯৯৫ তারিখ প্রয়াত গ্রুপ ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলাম, জনাব মোঃ মহসিন রেজা, জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম কুব্বাত সহ ঐ দিন যশোর শিক্ষাবোর্ডে গমন করে সারাদিন মাইক্রোবাসের মধ্যে বসে আমরা চাতক পাখির মতো তাকিয়ে ছিলাম কলেজ মঞ্জুরি কমিটির সভার ইতিবাচক সিদ্ধান্তের দিকে। দিনশেষে সু-সংবাদ প্রাপ্তির মধ্যদিয়ে আমাদের শ্বাসরুদ্ধকর অপেক্ষার অবসান হয়। তখন আর শিক্ষাবোর্ড প্রাঙ্গণে আমাদের মন টিকছিল না তারপরও শিক্ষাবোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমরা পড়ি-মরি করে ছুটে আসি আমাদের স্বপ্নের ভেড়ামারা মহিলা কলেজের অস্থায়ী কার্যালয় প্রাঙ্গণে। সেখানে পূর্ব থেকেই অপেক্ষারত কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যসহ শিক্ষক-কর্মচারীগণ আমাদের ফুলেরমালা দিয়ে বরণ করে তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। সেই মুহূর্তের উত্তেজনা এখনো চোখে ভাসে।

স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর বোর্ডের প্রদত্ত শর্তে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়:

১। জনাব মোঃ আব্দুল খালেক (প্রয়াত)	-	সভাপতি
২। জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ লালু (প্রয়াত)	-	সদস্য
৩। জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম কুব্বাত	-	সদস্য
৪। জনাব মোঃ মহসিন রেজা	-	সদস্য
৫। জনাব শ্রী রনজিৎ সিংহ রায় (প্রয়াত)	-	সদস্য
৬। জনাব মোঃ আবু সাঈদ শিক্ষক প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭। জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক	-	সদস্য সচিব

এই কলেজে স্নাতক পর্যায়ে লেখা পড়ার কোন সুযোগ না থাকায় ভবিষ্যতে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের কথা ভেবে ১৯৯৪-১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত ছাত্রীদের মধ্য থেকে ১৯৯৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১২৫ জন ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকগণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের এমতাবস্থা বিবেচনা করে এবং যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক একাডেমিক স্বীকৃতি লাভে দ্বিগুণ উৎসাহে কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৯৯৬-১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক পর্যায়ে বিএ, বিএসএস এবং বিকম (পাস) কোর্স প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং ৪/১০/১৯৯৬ তারিখ অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় স্নাতক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, পরিসংখ্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা এবং হিসাববিজ্ঞান বিষয়সমূহ চালুসহ ১৯৯৬-১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক কোর্স প্রবর্তনের নিমিত্তে ছাত্রী ভর্তি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি লাভের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে দায়িত্ব দেয়া হয়। শুরু হলো আবার সমুদ্র যাত্রা। এ যাত্রায় একদিকে স্নাতক (পাস) কোর্সে ছাত্রী ভর্তি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে অধিভুক্তি লাভ অন্যদিকে কর্মরত শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রাপ্তির জন্য এমপিও ভুক্তির প্রচেষ্টা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্তি লাভের ক্ষেত্রে এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে অন্যতম প্রয়াত গ্রুপ ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলাম, জনাব মোঃ মহসিন রেজা, জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম কুব্বাতসহ বাহাদুরপুর, ভেড়ামারা নিবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এর সান্নিধ্যে এসে স্নাতক (পাস) কোর্সের অধিভুক্তি লাভের জন্য পরামর্শক্রমে এবং প্রয়াত গ্রুপ ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলাম এর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে শিক্ষাকোরে কর্মকালীন ছাত্র এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ট্রেজারার জনাব মোঃ ফিরোজ আহমদ আখতার এর সহযোগিতায় উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলাম এর বদান্যতায় ১৯৯৬-১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই কলেজ বিএ, বিএসএস (পাস) কোর্সের প্রথম অধিভুক্তি লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিকম (পাস) কোর্সের অধিভুক্তি পাওয়া যায়। অপর দিকে ১৯৯৭ সালের মে মাসে ৯ জন প্রভাষক ১ জন শরীরচর্চা শিক্ষক, তৃতীয় শ্রেণির ২ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ৫ জন কর্মচারী এমপিও-ভুক্ত হয়। যা ভেড়ামারা মহিলা কলেজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্যতম মাইল ফলক।

২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক এইচএসসি (বিএম) শিক্ষা কার্যক্রমে অ্যাফিলিয়েশন পাওয়া যায়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড যশোর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক কলেজটিতে পাঠদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তির কনফিডেন্স থেকে আমাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। এছাড়াও বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকারের উদার শিক্ষানীতির কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধানে বেসরকারি কলেজ সমূহে স্নাতক পর্যায়ে সম্মান কোর্স প্রবর্তনের ফলে পর্যায়ক্রমে কলেজটি ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলা, ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে অধিভুক্তি লাভ করে। বর্তমানে কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ৯৫৬ জন, এইচএসসি (বিএমটি) শাখায় ১৯৪ জন স্নাতক (পাস) কোর্স ৩৩১ জন এবং স্নাতক (সম্মান) কোর্সে ১২৩৭ জন সহ মোট ২৭১৮ জন ছাত্রী অধ্যয়নরতা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কলেজটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মেয়েদের শিক্ষাসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সরকারি কলেজ বিহীন উপজেলায় ১টি কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা দিলে প্রতিশ্রুতির জোয়ারে ভেড়ামারা মহিলা কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে পর্বতসম প্রত্যাশা তৈরি করে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এবং কুষ্টিয়া-৩ (কুষ্টিয়া সদর) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুব-উল আলম হানিফ ভেড়ামারা মহিলা কলেজটি জাতীয়করণের জন্য ডিও পত্র মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। সার্বিক বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়ে কলেজটি জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত হলে আমরা হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠি। (স্মর্তব্য: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ রশিদুল আলম এবং তার সহধর্মিণী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে সপরিবারে হত্যাকারী ঘাতকদলের হাতে শাহাদৎ বরণকারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাত-এর কন্যা মিসেস হাবিবা আলম সহযোগিতার ছাতা নিয়ে আমাদের পাশে ছিলেন বলেই ভেড়ামারা মহিলা কলেজটির জাতীয়করণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়)। বর্তমানে এই কলেজের ৮৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীর চাকুরী সরকারিকরণের প্রক্রিয়াধীন।

ভেড়ামারা মহিলা কলেজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমার উপর ন্যাস্ত হওয়ায় একজন কর্মী হিসেবে কলেজের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নেতৃত্ব দিয়েছি। কলেজের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে অসম্ভবকে সম্ভব করার দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ আজ বাস্তবতা। আমাদের আত্মমর্যাদার স্মারক।

আজ আমার ঘটনাবহুল কর্মজীবনের পরিসমাপ্তির দিনে বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এবং স্মরণিকা প্রকাশের মতো দুরূহ কাজ যারা সম্পাদন করেছেন তাদের আন্তরিকতা দৃশ্যমান। আপনাদের আন্তরিকতায় আমি অভিভূত। উপাধ্যক্ষ মোঃ আনিসুর রহমানসহ সকলের প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সুন্দর আয়োজন সম্ভব হয়েছে। সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ, কলেজের শুভানুধ্যায়ী আমার সীমাবদ্ধতা-ভ্রান্তি আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করবেন। যতদিন বেঁচে থাকব আপনাদের পাশে থাকব; ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের কল্যাণে কাজ করে যাব।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখা কবিতার ছত্র–

'যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই–
যা দেখেছি, যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই'।...

কলেজের কাজ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দেখতে দেখতে ২৯ বছর চলে গেল! অবসরকালীন যেখানেই অবস্থান করি ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ আমার হৃদয়ে থাকবে। কলেজটিতে স্নাতকোত্তর কোর্সে পাঠদানের ব্যবস্থা এবং ছাত্রীনিবাস নির্মাণ না হওয়ার অসম্পূর্ণতায় গীতিকারের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছি 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল...।

বিভিন্ন সময় সুবিধা-অসুবিধায় যাঁরা পাশে ছিলেন, কলেজকে অর্থ, দ্রব্যাদি, মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আপনাদের সকলের উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অব্যাহত ধারা বজায় থাকুক এবং এই কলেজের ছাত্রীরা আলোকিত মানুষ হবে, দেশ ও জনগণের কল্যাণে অবদান রাখবে এই প্রত্যাশা নিয়ে ব্যাক টু মাই প্যাভিলিয়ন।

লেখক:
মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক
অধ্যক্ষ
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

ভেড়ামারা মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় গ্রামীণ জনপদের অবদান

■ মোঃ শফিউল ইসলাম

গোটা পৃথিবীর ফুসফুস যেমন বনাঞ্চল, তেমনি যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফুসফুস হলো তার শিক্ষর্থীবৃন্দ। বনাঞ্চলহীন পৃথিবীর সজীব অস্থিত্ব থাকবে না এটা যেমন সত্য, তেমনি নির্মোহ সত্য হল শিক্ষার্থীর পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক জনপদের সাড়াদান ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজটি।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ৬০টি যুদ্ধের সমর নায়ক ফ্রান্সের সম্রাট একই সাথে ইতালির রাজা নেপোলিয়ান বোনাপার্ট (১৫ ই আগষ্ট ১৭৬৯- ৫ই মে ১৮২১) এর বিশ্বজনীন স্বীকৃত মহান উক্তি "তুমি আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দিবো।" এ বানীকে ধারণ করে জগশ্বর, ভেড়ামারা নিবাসী জনাব আব্দুর রাজ্জাক রাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত তথ্য অভিজ্ঞার আলোকে এবং আহবানে উপজেলার শিক্ষানুরাগী সমাজের প্রতিনিধিদের এক মাহেন্দ্রক্ষণের সমাবেশে সর্বসম্মতিতে উপজেলাতে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায়তন হিসাবে নব্বই দশকের শুরুতে একটি স্বতন্ত্র মহিলা কলেজ যাত্রা শুরু করে অদ্যবধি অত্র অঞ্চলের মধ্যে নারীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। কলেজের মূল অবকাঠামোর অবস্থানকে কেন্দ্রবিন্দু (লাল বৃত্ত) ধরে ভৌগোলিক ভাবে ৪ (চার)টি অঞ্চলে ভাগপূর্বক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল:
এই এলাকার গ্রামগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল-লক্ষ্মীধরদিয়াড়, মহিষাখোলা, বরিয়া, ধুবইল, আজমতপুর, কাঠের পুলের অর্ধাংশ এলাকা, বিত্তিপাড়া, সাতবাড়ীয়ার কিছু অংশ, পুরো হিড়িমদিয়া, বামনপাড়ার অংশবিশেষ, কোদালিয়াপাড়া, চিথলিয়া, কাজিপুর, সাতগাছা, কামালপুর, মাদিয়া, পিয়ারপুর, শেরপুর, জগন্নাথ পুর, নওদাপাড়া, দিঘলকান্দি, বালিয়াশিশা, আন্দালবাড়িয়াসহ দৌলতপুর ও মিরপুরের কিছু এলাকা।

(খ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল:
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রথপাড়ার অধিকাংশ, কলেজপাড়া, প্রফেসর পাড়া, বিলশুকা, কুঠিবাজার, ক্ষেমিরদিয়াড়ের অধিকাংশ, নওদা ক্ষেমিরদিয়াড়ের আংশিক, রামকৃষ্ণপুরের অর্ধাংশ, গোপিনাথপুরের কিয়দাংশ, গোলাপনগরের কিছু অংশ, মধ্য গোলাপনগরের কিয়দাংশ, ফকিরাবাদ, ইসলামপুর, উত্তর ইসলামপুরের কিয়দাংশ, মহারাজপুর, সাতবাড়িয়ার অর্ধাংশ, ধরমপুর, উত্তর ভবানীপুর, দক্ষিণ ভবানীপুর, কাজিহাটা, মহিষাডোরা, পাটুয়াকান্দি, স্বরূপেরঘোপ, নবগঙ্গা, গোবিন্দপুর, নলুয়া, রণপিয়া, দলুয়া, জগশ্বর, মওলাহাবাসপুর, পরানখালী, গাছিয়া দৌলতপুর, হোসেনপুর, ঠাকুর দৌলতপুর, জামালপুর, মসলেমপুর, কুচিয়ামোড়া, আড়কান্দি, হরিপুর, ফয়জুল্লাপুর, মেছোপাড়া, রায়াটা, মাধবপুর, গোসাইপাড়া, মালিপাড়া, বাঁশেরদিয়াড়, বাহাদুরপুর, হোসেনপুর, মির্জাপুর, পুরাতন মির্জাপুর, জুনিয়াদহ, কাজিহাটা, আল্লারদর্গা, গাছেরদিয়াড়, বালিরদিয়াড়, মাছদিয়াড়, তারাগুনিয়া, সোনাইকুণ্ডি ইত্যাদি।

(গ) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল:
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গ্রামগুলো নিয়ে "গ" অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ অঞ্চলের গ্রাম/বসতির নাম হল- বারমাইলের কিয়দাংশ, পূর্ব নওদাপাড়া, ৯ মাইল কাচারী, বামনপাড়ার কিয়দাংশ, পৌরসভার কিয়দাংশ, পুরো চাঁদগ্রাম, চণ্ডিপুর, পূর্বচণ্ডিপুর, পশ্চিম চণ্ডিপুর, বাড়াদী, বাড়াদী বাজার,খাঁড়ারা, খাদিমপুর, বহলবাড়ীয়া, সাহেবনগর, চক ধোবইল, উত্তর- পূর্ব মিরপুর উপজেলার কিছু অংশ।

(ঘ) উত্তর-পূর্বাঞ্চল:
এই অঞ্চলটি হল পদ্মার পশ্চিম পাড়ের অঞ্চল। এই অঞ্চলের গ্রামগুলো হল ভেড়ামারা সদরের রথপাড়ার আংশিক, প্রফেসর পাড়ার আংশিক, কলেজ পাড়ার আংশিক, নঁওদাপাড়া, ফারাকপুর, মোকারিমপুরের আংশিক, ক্ষেমিরদিয়াড়ের কিয়দাংশ, নতুন হাটের কিছু অংশ, নওদা ক্ষেমিরদিয়াড়ের কিছু অংশ, রামকৃষ্ণপুরের বৃহদংশ, গোপিনাথপুরের অধিকাংশ, গোলাপনগর, চর গোলাপনগর, মধ্য গোলাপনগর, ইসলামপুরের কিয়দাংশ, ঢাকা পাড়া, মসলেমপুর, ষোলদাগ, ষোলদাগ পশ্চিম পাড়া, ষোলদাগ মধ্যপাড়া, ষোলদাগ দক্ষিণপাড়া, বারদাগ, বাহিরচর, চক ভেড়ামারা, চরদামুকদিয়া, মতিনহাট, মণ্ডলপাড়া, ৬৮ পাড়া ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিবরণের প্রেক্ষিতে যথার্থ এবং যৌক্তিকভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় অত্রাঞ্চলের গ্রামীণ জনপদ, জনপদের শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সকল পর্যায়ের শিক্ষানুরাগী বিদ্যোৎসাহী শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক, সুশীল সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াদানকে অত্যন্ত দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা, বিচক্ষণতা ও ধৈর্য্যশীল নেতৃত্ব দিয়ে 'শিক্ষিত মা তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে' ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ কলেজটি প্রতিষ্ঠার সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকল-শ্রেণি পেশার আমজনতা ও সুশীল সমাজের মনে ও ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের অবয়ব/অবকাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজার স্বোপার্জিত কৃতি ও সমুজ্জ্বল মহিমা চিরকালের জন্য অমলিন ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে।

লেখক:
মোঃ শফিউল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক (অবঃ)
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ।

রাজা ভাইয়ের কলেজ

■ ড. আবুল কালাম আজাদ

রাজা ভাই একজন সৎ মানুষ। উদার মানুষ। বড় মনের মানুষ। তবে সে একজন অলস মানুষও বটে। কোনো বিষয়ে সে তেমন সিরিয়াস না। তার কাছের মানুষেরা এগুলো জানে। তবে একটা বিষয়ে তাকে সিরিয়াস দেখেছি। সেটা হলো দলীয় কাজ। আশির দশকের শুরুতে আমরা যখন হাতে গোনা কয়েকটা ছেলে ভেড়ামারায় ছাত্রলীগ করি, সে তখন প্রতিটা দলীয় কর্মসূচিতে দলবল নিয়ে জগশ্বর থেকে চলে আসতো। কখনো দলীয় কোনো কর্মসূচি সে মিস করেছে এমন ঘটনা মনে পড়েনা।

আরেকটি কাজে তাকে নিরলস এবং সিরিয়াস দেখেছি। সেটা হলো ভেড়ামারা মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। বিভিন্ন দল ও মতের প্রভাবশালী লোকদের সে একত্রিত করেছে। সব রকম বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেছে। সে সফল হয়েছে। ভেড়ামারা মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে কলেজটি সরকারিকরণ হয়েছে।

কিন্তু, কলেজ প্রতিষ্ঠার মত এত বড় একটা কাজ কিভাবে

সম্ভব হল? কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় তার দল রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় ছিল না। আমার মনে হয় এই অঞ্চলে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মনে কোনো ধারণা ছিল না। শিক্ষা লাভ করলে নারী জাতি যে কতদূর উচ্চতায় উঠতে পারে সে ধারণা তাদের ছিল না। সেই উপলব্ধিকেই সম্ভবত ব্রত হিসেবে নিয়েছিল- "যদি তোর ডাকশুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে"। সেই সঙ্গীহীন পথিকই একদিন সক্ষম হয়েছিল বহু সাথীকে একত্রিত করে এক মহান লক্ষ্য পূরণে। এক্ষেত্রে তার সততা, উদারতা ও নিখুঁত ব্যক্তিত্ব সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল যা কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর সিরিয়াসনেস এক হয়ে বিভিন্ন দল ও মতের প্রভাবশালী মানুষদের একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল। জানা মতে, সেই সময় একই ভাবে সারা দেশে বেশ কিছু কলেজ গড়ে উঠেছিল। সেই সমস্ত কলেজে সমসাময়িক বন্ধু বান্ধব অনেকেরই কর্মসংস্থান হয়েছে। শুধু কর্মসংস্থানই নয়, কলেজগুলো দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদাও পূরণ করেছে।

মানুষের জীবনের সুপ্ত আশা বাইরের কেউ জানতে পারেন না। রাজা ভাই সংগ্রামী এক প্রানবন্ত পুরুষ বলেই তাঁর মধ্যে ছিল সুপ্ত এক মনবাসনা। কাজ করেছে দানবীয় শক্তি নিয়ে সকল প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দিয়ে লক্ষ্যে পৌছানোর শপথে। বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত জয়ের বন্দরে পৌঁছেছেন। আজন্ম লালিত স্বপ্ন মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভেড়ামারা মহিলা কলেজ। সময়টা ছিল ১৯৯৪ সাল।

তখন নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজের কর্ণধার হিসেবে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। বিগত উনত্রিশ বছর রাজা ভাইকে পাড়ি দিতে হয়েছে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এক মহাসমুদ্র। আশা নিরাশার দোলা চলে সিন্দাবাদের ভূমিকায় তিনি সাগর পাড়ি দিয়ে বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েছেন। শুরুতে ভেড়ামারা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ তারপর দুই যুগেরও বেশি সময় পার করে আজ ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করছেন। বহু অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যধারী আমার প্রিয় রাজা ভাই অবসর জীবনে থাকবেন সুস্থ- সবল ও প্রাণবন্ত। কর্মী মানুষের কাজ শেষ হয় না। হয়ত আবার একটা মহৎ উদ্যোগের পিছনে ছুটে চলবেন আমার প্রিয় রাজা ভাই। মহান আল্লাহ তাঁকে সাফল্যের পতাকাবাহী হিসেবে দীর্ঘজীবন দান করবেন সেটাই আমার একান্ত কাম্য। অবশেষে বলতে হয় আমার রাজা ভাই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে চাকুরি শুরু করে আবার সেই প্রতিষ্ঠানেরই প্রধান হিসেবে চাকুরি শেষ করলেন। এমন কপাল কয়জনের হয়?

লেখক:
ড. আবুল কালাম আজাদ
(অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী শিক্ষাবিদ)
নওদাপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজাকে নিয়ে কিছু কথা

■ অধ্যক্ষ (অবঃ) মোঃ আসলাম উদ্দীন

মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক। অধ্যক্ষ ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ। তার সাথে আমার পরিচয় শৈশবের। তাঁর বাড়ি ভেড়ামারা উপজেলার জগশ্বর গ্রামে। আমার নানীর বাড়ি, আমার ফুফুর বাড়ি একই গ্রামে। যার কারণে নানী বাড়ি বা ফুফুর বাড়ি গেলে আমি, রাজা, আমার ফুফাতো ভাই আবেদ এক সাথে বেড়াতাম। আমরা এক স্কুলে না পড়লেও এক ক্লাসে পড়তাম। আমাদের বয়সও সমসাময়িক যার কারণে আমাদের মধ্যে দ্রুত বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সম্পর্কটা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত একই।

আমাদের চলার পথ ও মতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সম্পর্কে এতটুকু ঘাটতি হয়নি। এরও কারণ আছে। আমরা উভয়ই এক জায়গায় একমতে ছিলাম সেটা হলো সে সাদাকে সাদা বলে, কালোকে কালো বলে; আমিও তাই। সেও খারাপকে খারাপ বলে, ভালকে ভাল বলে; আমিও তাই। ঠিক এখানেই আমাদের একটা ঐক্যমত আছে। আমরা দু'জনই চলার পথে এগুলো ভাবি। এসএসসি পাশের পর রাজা ভেড়ামারা কলেজে ভর্তি হয় আমি চট্টগ্রাম চলে যায়। মাঝে তার সাথে আমার বেশ কয়েক বছর যোগাযোগ ছিল না। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আবার একত্রিত হই। ভাগ্যচক্রে তার এবং আমার বিষয় একই (ইতিহাস) হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে আমি ও রাজা বিভিন্ন কলেজে প্রভাষক পদে নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েছি। সর্বশেষ আমরা দু'জন দু-কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যায়। এটা আমি মনে করি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। ১৯৯৪ সালের কোনো এক সময় হবে। সে এবং আব্দুর রশিদ মজুমদার তার আগের সেই পুরাতন মোটর সাইকেল যোগে আমার কলেজে আসেন। তখনই জানলাম ভেড়ামারা, দৌলতপুর এবং মিরপুর এই বৃহৎ অঞ্চলে কোনো মহিলা কলেজ নেই। তাদের এমন চিন্তা থেকে একটা সভা আহ্বান করেছে। আমাকে সভায় উপস্থিতির দাওয়াত পত্র দিয়ে চা-নাস্তা করে বিদায় হলেন। তাঁদের বিদায় দিয়ে ভাবলাম, তাদের চিন্তাটা সুদূর প্রসারী, খুব সুন্দর। অত্র উপজেলা সদরে একটা মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা হলে অত্র অঞ্চলে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। তাদের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানালাম। পরবর্তীতে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো এবং আব্দুর রাজ্জাক রাজা হলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। কলেজের যাত্রা শুরুর অল্প দিনের মধ্যেই তার সুদক্ষ নেতৃত্বে কলেজের জমির সমাধান, কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি, এমপিওভুক্তকরণ, ডিগ্রি (পাস) ও অনার্স কোর্স চালু, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সর্বশেষ সরকারিকরণ এ সবই তার বিচক্ষণ চিন্তা চেতনা এবং ভাবনা থেকেই সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি মানসম্পন্ন শিক্ষা সে নিশ্চিত করেছে। আমি ও আব্দুর রাজ্জাক রাজা একই সাথে শিক্ষাবোর্ডে গেছি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকাতে গেছি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছি। এ বিষয়ে আমাদের

অনেক স্মৃতি। সব মিলিয়ে আমি আমার বিজেএম কলেজের ২৮ বছরের অধ্যক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এ কাজ মোটেও সহজ ছিল না। রাতদিন সমানে ভাবতে হয়েছে, চিন্তা করতে হয়েছে, অমানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। যার কারণে আব্দুর রাজ্জাক রাজার নেতৃত্বে কলেজটি শূন্য থেকে আজ বটবৃক্ষে রুপ লাভ করেছে। ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ নিয়ে আমার যতটুকু স্টাডি; আব্দুর রাজ্জাক রাজাকে নিয়ে আমার যতটুকু স্টাডি সে হিসেবে আমি বলতে পারি–সে ছিল শিক্ষক বান্ধব, সে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে কাজ করেছে তার পূর্বশর্ত হিসেবে সে নিজেকে দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছে, সকল শ্রেণির ছাত্রী অভিভাবক তার অফিসে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, তার নেতৃত্ব ছিল অত্যন্ত বিচক্ষণ, তিনি প্রদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি নীরব কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সর্বশেষ তার সম্পর্কে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের যে ধারণা সেটা হলো তার সততা।

লেখাটি শেষ করব। এভাবে পৃথিবীতে অনেকেই জন্মায় আবার চলেও যায়। সবাই দাগ রেখে যেতে পারে না। ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রাজ্জাক রাজা দাগ রেখে গেলেন। এই দাগ তার মৃত্যুর পরও তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

লেখক:
মোঃ আসলাম উদ্দীন
অধ্যক্ষ (অবঃ) বিজেএম কলেজ।

শ্রদ্ধায় জাগ্রত তুমি

■ এ. টি. এম. মোস্তফা কামাল

প্রবহমান সময়ের বৈশিষ্ট্য অন্তর্জীবনকে নিয়ে বয়ে চলা। নদীর মতো সে বয়ে যায়। তার গতি আছে, স্রোত আছে। মুক্ত নদীর মতো চলার পথে কোথাও সে রুক্ষ আবার কোথাও আর্দ্র। পা বাড়িয়ে পথ পেরিয়ে যেতে যেতে জীবন পিছন ফিরে তাই বাঁক নেয় বারংবার-প্রতিবার। সে আঁকতে চেষ্টা করে কী ফেলে এসেছে আর কী নিয়েই বা বেঁচে আছে এই ঘোর লাগা বিষয়ে আলপনা দিয়ে। ফলে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি যখন কৃতজ্ঞ চিত্তে তার তল খুঁজে ফিরি ঠিক তখনি আমার মানসদৃষ্টির সামনে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেন যে মানুষটি তিনি আমার পরমপ্রিয়, প্রিয়জন, শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক। যিনি বর্তমানে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত। জনাব আব্দুর রাজ্জাক দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে আপন জায়গায় উজ্জ্বল। কিন্তু আমার কাছে তাঁর উপস্থিতি ব্যক্তি রাজ্জাকের বুদ্ধির দীপ্তি, প্রতিভার আলো, জ্ঞানের গভীরতায় এবং কর্মের বর্ণাঢ্য উচ্চারণের কারণে। ক্ষুদ্র পরিসরে চলার মাঝে কত মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁদের অনেকের সাহচার্য, মমতা ও স্নেহের স্পর্শ আমাকে বাস্তব জীবনে চলতে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। রাজ্জাক স্যারের নিবিড় সান্নিধ্য আমাকে নানাভাবে কত বিষয় যে শিখতে সাহায্য করেছে তার ঠিকুজি তৈরী করলে একটি পুস্তক মলাটবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু এই ছোট্ট পরিসরে তা হবার নয়। কতটুকু ত্যাগ ও কতটুকু বুদ্ধির প্রয়োগ একজন মানুষকে ব্যক্তি মানুষ নির্মাণে সাহায্য করে সেই জ্ঞানটুকু রাজ্জাক স্যার আমাকে হাতে কলমে দিয়েছেন। ফলে আমার বয়স যতটুকু বেড়েছে, সঙ্গে জীবনকে উপলব্ধি করার জ্ঞানও বেগবান হয়েছে দিনে দিনে। আমি যখন একা থাকি এবং কোন বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকি স্যার ঠিক তখনি আমার সামনে এসে নিজের কণ্ঠস্বর প্রকাশ করে যেন উদ্দীপনা দেন। আর তখনি আমি নিজের ভিতর উপলব্ধি করি তিনি কতখানি আপন হয়ে আমার মনে ঠাঁই পেয়েছেন। মানব মুক্তির বাসনাকে নিজের ভিতর থেকে বাহিরের জগতে ছড়িয়ে দেবার প্রত্যয়ে জনাব রাজ্জাক জ্ঞানের বাতিওয়ালা রূপে এলাকায় আবির্ভূত হন। নিজের চেষ্টায় পরিচিত বিদ্বান মানুষ ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে ১৯৯৪ সালে ভেড়ামারা উপজেলায় একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। নারী জাগরণের অঙ্গীকার নিয়ে ভেড়ামারার বিশিষ্টজন ও সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত করেন এবং সাংগঠনিক বন্ধনে তাদের সকলের সর্বাত্মক চেষ্টার প্রতিফল হিসেবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের বুদ্ধিমত্তা দ্বারা অল্প দিনের ব্যবধানেই কলেজটি একাডেমিক স্বীকৃতি, এমপিও ভুক্তিকরণ, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তর করেন। এতেই শেষ নয় ভাবনাকে ঠেলে দিয়ে তিনি কলেজে ছয়টি বিষয়ে অনার্স পাঠদানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাইয়ে নেন। পরিশ্রমের শীর্ষে গিয়ে নিরন্তর সাধনার মাধ্যমে শিক্ষানুরাগীদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রশিদুল আলম, সাবেক সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সদস্য, উপদেষ্টামণ্ডলী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মহোদয়ের মাধ্যমে কলেজটিকে জাতীয়করণ করে অসামান্য কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কর্মযোগী রাজ্জাক স্যারের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবার আমার সুযোগ হয় ১৯৯৪ সালে। ২৯/১০/১৯৯৪ সালে আমি ভেড়ামারা মহিলা কলেজে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। স্যারের নিবিড় সাহচর্য থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালনের মধ্যেই আমি চৌদ্দ বছর ৩১/০৫/২০০৯ তারিখ পর্যন্ত সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলাম। দীর্ঘ এই সময়ে আমি তার কাছ থেকে যেমন পেয়েছি অভিভাবকের ছোঁয়া, আবার একই সঙ্গে কর্তব্যকর্মে তাকে দেখেছি প্রজ্ঞাবান শাসক হিসেবে। আমার ভাবতে ভালো লাগে কলেজে পাঠদানের বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক যে কোন দায়িত্ব পালনের সময় আমি তার সর্বাত্মক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা পেয়েছি। এক্ষেত্রে এলাকার অনেক শিক্ষকের চেয়ে আমাকে অনেক সময় বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কলেজের প্রয়োজনে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, যশোর শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সচিবালয়ে যাওয়ার সময় অনেক দিনই তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়েছেন। আমিও তার প্রতি আস্থা

রেখে তার সম্মান কোথাও ক্ষুণ্ন হতে দেইনি। আমি অনুভব করি বিশ্বাসের জমিন কতখানি প্রশস্ত করে তিনি নিজেকে উজাড় করে প্রীতি দিয়েছিলেন আমাকে ও পরিচিত অনেককে যা সত্যিই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। আমার প্রিয় রাজ্জাক স্যার শুধু করিৎকর্মা ও দায়িত্ববান মানুষ নন, তিনি রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিও বটে। ছাত্র জীবন থেকে তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন মানুষের কল্যাণের জন্য। কিন্তু রাজনীতির মধ্যে তাঁকে উচ্চাভিলাষী বলে আমার মনে হয়নি কখনো। তিনি চেষ্টা করলে রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক দূর যেতেও সফল হতে পারতেন। কিন্তু সে ধরনের আগ্রহ তিনি নিজের মধ্যে কখনো লালন করেননি। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্লোভ ও সজ্জন। সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনায় ভরা ছিল তার মন। কর্মক্ষেত্রে তিনি যার যার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা তা দিতে কখনো দ্বিধা করেননি। দায়িত্ব পালনে অধিনস্ত কারো ত্রুটি দেখলে তার প্রতি বিরূপ আচরণ কিংবা তাকে নিয়ে কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। এক্ষেত্রে তাঁকে আমার পরম সহিষ্ণু ব্যক্তি হিসেবে মনে হয়েছে। পারিবারিক কারণে আমি ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ থেকে অন্য কর্মস্থলে যোগ দিলেও আমার প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অটুট। যা আমার পরম পাওয়া বটে।

প্রকৃতির অমোঘ রথে নিয়মের পথ ধরে তিনি আগামী ১৫/০৬/২০২৩ খ্রিস্টাব্দে চাকুরি থেকে অবসরে যাবেন। ঘটবে তাঁর বর্ণিল কর্মময় জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক সমাপ্তি। কিন্তু প্রকৃত বীর কখনো যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দূরে যান না। ফলে প্রিয় রাজ্জাক স্যার থাকবেন তাঁর সহজাত কর্তব্য-প্যাসন নিয়ে অন্য কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিংবা কর্মের আড়ম্বরে। আমার বিশ্বাস কর্মময় জীবনের বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে আমার প্রিয় মানুষ রাজ্জাক স্যার একজন সৎ, উদার ও আধুনিক রুচির মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও অনুপ্রেরণার দিশারি হয়ে থাকবেন অনুরাগীদের মনের মধ্যে। একজন আপন অভিভাবক ও দায়িত্বশীল প্রশাসক ও কর্ম পুরুষ হিসেবে এখন রাজ্জাক স্যার ভেড়ামারার শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে সবার কাছে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

আমি বিশ্বাস করি তাঁর মতো বিনয়ী, কুণ্ঠিত অথচ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষটি আপন কর্মগুণে নিজের পরিচিত জগতে হয়ে থাকবেন অমলিন আজ ও আগামী দিনে। কেননা তিনি নিজের কর্মদিয়েই যেন কবির সেই অমিয় বাণিকে স্মরণ করে দিয়েছেন :

'আমি যাদের গান গাই তারা যদি বোঝে
তাদের মাঝে থাকতে চাই যারা আমায় খোঁজে'
জয়তু প্রিয় রাজ্জাক স্যার

লেখক:
এ, টি, এম, মোস্তফা কামাল
অধ্যক্ষ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া;
সাবেক সহকারী অধ্যাপক (হিসাববিজ্ঞান)
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া।

স্মৃতিতে ভাস্বর

■ হাসানুজ্জামান

মাস্টার্সের ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায়। চাকুরির জন্য এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি চলছে। যোগাযোগও চলছে আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতজনদের সাথে। তেমন কোনো সাঁড়া মেলেনি তখনও। ইতোমধ্যে একদিন জানতে পারলাম ভেড়ামারায় একটি মহিলা কলেজ হতে যাচ্ছে। আমি সেখানে যোগাযোগ করলাম। আমার চাকুরিটা পেতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। তখন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা ভাই। আমরা রাজা ভাই বলেই ডাকতাম। কলেজটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা রাজা ভাইয়ের পিছনে আওয়ামীলীগের কুব্বাত ভাই, মহসিন ভাইয়েরা রয়েছেন।

ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা মাঝেমধ্যে কলেজে আসতে থাকেন। খোঁজ খবর নিতে থাকেন। কলেজকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই ব্যাপারে তাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। এদিকে শিক্ষকরা সকলেই তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবেমাত্র পাশ করে আসা যুবকেরা নিজ এলাকার কলেজকে গড়তে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। শিক্ষকদের কলেজকে এগিয়ে নিতে পজিটিভ চিন্তাভাবনাকে চমৎকারভাবে সমন্বয় করতেন অধ্যক্ষ রাজা ভাই। তিনি আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। সেখান থেকে তিনি যে সাংগঠনিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন সেই ক্ষমতা কলেজ পরিচালনার সময় চমৎকারভাবে কাজে লাগাতেন। এ ক্ষেত্রে তার উপর সেই সময়ে কাউকে অভিমান করতে দেখেনি। এমনকি কলেজ পরিচালনা পরিষদের কেউ অযাচিত কোন কাজ বা উপদেশ দিতে আসলে সেটি কলেজের জন্য কল্যাণকর নয় এমনটি মনে হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। সেই সময়ে যার যেমন প্রাপ্য সম্মান তাকে সেই সন্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে তার মধ্যে কোনো কার্পণ্যতা দেখিনি। যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলতেন তিনি। তার চিন্তা, চেতনা, ভাবনা ও সততা আমাকে আকৃষ্ট করতো প্রতিনিয়ত। কলেজের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক দিকটা দেখাশোনার দায়িত্বটা আমার উপর অর্পিত হয়। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময়ে সাংস্কৃতিক চর্চার সাথে বেশ জোরেসোরে সম্পৃক্ত ছিলাম। সেই বিষয়টি অনেকেই অবগত ছিলেন। ফলে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিজ এলাকার একটি মহিলা কলেজকে গড়ে তুলবো এমন ভাবনা ভাবাটাই স্বাভাবিক। ঠিক সেই রকম ভাবনা এবং কলেজের অধ্যক্ষ রাজা ভাইয়ের সার্বিক সহযোগিতায় কলেজে মেয়েদের মধ্যে একটি রব উঠে গেল। জাতীয় দিবসগুলোতে মেয়েদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বেশ জমে উঠেছিল। ফলে ছাত্রীদের মাঝে আমার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। তখন আমরা তরুণ শিক্ষক। কলেজ এমপিভুক্ত হয়নি। বেতন নাই। তাতে কি? কলেজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে আমাদের আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না।

প্রতিদিন একটি মাত্র ক্লাশ ছিল। ক্লাশ নেওয়ার আগে বাড়িতে বিষয়টি নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ে নিতাম। মনের মধ্যে ভাবনাও থাকতো কিভাবে পড়ালে মেয়েরা পড়াটিকে আনন্দের সাথে নিবে। মেয়েরা স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করে কলেজে পড়তে এসেছে। আশপাশের বেশ কিছু নামি দামি কলেজ বাদ দিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত মহিলা কলেজে ভর্তি হতে এসেছে। বাধ্য হয়ে এজন্য বলছি কলেজ সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস নানামুখি প্রচারণার কারণে তারা এ কলেজে পড়তে এসেছে। তাদেরকে পড়াশোনায় একটু আনন্দ দিতে না পারলে তারা নিরস হয়ে যাবে। ফলে অল্পদিনেই আমাদের এই প্রচেষ্টা অনেকটাই কাজে লাগলো। ভেড়ামারাতে ছড়িয়ে গেল মহিলা কলেজে ভাল পড়াশোনা হয়। এই অর্জনটি পেতে শিক্ষকদের অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে।

শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় এবং কলেজের সুনামের কারণে ছাত্রী সংখ্যা বাড়তেই থাকলো। এ অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। মহিলা কলেজে শিক্ষকতার কারণেই স্থানীয় সুধীমহলের সাথে আমার ব্যক্তিগত একটি সুস্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু কলেজটি তখনও এমপিওভুক্ত হয়নি। হতাশা থেমে থাকেনি। ভিতরে ভিতরে হতাশা বেড়েই চলেছে। ভেড়ামারা কলেজে বাংলা বিষয়ে শিক্ষক নেয়ার একটি সার্কুলার হলো। আমার স্ত্রী তখনও বেকার। আমি সেই সময়ের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। তাদেরকে বললাম এলাকার মানুষ হিসেবে এই কলেজে প্রবেশের অধিকার আমার রয়েছে। তারা আমাকে নিরাশ করেনি। কথাও দিয়েছিল। কিন্তু সময় মত তারা কথা রাখেনি। তাদের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছি, কষ্ট পেয়েছি, হতাশ হয়েছি। সেই সময়ে এলাকায় চিঠি দিয়ে বেনামে চাঁদা চাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমাকেও চিঠি দেয়া হয়েছিল। এই বিষয়টা আমাকে তেমনটা না ভাবালেও পরিবারের অন্য সদস্যদের চিন্তিত করে তুলেছিল। বিশেষ করে আমার মা এই ঘটনায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে এলাকা ছাড়তে উঠে পড়ে লেগে ছিলেন। এর পিছনে আরো একটি কারণ হলো এলাকার শিক্ষিত যুবকদের মাঝে আমার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বি হয়ে উঠেছিল। যেটা আমার পরিবার কখনো মেনে নেয়নি। কেননা আমার পরিবার রাজনৈতিক পরিবার নয়। সাদামাটা জীবন যাপন তাদের পছন্দ। ফলে ভেড়ামারা ছাড়ার চাপ বেড়ে গেল। আমার ভাই বোনেরা দীর্ঘদিন থেকে ঈশ্বরদীতে বসবাস করে। তাদের ইচ্ছা আমিও এখানেই বসবাস করি। পরে ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ এবং দাশুড়িয়া ডিগ্রী কলেজে সার্কুলার হলে সেখানে আমরা যোগদান করি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুটি সেই সময় থেকে এমপিওভুক্ত। এখনও সেখানেই রয়েছি। ভেড়ামারা মহিলা কলেজে আমার বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমার চলে আসার খবরে সহকর্মীরা কষ্ট পেলেন। বিদায়ের দিন অধ্যক্ষ রাজা ভাই বললেন, আজকে শেষ ক্লাশটা নিয়ে যান।' রাজা ভাইয়ের কথামত খাতা ডাস্টার নিয়ে ক্লাশে প্রবেশ করে ছাত্রীদের প্রথমেই আমার বিদায়ের খবরটি জানালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই কান্নার রোল পড়ে গেল। এই কান্না আর থামতে চায় না। কোন শব্দ নেই অথচ ছাত্রীদের চোখ থেকে শুধুই জল ঝরে পড়ছে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম। ছাত্রীদের কান্না দেখে মনে মনে বিচলিত হয়ে উঠলাম। একবার ভাবলাম নিজ এলাকার কলেজ। এলাকার কলেজ ছেড়ে নাইবা গেলাম। কিন্তু সে কি আর হবার আছে। বাস্তবতা আমাকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলেছে। সেখান থেকে নিজেকে ছিন্ন করি কিভাবে? ৪৫ মিনিটের ক্লাশে চুপচাপ ছিলাম পুরো সময়। সময় শেষ হলে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললাম' তোমরা আমাকে যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানালে তা হয়তো কোনদিন ভুলতে পারবো না। তবে নিয়মিত পড়াশোনা করবে এবং সুনাগরিক হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা করিও।' এ কথা বলে ক্লাশ থেকে অফিসে ঢুকতেই রাজা ভাইকে ঘটনাটি বললাম। রাজা ভাই আমাকে জানালো' আমিও এমনই আঁচ করতে পেরেছি।'

বাহাদুরপুর বিজেএম কলেজ যেমন আমার ছাড়তে ইচ্ছা হয়নি। তেমনি ভেড়ামারা মহিলা কলেজও ছাড়তে ইচ্ছা হয়নি। কেননা এ দুটি কলেজ আমার জন্মভূমি গোলাপনগরের নিকটবর্তী এলাকার কলেজ। তারপরেও বাস্তবতার কারণেই ছেড়ে আসতে হয়েছে। কলেজ ছেড়ে আসলেও কলেজ দুটির জন্য আমার আবেগ ও ভালোবাসার কোন ঘাটতি নেই। এখনও সেখানে মনপ্রাণ পড়ে আছে। ভেড়ামারা মহিলা কলেজ থেকে চলে আসার সিদ্ধান্তে মর্মাহত হয়েছিলেন অধ্যক্ষ রাজা ভাইসহ কমিটির লোকজন। আওয়ামীলীগের কুব্বাতভাই আমাকে মহিলা কলেজে থেকে যেতে বলেছিলেন। আমি কারও কথাই রাখতে পারিনি। আমি যে নিজের ইচ্ছাতে ভেড়ামারা মহিলা কলেজ ছেড়ে এসেছি তা বলা যাবে না। নানা কারণ ছিল। যাই হোক ভেড়ামারা ছেড়ে আসা আমার কতটুকু লাভ হয়েছে নাকি লোকসান হয়েছে সেই হিসাব-নিকাশে যাবো না। জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে এতোসব হিসাব নিকাশ করার সময় কৈ?

তবে একটি কথা না বললেই নয়। ভেড়ামারা মহিলা কলেজের উন্নয়নের জন্য আমি যৎসামান্য ডোনেশন দিয়েছিলাম। কলেজ থেকে চলে আসার সময় তারা আমাকে ডেকে সেই অর্থ ফেরৎ দিয়েছিলেন। আমি অনুরোধ করেছিলাম আমার এলাকার মহিলা কলেজের উন্নয়নের জন্য এই টাকাটি কাজে লাগাতে। তারা আমার অনুরোধ রাখেনি। এখানে কথাটি বলছি এই জন্য যে এখনকার সময়ে কেউ টাকা হাতে পেলে ফেরৎ দেয় এমন মানুষের সংখ্যা কমে এসেছে। কিন্তু সেই সময় অধ্যক্ষ রাজা ভাই এবং কুব্বাতভাই বেকার এই যুবকের টাকা রাখাটা যৌক্তিক মনে করেনি বিধায় ফেরৎ দিয়েছে। এই সব নানা কারণে উল্লেখিত মানুষগুলো আমার সন্মানের শ্রেষ্ঠ জায়গায় স্থান করে নিয়েছে।

আজকে অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা ভাইয়ের উপর লিখতে গিয়ে আরো কিছু স্মৃতি বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

সেগুলো একটু না লিখে পারছি না। এই কলেজের শুরুর দিকে যারা আমার সহকর্মী ছিল তাদের মধ্যে কিছু কিছু নাম এবং মুখবয়ব এখনো স্মৃতি থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাদের মধ্যে খুব মনে পড়ে ইংরেজির তাজুল ইসলাম কবিরাজ (হিরক), রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জান্নাতুল মাওয়া, অর্থনীতির লিপি খন্দকার, হিসাববিজ্ঞানের নাজমুন নাহার (টেনি), হিসাবরক্ষক আবু সাঈদ খান ও অফিস সহায়ক আশরাফুল ইসলাম। অনেকের নাম এখন আর মনে করতে পারি না। এদের মধ্যে তাজুল ইসলাম কবিরাজ (হিরক)ও জান্নাতুল মাওয়ার মৃত্যুতে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। টেনির স্বামী মিলনের মৃত্যু সংবাদটি পেয়ে খুব খারাপ লেগেছিল। এই বয়সে স্বামীর মৃত্যু যে কত কষ্টের তা বলে শেষ করা যাবে না। তারপরেও বলবো যারা জীবিত রয়েছেন তারা যেন সুস্থ থাকেন এবং ভাল থাকেন। সবশেষে আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিতে চলেছেন অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা ভাই। ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ বিনির্মাণে তার অবদান কখনো ভুলে যাওয়ার নয়। আমি তার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

লেখক:
হাসানুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা
দাশুড়িয়া কলেজ, ঈশ্বরদী, পাবনা
ও প্রাক্তন শিক্ষক
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

Indelible Memoirs

■ Md. Arshed Ali

Many things happen in the lap of time. The philosophy of time straddles two streams mainly- one is the ecstatic moment of creation and the other is the painful loss of anything in this universe. We are compelled to accept it as the go of the day. The salient trends of time we feel when we are going to lose our nearest ones from any phase of work or from life. Being very little element of this universe, I, a very ill-fated one, happened to fix my fate in Bheramara Mahila College and at the same time, was blessed with the opportunity to do this job at the disposal of my respected Principal Md. Abdur Razzak, a divine soul, who unbiasedly stamped my lectureship of this college which has been grown up and nourished by him, with the cooperation of some other generous hands around the locality.

So far as I have come to know that Abdur Razzak (Raza sir) fathered the idea of setting up a college for spreading education among the backwarded females around this area. Consequently he managed to convince some influential people in this regard. He with concerted efforts went forward to fulfil his long-cherished dream, aiming at enlightening the half of the population i.e, females-who are the future mothers. He (Raza sir) first realized that " The hand that rocks the cradle rules the world." At that time, there was no higher educational institution for women in the vicinity.

Imbued with philanthropic zeal, he judiciously started organising people to win the support and with the kind cooperation of some leading people, he was successful in setting up this College in 1994.

I have known him since 1999, when I was appointed as a lecturer in English. I had an ample scope to come into contact with this man who is endowed with some rare qualities. He sticks to his principles. Without any doubt, he is honest and benevolent. No evils can touch him. Exclusively he has become symbol of honesty and credibility in entire Bheramara Upazilla and I do believe, even in the whole of Bangladesh, such an honest man is rarely found nowadays.

Till the last day of his working place, he often used to call me to consult on different issues. He confidentially told me about different things. Probably, he got satisfied with me.There developed a strange empathy between him and me. My heart begins to bleed when I have heard that he is going to pay `goodbye' from us. Many flecks of memoirs remain imprinted in my heart. By the law of time, he is going into retirement but his noble dream and contribution will speak for all times to come. All the memoirs will remain indelible in our heart.

Dear sir, I wish you a life-long sound health.

লেখক:
মোঃ আরশেদ আলী
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

একজন প্রমিথিউস

■ মোঃ মঞ্জুরুল করিম

ছোটবেলা থেকেই বই পড়া আমার বেশ পছন্দের। খুব সম্ভবত অষ্টম শ্রেণিতে একটা বই হাতে পেলাম গ্রীক উপাখ্যান। গ্রীক উপাখ্যানে প্রমিথিউস দেবতা জিউসের দরবার থেকে গোপনে এক টুকরো আলোর প্রদীপ চুরি করে মানব জাতিকে উপহার দেন আর তাতেই মানব সভ্যতার সূচনা হয়। গ্রীক উপাখ্যান পড়ে আমার কিশোর মন প্রমিথিউসের চরম ভক্ত বনে যায়। যদিও কাল্পনিক তবুও প্রমিথিউস আমার সেই কিশোর বেলার নায়ক। সে কথা ছেড়ে মূল কথায় আসা যাক। আজ যে মানুষটির জন্য দু'কলম লিখবো বলে এই মধ্য রজনীতে আরামের শয্যা ত্যাগ করলাম তিনি আমাদের ভোড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার। তিঁনিও আমার কাছে একজন প্রমিথিউসই বটে। এখন ব্যাখ্যা করছি কেন তাকে আমি প্রমিথিউসের আসনে বসালাম।

প্রমিথিউস যেমন মহৎ ব্রত নিয়ে দেবতা জিউসের দরবার থেকে আলোর প্রদীপ চুরি করে পৃথিবীকে করেছিল আলোকিত, সৃষ্টি করেছিল মানব সভ্যতার। ঠিক তেমনি একটি দেশ, একটি জাতিকে এগিয়ে নিতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে নারীকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধি করেন। নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে বিগত শতাব্দীর নব্বই'র দশকে জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার নিজ উদ্যোগেই ভেড়ামারার তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহায়তায় ভেড়ামারা মহিলা কলেজটি (বর্তমানে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন।

কুষ্টিয়া জেলার মধ্যে ভেড়ামারা, দৌলতপুর এবং মিরপুর এই তিনটি উপজেলা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু নব্বই দশকের পূর্বেও এ অঞ্চলটি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে ছিল। এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মেয়েদের জন্য পৃথক কোনো কলেজ ছিল না। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শী ব্যক্তিদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের সক্রিয় সমর্থন ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় স্থানীয় জনগণের দানে ও সহযোগিতায় নেপোলিয়নের মহান বাণী "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব" এই স্বপ্নকে হৃদয়ে ধারণ করে নারী শিক্ষার যে আলোর প্রদীপ তিনি অত্র অঞ্চলে জ্বেলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন তা আমার দৃষ্টিতে বিরল ও অভাবনীয়। সেই অর্থে আমি তাকে প্রমিথিউস আখ্যা দিতেই পারি। আমার কলেজে যোগদান ছয় বছরের কিছু বেশি। মাত্র ছয় বছরে আব্দুর রাজ্জাক স্যারকে খুব গভীরভাবে দেখা বা বোঝার জন্য হয়তো যথেষ্ট নয়। তবে এই স্বল্প সময়ে আমার উপলব্ধি হল আমরা বেশির ভাগ শিক্ষক (ছাত্রীরা তো বটেই) স্যারকে ভীষণ ভয় পাই। সাধারণত মানুষ দুর্বৃত্তদের ভয় পেতে অভ্যস্ত। কিন্তু সততাও যে দুর্বৃত্তায়নের চাইতে শক্তিশালী তা স্যারকে দেখলে বোঝা যায়। তার সততার কারণেই আমরা তাকে ভয় পায় বলে আমার ধারণা। যেহেতু অযৌক্তিক অথবা উল্টা-পাল্টা কিছু বললে তিনি তা গ্রহণ করেন না। ফলশ্রুতিতে বেকায়দায় পড়ার ভয়ে আমরা তাকে একটু এড়িয়েই চলি। তবে একথা সত্যি যে তিনি নিজেও সকলের সাথে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেই চলেন। এটি তার একান্ত ব্যক্তিগত।

তাঁর আরো একটা গুণ আমার চোখে পড়ে, উনি ভীষণ শিক্ষার্থী বান্ধব। এ অঞ্চলের অসহায়, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মেয়েরা কিভাবে শিক্ষায় এগিয়ে যাবে এটাই তার লক্ষ্য। এই শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণের যুগে সর্বনিম্ন খরচে নারী শিক্ষা নিশ্চিত করণের তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অসংখ্যবার দেখেছি, পরীক্ষার ফিস বা ফরম পুরণের টাকা দিতে না পারা শিক্ষর্থীদের নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতে। আমার ধারণা শুধু অত্র অঞ্চলই নয় সারা দেশেই এত অল্প খরচে লেখাপড়া আর কোথাও হয় না। আর এ অবদান একমাত্র আমাদের আব্দুর রাজ্জাক স্যারের।

অধ্যক্ষ স্যারের মানসিকতা শিক্ষার্থী বান্ধব বলে বহু ছাত্রীদের জন্য তিনি আর্থিক সহযোগিতায় পিছিয়ে থাকেননি। আমরা অকপটে তাঁর এ বদন্যতাকে অসাধারণ মনে করেছি। অপরদিকে তিনি শিক্ষকবান্ধব হলেও কলেজ ফান্ডে আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে তিনি শিক্ষকদের জন্য ভালো কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করলেও সে ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। এক্ষেত্রে আমাদের মনোকষ্ট থাকলেও সেটা মেনে নিয়েছি। স্যার একজন সাদা মাটা নিপাট ভদ্রলোক। পোশাক-পরিচ্ছদে অতি সাধারণ হলেও সহজ-সরল জীবন যাপন করা এক সদাচারী নির্লোভ ব্যক্তি হিসেবে সকলের কাছে ছিলেন অত্যন্ত নিকটজন। এর আগেই তাঁর প্রসঙ্গে একথা বলেছি যে সততা একটি বিরাট শক্তি যা মানুষকে দেয় বিজয়ীর সম্মান। কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়ে তিনি স্বচ্ছ ও খোলামেলা ছিলেন। এ বিষয়ে কখনো কেউ তাঁকে কলঙ্কিত করতে পারেনি। সততার এ নিদর্শন এ যুগে অত্যন্ত বিরল। উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থেকে ছোট-বড় সকলের সঙ্গে তাঁর আচরণ ছিল আদর্শনীয়। প্রবহমান নদীর মতো বহমান থেকে কলেজের প্রায় সব বোঝা নিজ কাঁধে নিয়ে কাজ করেছেন নিরলসভাবে। অধ্যক্ষ হিসেবে যে কক্ষে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন সেই কক্ষটাও ছিল তাঁর মত সাদা মাটা। নতুন দালানের নতুন কক্ষে চোঁখ ধাঁধানো জৌলুসে অনায়াসে সেটাকে তিনি মনের মাধুরী দিয়ে সজ্জিত করতে পারতেন। কিন্তু আগাগোড়া তিনি থেকে গেলেন মাটির ঘরে মাটির মানুষ হয়ে। চলাফেরা, উঠা-বসা থেকে সর্বক্ষেত্রে অধ্যক্ষ স্যার ছিলেন এক ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র। কথা-বার্তায়, চলন-বলনে সেই বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রকে করেছে মহিমান্বিত। তাঁর এই সহজতা আর সরলতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে যে কথা লিখেছেন এখানে তা উল্লেখ না করে পারলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু তদানিন্তন লেফ্‌টেনেন্ট গভর্নর হ্যালিডে সাহেব তাঁকে রাজ সাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করে আসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, "যদি আমাকে এই বেশে আসিতে হয়, তবে এইখানে আর আমি আসিতে পারিব না।" হ্যালিডে সাহেব তাঁকে তার অভ্যস্ত

বেশে আসতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতি চাদর পরে সর্বত্র সম্মান লাভ করেন বিদ্যাসাগর রাজ দরবারেও তা ত্যাগ করার আবশ্যকতা বোধ করেননি। তাঁর নিজের সমাজে যখন এটাই ভদ্রবেশ তখন তিনি সমাজে অন্য বেশ পরে আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে নিজেকে অপমান করতে চাননি। আমার মনে হয় আমাদের অধ্যক্ষ স্যারের সেই অহংবোধ তাঁকে সর্বক্ষেত্রে বিভূষিত করেছে।

চাকুরী জীবনের শেষ পর্যায়ে কলেজ যখন থেকে জাতীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তখন থেকে নবীনের মত উদ্যম নিয়ে এ বিষয়ে যে যে ক্ষেত্রে যোগাযোগের প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন। তাঁর কর্ম প্রেরণায় বয়স তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছে। কলেজ গড়ার প্রাথমিক অধ্যায়ে এসেছিলেন সৈনিক হিসেবে পরবর্তীতে সেনাপতি হিসেবে কাজ করেছেন একজন দক্ষ সেনানায়কের ভূমিকায়। বিদায়কালে একে সরকারি কলেজে পূর্ণতা দিয়ে বিজয়ী সেনাপতি বীরের মত মাথা উচুঁ করে রণাঙ্গন থেকে ফিরে যাচ্ছেন আপন আলয়ে। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ অভিনন্দন আর প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। তাঁর অবসর জীবন হোক সুন্দর, শান্তিময় আর রোগমুক্ত বিহঙ্গের মত সীমাহীন গতিশীলতায় পূর্ণ। আমরাও আপনার এই মহৎ গুণকে ধারণ করার শপথ নিলাম। বিশ্বকবির ভাষায়–

"সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।"

লেখক:
মো: মঞ্জুরুল করিম
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

তিনি রবে নিরবে হৃদয়ে মম

■ প্রীতি সরকার

" স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে,
স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা, মানুষকে ঘুমাতে দেয় না"
–এ পি জে আব্দুল কালাম।

এ কথাটা একদম সত্য আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যার এর জীবনে। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ভেড়ামারায় একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করার। আর এ স্বপ্ন তাকে ঘুমাতে দেয়নি। তিনি এই কলেজ ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করে তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তৈরী করেছিলেন বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন নতুন দেশ। আর স্যার তৈরী করেছিলেন ভেড়ামারাতে প্রথম মহিলা কলেজ।

"বইয়ের মত এত বিশ্বস্ত বন্ধু আর নেই" কথাটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের হলেও স্যারকে দেখেছি এই বই তার বন্ধু। তিনি কলেজে এসেই তার কক্ষে চলে যেতেন, বিভিন্ন কাজকর্ম করার পাশাপাশি বই, পত্রিকা পড়েন।

এই কলেজে আমার যাত্রা শুরু ২০১৫ সাল থেকে। তখন থেকে অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যার এর সাথে পরিচয়। এই অল্প সময়ে স্যারকে যতটুকু দেখেছি বা জেনেছি তাতে মনে হয়েছে, স্যার একজন মহৎ গুণ সম্পন্ন মানুষ।

বিভিন্ন জাতীয় দিবসে কারও নজরে না পড়লেও স্যার এর চোখে ঠিকই পড়তো বঙ্গবন্ধুর ছবি একটু বাঁকা, ব্যানারটি ঠিক জায়গায় নাই। আলোচনা সভা শুরু হবে কিন্তু টেবিল এর উপর কভার পাতা হয়নি, কেউ খেয়াল না করলেও স্যারের চোখ এড়াতে পারেনি। স্যার জাতীয় দিবস এবং বিশেষ দিবসে আলোচনা সভায় জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখতেন এবং আমাদের প্রত্যেককে আলোচনায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৭ ই মার্চ, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসের আলোচনায় আমি একটি উদ্ধৃতি বলতে গিয়ে একটি শব্দ ভুল বলেছিলাম। স্যার তার দুই/তিন দিন পরে আমাকে ডেকে সেই শব্দটি শুদ্ধ করে দেন, এতটাই স্মরণ শক্তি তাঁর। স্যার বিভিন্ন সময় আমাদেরকে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে শিক্ষকের আদর্শ, গুণাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত লেখা ফটোকপি করে পড়তে দিতেন। সেই লেখাগুলো পড়ে আমরা শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে উপলব্ধি করতাম। আমি যখন বাংলা বিভাগের বিভিন্ন অর্থ সংক্রান্ত বিষয় যেমন, পরীক্ষার বিল ভাউচার নিয়ে স্যারের কাছে যেতাম তখন তিনি বিলের নানা ত্রুটিগুলো সংশোধন করে দিতেন। কোনো কাজ যাতে অস্বচ্ছ না থাকে, কেউ যাতে ভুল ধরতে না পারে তিনি সে বিষয়ে নির্দেশনা দিতেন।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান শেষ করে অধ্যক্ষ স্যারের কক্ষের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়, স্যার ডেকে কোন ক্লাস ছিলো, কি বিষয়ে পাঠদান করলাম তা জানতে চাইতেন। তিনি ছাত্রীদের উপস্থিতির বিষয়ে বিশেষ তদারকি করতেন। ছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত করার জন্য বিভিন্ন সময় শিক্ষদের ডেকে নিয়ে প্রত্যেক শ্রেণির ছাত্রীদের উপস্থিতি জানতে চাইতেন। ছাত্রীদের ডেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন, লেখাপাড়ার খোঁজ খবর নিতেন।

স্যারকে এ কয় বছরে যতটা জেনেছি তিনি একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ। অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি তিনি উদার মানসিকতার পরিচয় দিতেন। স্যারের সাথে চাকুরীরত অবস্থায় আমার কখনও মনে হয়নি আমি একজন ভিন্ন ধর্মের মানুষ। কলেজের আলোচনা সভায় স্যার অন্য ধর্মালম্বীদের প্রতি যথেষ্ঠ সম্মান রেখে বক্তব্য প্রদান করতেন যার জন্য আমি এ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে অধিক স্বাচ্ছন্দবোধ করেছি। অধ্যক্ষ স্যারকে খুব একটা কাছ থেকে দেখার বা জানার সুযোগ আমার হয়নি। তবে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে করোনাকালীন সময়ের কথা। সেই সময় স্যার ফোন দিয়ে আমাদের ও আমাদের আশেপাশের সকল

মানুষের শারিরীক সুস্থতার খোজ খবর নিতেন।

স্যারের অনেক কথার মধ্যে আমার একটা কথা খুব বেশি মনে দাগ কাটে, সেটা হচ্ছে স্যার বলতেন "আপনি কারো সমালোচনা বা আলোচনায় যাবেন না, আপনাকে নিয়ে যে যা বলে বলতে দিন, তাতে কান দিবেন না"। আমি স্যারের এই কথাটি সারা জীবন মেনে চলার চেষ্টা করবো।

স্যারের সাথে কাটানো একটি বিশেষ দিনের কথা না বললে নয়। সেটা হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১ তম জন্মবার্ষিকী ২৫ শে বৈশাখ, ১৪২৯ বাঙ্গাব্দ, ৮ই মে ২০২২ খ্রিঃ তারিখ। অনেক বড় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে। জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ছিলেন উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। সেই অনুষ্ঠানে স্যার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের আগের দিন হঠাৎ দুপুর বেলায় ফোন করে আমাকে কলেজে ডেকে পাঠান। এই অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের সকল শিক্ষককে নিয়ে উপস্থিত হওয়ার কথা বলেন। শিলাইদহে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১ তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সকল দায়িত্ব প্রদান করেন আমাদের উপর। স্যার এর জন্যই আমাদের এত বড় একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এ অনুষ্ঠানে অনেক বড় বড় গুণী ব্যক্তি- জাতীয় সংসদের স্পিকার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, রবীন্দ্র বিষয়ক গবেষক প্রফেসর সনৎ কুমার সাহাসহ আরো গুণী ব্যক্তিদের সামনে থেকে দেখার ও তাদের বক্তব্য শোনার সুযোগ হয়েছিল। আরও বেশি পাওনা ছিল রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার রবীন্দ্র সংগীত। পরের দিন কলেজে স্যার সেই অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে বলেন।

আরেকটি দিনের ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। সেই দিনটা হলো এই কলেজে আমার যোগদান। কারিগরি শাখার একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে আমি নিয়োগ প্রার্থী হিসাবে আবেদন পত্র জমা দিয়ে যায়। কিন্তু কোনো কারণে সেই নিয়োগ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ হয়নি। পরবর্তীতে একদিন হঠাৎ আমি ও আমার স্বামী পার্থ, স্যারের কাছে কলেজে এসে নিয়োগের কোনো সুযোগ আছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চায়। আমার পূর্ব পরিচয় ও পার্থর অনুরোধে স্যার কলেজে স্নাতক পর্যায়ে বাংলা (সম্মান) শ্রেণি খোলার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেই থেকে স্যারের হাত ধরে এই কলেজে আমার আগমন।

স্যারের বিদায় বেলায় স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছি। অনেক কথা মনে পড়ছে। সকল ঘটনা গুছিয়ে বলতে পারছিনা। আরেকটি ঘটনা, একদিন কলেজ থেকে বাসায় ফিরছিলাম। স্যার তাঁর কক্ষ থেকে দেখে আমাকে ডেকে পাঠান এবং "কমলাকান্তের দপ্তর" বইটির "মানুষ" প্রবন্ধ পড়া আছে কিনা জানতে চান। আমি মূল বিষয় বলার পর স্যার আমার কাছে সেই বইটি চেয়েছিলেন। দুই দিন পর আমাকে ডেকে বইটি ফেরত দেন। স্যারের প্রতিটি বিষয়ে প্রবল জানার আগ্রহ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। একদিন জাতীয়করণের বিষয়ে ফাইল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শিক্ষক স্যারের কক্ষে ফাইলে স্বাক্ষর করাচ্ছেন। আমি ফাইল স্বাক্ষর করাতে সন্ধায় স্যারের কাছে যায়, কারণ আমার বাড়ি কলেজের খুব নিকটে। তখনও দেখছি স্যার ফাইল স্বাক্ষর করেই যাচ্ছেন। সারাদিন স্যারের হাত থেমে নেই, এতটাই স্যার ধৈর্য্যশীল ও দায়িত্ববান মানুষ। স্যারের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করি।

এই কলেজের সংগে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। এই কলেজের গৌরব আরো বৃদ্ধি পাক। বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীরা যথার্থ শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করুক এই কামনা ব্যক্ত করছি।

লেখক:
প্রীতি সরকার
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

স্মৃতিকথা

■ সাবিহা সুলতানা

প্রত্যেকটা মানুষের বড় হওয়ার যাত্রায় বাবা-মায়ের পাশাপাশি কিছু প্রিয়জন থাকে বলেই সামনে এগিয়ে যাবার পথটা মসৃণ হয়। তাই আমার জীবনেও আমার বাবা-মায়ের পাশাপাশি আমার শ্রদ্ধেয় স্যারের ভূমিকাটাও অনেক বড়। তিনি ছিলেন বলেই হয়তো শিক্ষকতা করার মত এই মহান পেশার পথটা আমার জন্য এতটা মসৃণ হয়েছে। ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক (রাজা) স্যারকে কেন্দ্র করে যে স্মরণিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে সেটি এবং এই প্রতিষ্ঠানটি চিরকাল ভেড়ামারাবাসির ঐতিহ্যের স্মারক হয়ে থাকবে। স্যারকে নিয়ে কিছু লিখতে চাচ্ছি কিন্তু বারবারই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে যাচ্ছি এবং চোখ দুটো সিক্ত হয়ে আসছে। স্যারকে আমি খুব ছোটবেলা থেকেই চিনি, জানি এবং এইরকম একজন প্রতিভাবান, মহৎপ্রাণ মানুষকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। স্যারের সাথে আমার স্মৃতি খুব কমই আছে কারণ আমার শিক্ষকতা পেশার সময়টা খুব একটা বেশি নয়। তবে স্যারের সাথে যে সময়টুকুই কাটিয়েছি তার কিছু কিছু স্মৃতি মনকে খুব বেশি করে নাড়া দেয়। আমার জন্মস্থান ভেড়ামারা। সেই সূত্রে আমার বেড়ে ওঠা এবং অধ্যয়নের একটা অংশ ভেড়ামারাতে সম্পন্ন হয়েছে। একটা সময় স্যার ভেড়ামারার নওদাপাড়ায় থাকতেন তাঁর বোনের বাড়িতে। সেই

সময় থেকে স্যারকে চেনা এবং জানা। আমার নানির বাড়ি এবং স্যারের বোনের বাড়ি পাশাপাশি। আমি যখন নানি বাড়িতে বেড়াতে যেতাম তখন কোনো কোনো দিন স্যারকে দেখেছি। স্যার যখন পথ দিয়ে হেঁটে যেতেন সবাই বলতো রাজা যাচ্ছে। আমি তখন খুব ছোট, মায়ের মুখে শোনা গল্প-রাজার বিশাল রাজপ্রাসাদ থাকবে, গায়ে রাজ পোশাক থাকবে, তার সামনে পেছনে সৈন্য-সামন্ত থাকবে। তাই নানি বাড়ির সামনের পথে একদিন দাঁড়ালাম রাজা দেখার জন্য। কিন্তু দেখলাম আমার রাজা স্যারের গায়ে তেমন রাজ পোশাকও নেই, সৈন্য-সামন্তও নেই। তিনি হেঁটে যাচ্ছেন খুব সাধারণভাবেই। মাকে বললাম, মা, এ আবার কেমন রাজা? গায়ে রাজ পোশাক নেই, সৈন্য-সামন্ত নেই, সামনে পেছনে লোকের বহরও নেই। মা তখন হাসিমুখে বলেছিলেন, এ আমাদের রাজা ভাই।

স্যারের কিছু কিছু ঘটনা মনকে খুব নাড়া দেয়। আমি আগেও বলেছি স্যারের সাথে আমার স্মৃতি খুব কমই আছে। আমাদের বাড়িতে যখন নির্মাণ কাজ চলছিল সেই সময় ফারাকপুরের একজন রং মিস্ত্রি আমাদের বাড়িতে রংয়ের কাজ করছিল। একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম, আমি ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষক। তিনি তখন আমাকে বলছিলেন, "আপনাদের কলেজের অধ্যক্ষ রাজা স্যার, তাই না?" তার বলা গল্প-কথায় এটা জানা হলো যে, কোনো একদিন তাঁর কাছের একজন আত্মীয় মেয়ের বিয়ের জন্য স্যারের কাছে গিয়েছিলেন কিছু সাহায্যের আশায়। সেই মুহূর্তে মিল থেকে ভাঙ্গানো চালের বস্তা নিয়ে আসা হচ্ছিল। স্যার তখন লোকটিকে সেখান থেকে একটা চালের বস্তা মাথায় উঠিয়ে দেন সঙ্গে কিছু টাকাসহ। স্যারের এই মহানুভবতায় আনন্দে লোকটি কেঁদে ফেলেছিল।

স্যার একদিন অফিসে বসে ফোনে কথা বলছিলেন। একজন লোক এসে স্যারকে বলছিলেন, "স্যার আপনার বাঁশঝাড় থেকে কেউ একজন বাঁশ কেটে নিয়ে যাচ্ছে।" তার কথা শুনে স্যার বলেছিলেন, "যার প্রয়োজন সে তো বাঁশ কাটবেই।" এখানে তিনি কত বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই ভাবনার বিষয়। স্যারের একটা ঘটনা আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমি একদিন অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের নির্বাচনী পরীক্ষায় ডিউটি পালন করছিলাম। আমাদের অফিসে তখন নির্মাণ কাজ চলছিল। আমি পরীক্ষা শেষ করে অফিসে আসবো কিন্তু শ্রমিকরা তখনও কাজ করছিল। ঘড়ির কাঁটা তখন বিকেল পাঁচটার ঘরে। অফিসে আসতে আমার খুব ভয় করছিল কারণ শ্রমিকেরা ছাড়া একজন লোকও তখন আমাদের অফিসে নেই। আমি ভাবছিলাম, আসবো কি আসবো না! মনে ভয় নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় সামনে চেয়ে দেখি আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার কলেজ গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন আমার অফিসের দিকে মুখ করে। আমার মনে হল স্বয়ং আল্লাহপাক যেন আমার মনের কথা শুনেছেন। স্যারকে দেখে আমি যে কি খুশি হয়েছিলাম তা বলে বোঝাতে পারবো না। সাহস সঞ্চয় করে খাতাগুলো অফিসে রেখে গিয়েছিলাম নির্ভয়ে। সেদিন আবার স্যারের প্রতি আমার আলাদা ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে গেল। এরপর একদিন স্যার আমাদের বাংলা বিভাগের সকল শিক্ষককে নিয়ে শিলাইদহের কুঠি বাড়িতে গিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকীতে। আমরা সবাই গাড়িতে অনেক আনন্দ করেছিলাম। সেই দিনটিতে আমরা অনেকটা সময় স্যারের সাথে ছিলাম এবং খুব কাছ থেকে স্যারের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম।

প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য আমার খুব ভালো লাগে। এত বেশি ভালো লাগে যে, যেখানেই এক টুকরো ফাঁকা জায়গা দেখি মনে হয় সেখানেই একটা গাছ লাগায়। তাই একবার বর্ষার সময় আমার খুব কাছের মানুষ আমাকে আম্রপালির দু'টো চারা গাছ উপহার দিয়েছিলেন। সেই সময় আমি কলেজে অবস্থান করছিলাম বলে গাছ দু'টো আমাকে কলেজে পৌঁছে দেয়। আমি ভাবলাম, এত সুন্দর এই আম্রপালির গাছ দু'টো বাসায় না নিয়ে কলেজের আঙিনায় লাগিয়ে দেই। স্যারের কাছে গেলাম গাছ দু'টো লাগানোর আবদার নিয়ে। স্যার আমার আবদারটা রেখেছিলেন এবং আমি আশরাফুল ভাইয়ের সহযোগিতায় গাছ দুটো লাগিয়েছিলাম। কয়েক বছরের ব্যবধানে গাছ দুটো এত সুন্দর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে নিজেদের প্রসারিত করেছে যে দেখলেই মন ভরে যায়। আমার কোনো দিন ভাবনাতেই আসেনি যে স্যার কোনো সময় গাছ দুটোর কাছে যাবেন। কিন্তু স্যার মাঝে মাঝেই গাছ দুটোর কাছে গিয়ে দেখে আসতেন।

সমাজের একেবারে উচ্চ শ্রেণি হতে শুরু করে নিম্নশ্রেণি এবং একেবারে হতদরিদ্র মানুষগুলোর চোখে স্যারের জন্য তাদের যে ভালোবাসা, যে সম্মানবোধ দেখেছি সেই ভালোবাসা, সেই সম্মান পাওয়াটাও পরম ভাগ্যের ব্যাপার।

স্মৃতি কথাগুলো মনে পড়ছে আর আমার চোখে বারবার পানি চলে আসছে। যখন মনে হচ্ছে স্যার এর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। কারো বিদায় বেলায় মন যে কিভাবে কাঁদে তা আল্লাহ পাকই জানেন। কিন্তু আসলেই কি স্যারের বিদায় হবে? তিনি যা রেখে গেলেন নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য এই ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা যুগ যুগ ধরে ভেড়ামারাবাসির মনের মনিকোঠায় খোদিত হয়ে থাকবে। প্রাণের ভেড়ামারার এই কৃতি সন্তানকে আমরা হয়তো এক সময় কালের পরিক্রমায় হারিয়ে ফেলব কিন্তু নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি নিজ হাতে যে বীজ বপন করেছেন তা আজ ফুলে, ফলে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধেয় স্যার যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমরা সব সময় তাঁর জন্য দোয়া এবং তাঁর সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

লেখক:
সাবিহা সুলতানা
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ ও একজন সফল অধ্যক্ষ

■ মোঃ সাজেদুল ইসলাম (সোহেল)

পৃথিবী পৃষ্ঠে যা কিছু সৃষ্টকর্ম সবকিছু আল্লাহ তায়ালা পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। মানুষ শুধু উছিলামাত্র। ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ দু'জন ব্যক্তির হাতের ছোয়ায় পূর্ণতা পেয়েছে। দু'জনের একজন হচ্ছেন জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা (প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ)। আর একজন হচ্ছেন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ রশিদুল আলম, সাবেক সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। যদিও এর নেপথ্যে আর একজন আছেন তিনি হলেন জনাবা হাবিবা আলম (রশিদুল আলম সাহেবের সহধর্মিণী এবং সাবেক মন্ত্রী শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সাহেবের কন্যা)। কলেজ জাতীয়করণে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

আজ অধ্যক্ষ স্যারের কর্মজীবনের সমাপ্তি উপলক্ষ্যে লিখার অবতারণা। ১৯৯৪ সালে মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের একটি উক্তি "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিব"- এই দর্শন থেকে ভেড়ামারাতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করেন। অধ্যক্ষ স্যার একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে ভেড়ামারার সকল শ্রেণির মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। স্যার এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ভেড়ামারার সকল স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। তার সমস্ত মনোনশীলতা দিয়ে কলেজটি পরিচালনা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আমার চাকুরী জীবনে তিনিই প্রথম অধ্যক্ষ হওয়ায় তার কাছে অনেক কিছুই শিখেছি। আমি দেখেছি অফিসিয়াল একটি চিঠি ড্রাফট করার সময় অসংখ্যবার বাতিল করেছেন। যতক্ষণ চিঠির ভাষা শুদ্ধ এবং শ্রুতিমধুর না হয় ততক্ষণ চিঠিটি ছাড়েননি। অনেক সময় এটা নিয়ে বিরক্তবোধ করেছি। তবে গর্ববোধ করি স্যারের চিঠির ভুল নিয়ে কোনো অফিসে কোনোদিন সমালোচনা হতে দেখিনি। স্যারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জীবনযাত্রায় সবসময়ই সাশ্রয়ী চিন্তা করতেন। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় তিনি পছন্দ করতেন না। কলেজ কেন্দ্রীক বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনসহ যে কোনো প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে স্যার আমাকে দায়িত্ব প্রদান করতেন। কলেজে স্যারের বিশ্বস্ত কয়েকজন শিক্ষকের মধ্যে মনে হয় আমার নামও ছিল। যার কারণে স্যার যেকোনো প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে আমাকেও ডেকে নিতেন। সেই সুবাদে আমি তার কাছে অনেক কিছু শিখেছি। আমি তার কাছে ঋণী। কর্মক্ষেত্রে স্যারকে আর কাছে পাব না। তবে স্যারের দেওয়া শিক্ষা আজীবন আমার সাথে থাকবে। স্যারের সৃষ্টকর্ম স্যারকেও বাঁচিয়ে রাখবে ভেড়ামারাবাসীর অন্তরে। স্যারের মনের দৃঢ়তা আমাকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। স্যারের সামাজিক দর্শন, রাজনৈতিক দর্শন আমাকে মুগ্ধ করে। আমরা যেখানে আমাদের নিজেদের পাওয়া নিয়ে ব্যস্ত সেখানে স্যার ব্যাতিক্রম। সর্বক্ষেত্রে নিজের চেয়ে অন্যের অধিকার নিয়ে ভেবেছেন। সর্বগুণ মিলে সত্যিই স্যার অসাধারণ একজন মানুষ।

লেখক:
মোঃ সাজেদুল ইসলাম (সোহেল)
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

স্মৃতির পটে প্রিয় অধ্যক্ষ স্যার

■ মোঃ আবুল কাশেম

পড়ন্ত বিকেলে আপনার সান্নিধ্য আমার কর্মক্ষেত্রের কিছু স্মৃতিচারণ মাত্র। বিংশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে (২৯-১০-১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে) গ্রামীণ পিছিয়েপড়া নারী শিক্ষার লক্ষ্যে ভেড়ামারার প্রাণকেন্দ্রে শিক্ষানুরাগী ও সুশীলসমাজের ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এই বিদ্যাপিঠের যাত্রা শুরু। সেই সময় থেকে অধ্যক্ষ পদে আজ অবধি কর্মরত আছেন। সুনাম ও নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালন করছেন। আপনার সহিত ২০১৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে আমি যোগদান করে আজও অবধি কার্য সম্পাদন করছি। বাঙালির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য কন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে এনটিআরসিএ এর প্রথম শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই কলেজে জীববিজ্ঞান প্রভাষক পদে নির্বাচিত হই। এনটিআরসিএ'র সুপারিশের ফলে কলেজের পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশে যোগদানপত্র দেন। আমিও যোগদান করি। আপনার সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা আমার কর্মক্ষেত্র আরও কর্মঠ ও অণুপ্রাণিত করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কলেজটি ২০১৬ খৃষ্টাব্দে সরকারি এবং ২০১৮ খৃষ্টাব্দে সরকারি আদেশ জারি হয়। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রশিদুল আলম ও আপনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এই কলেজটি সরকারিকরণ হয়। তিনি প্রশাসন ও শ্রেণি কার্যক্রম তদারকি করেছেন দৃঢ়ভাবে। পাঠপরিকল্পনা মাফিক শিক্ষাদান এবং বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

আপনার সময়োপযোগী সঠিক নির্দেশে সুযোগ্য উপাধ্যক্ষ মোঃ আনিসুর রহমান স্যার এর শ্রেণি কার্যক্রম তদারকি, ছাত্রীদের ক্লাস ও পরীক্ষায় উপস্থিতি, অভিভাবক সমাবেশ, বিজ্ঞান মেলা ও সৃজনশীল মেধা অন্বেষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননশীলতাকে আরো দৃঢ় করেছে। এর ফলশ্রুতিতে আমাদের ছাত্রীরা এইচএসসি পরীক্ষায় পরপর তিনবার এই উপজেলার মধ্যে সর্বোচ্চ ফলাফল করেছে এবং ২০২২-২০২৩

শিক্ষাবর্ষে এম.বি.বি.এস. ভর্তি পরীক্ষায় তিন জন শিক্ষার্থী জাতীয় মেধা তালিকায় এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ সিলেট; কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ ও পাবনা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। আপনার নেতৃত্ব কলেজের অবকাঠামো ও সরকারিকরণের কাজকে বেগবান করেছে। জাতীয় দিবস সমূহ, বসন্ত বরণ ও বৈশাখী উৎসব জাকজমকপূর্ণভাবে পালন করেছেন। আপনি শিক্ষক ও কর্মচারীদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে পথ চলা সহজ করেছেন।

নারী শিক্ষার যে লক্ষ্যে আপনি ব্রত হয়েছিলেন তা আমরা উপলব্ধি করেছি। লেখাপড়ার খরচ ও পরীক্ষার ফিসসহ অন্যান্য অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রীদের আপনি মওকুফসহ অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করেছেন, তা অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

তাঁর জীবনের বর্ণিল স্মৃতিগুলো চিরঅম্লান হয়ে থাকবে আমাদের মাঝে। পরিশেষে তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

লেখক:
মোঃ আবুল কাশেম
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

স্মৃতিতে অম্লান একজন কিংবদন্তি

■ মোছাঃ নাছরিন আক্তার

'Simple living high thinking' গান্ধীজীর এই উক্তিটি যেনো অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় মান্যবর মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যার, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ এর ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর, ভেড়ামারা, দৌলতপুর এই তিন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারী শিক্ষার একজন অবিসংবাদিত আলোর দিশারী। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যেমন তমসাচ্ছন্ন মুসলিম নারী সমাজে আলোকবর্তিকা জ্বেলে দিয়েছিলেন তারই মশাল যেন দেখতে পেয়েছি মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যারের হাতে। নারী মুক্তির স্বপ্ন বুকে নিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন নারী শিক্ষার বিদ্যাপীঠ ভেড়ামারা মহিলা কলেজ। তিনি না থাকলে হয়তো অত্র অঞ্চলে অনেক মেয়ের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন অধরাই থেকে যেত। স্যার ছিলেন অকুতোভয়-সাহসী, উদ্যোগী, ধার্মিক, আত্মবিশ্বাসী ও বর্ষীয়ান রাজনীতিবীদ।

অধ্যক্ষ স্যারের বিদায় এর ক্রান্তি লগ্নে এসে স্যারকে নিয়ে লিখতে বসে মানসপটে ভেসে উঠছে অসংখ্য স্মৃতি। স্যারের সাথে প্রথম পরিচয় হয় ২০০৪ সালে যখন ভেড়ামারা মহিলা কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হই। স্যারের সম্পর্কে তখন একটা কথা প্রচলিত ছিল তিনি শুধুমাত্র নামেই রাজা নন তিনি চলেনও রাজার বেশে। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম তাঁর। আমি দেখতাম সেই সময় তিনি একটা নীল রঙের ফিফটি মোটরসাইকেল নিয়ে কলেজে প্রবেশ করতেন। তারপর সোজা চলে যেতেন নিজের রুমে। শিক্ষকদের কমনরুমের পাশে ছোট একটি রুমে বসতেন তিনি। স্যারের টেবিলে থাকত অনেক বই, খাতা, পেপার-পত্রিকা। মাঝে মাঝে শিক্ষক কমনরুমে গেলে কৌতূহল বসত রুমের দিকে তাকাতাম। দেখতাম একটা মানুষ কিভাবে এতটা পরিশ্রম করতে পারে। স্যার বরাবরই পড়াশোনা করতে ভালো বাসতেন। সেটা দেখে আমার মধ্যেও অনুপ্রেরণা তৈরি হত স্যার এই বয়সে এসে এত পড়াশোনা করলে আমি কেন পারব না।

স্যারের অক্লান্ত পরিশ্রম, অপার উদ্যোগ ও উদ্যোম, নান্দনিক সৃজনশীল মেধা ও মনন, বহুমাত্রিক দক্ষতা, ভেড়ামারা মহিলা কলেজকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। সম্ভাবনার আলোক উজ্জ্বল দ্বারপ্রান্তে। যার ফলশ্রুতিতে ভেড়ামারা মহিলা কলেজ এর নামের পাশে যোগ হয়েছে 'সরকারি', অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এই কলেজ এর ছাত্রীরা আজ কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, জজ, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, ব্যাংকারসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত।

স্যারকে একটু বেশি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি ২০১৬ সলে যখন NTRCA কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করলাম। স্যারের মধ্যে দেশপ্রেম ও জ্ঞান চর্চা বিষয়টি লক্ষ্য করেছি বরাবর। স্যার বিভিন্ন পেপার পত্রিকার আর্টিকেলগুলো পড়তেন কখনো বা ফটোকপি করে ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের দিতেন। উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল 'মুক্তিযুদ্ধ' এবং 'বঙ্গবন্ধু' সম্পর্কিত বই। একদিন আমি স্যারের রুমের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, স্যার আমাকে ভেতরে ডাকলেন। সাধারণ কিছু কথাবার্তা শেষে টেবিলের উপর একটি ব্যাগ দেখিয়ে সেটি আমাকে নিতে বললেন। আমি কিছু বুঝতে না পেরে ব্যাগ হাতে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর স্যার বললেন, এটা তোমার জন্য। সেদিন আমি ভীষণ অবাক হয়েছিলাম সাথে অনেক বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারছিলাম না। স্যারের রুম থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যাগ খুলে দেখি স্যার আমাকে 'বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা' এর 'একাত্তরের স্মৃতি' বইটি উপহার দিয়েছেন। চাকরিতে যোগদানের পর অধ্যক্ষ স্যারের কাছ থেকে পাওয়া বইটি ছিল আমার কাছে অমূল্য।

চাকরিতে যোগদানের কিছুদিন পর অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা পরিচালনা কমিটিতে আমার নাম দেওয়া হয়। আমি কিছুটা ভয় পেয়ে স্যারের রুমে গিয়ে স্যারকে অনুরোধ করে বললাম, স্যার আমি তো নতুন, এই কমিটির আমি কিছুই বুঝি না। যদি এই কমিটি থেকে আমার নামটা বাদ দেওয়া যায়। স্যার বললেন নতুনদেরকেই তো এগিয়ে আসতে হবে। তুমি ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করতে হয়। স্যার নিজে একটি কাগজ এবং তার বহুল ব্যবহৃত একটি

কাঠ পেন্সিল নিলেন এবং নিজ হাতে একটি লেআউট তৈরি করে দিলেন। তারপর বললেন, আর কোনো সমস্যা হলে যেন তাকে জানাই। সেই সাথে আশীর্বাদ স্বরুপ তার কাঠ পেন্সিলটি আমাকে দিলেন। স্যারের লেআউট এবং আশীর্বাদে সেই বার খুব ভালোভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করতে পেরেছিলাম।

চাকরিতে যোগদানের পর আমি আমার সকল শিক্ষক এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি কিন্তু স্যার ছিলেন আমার 'মেন্টর'। প্রায় প্রতিদিন স্যার আমার ক্লাসের আপডেট নিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতেন। একজন অধ্যক্ষের কাছ থেকে হাতে ধরে কাজ শেখার সৌভাগ্য যে ক'জন শিক্ষকের হয়েছে তাদের মধ্যে আমি অন্যতম। এজন্য নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে করি।

স্যারের সরাসরি ছাত্রী হওয়ায় স্যারের কাছে আমার আবদার একটু বেশিই থাকতো এবং তিনিও তা পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। জাতীয়করণ হওয়ার পর সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্রী সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে যায়। একদিন একাদশ শ্রেণির ক্লাস শেষ করে আমি সোজা স্যারের রুমে চলে গেলাম। গিয়ে বললাম স্যার দেখেন ক্লাস নিতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেছে। ঠিক করে কথা বলতে পারছি না। আপনি যদি একটা সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে খুব ভালো হয়। স্যার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট একজনকে ডাকলেন এবং দুই দিনের মধ্যে সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করে দিলেন।

একজন দুই-তিন বছরের শিশু যেমন তার পিতার আঙ্গুল ধরে নিশ্চিন্তে হাটে। সে যেমন পড়ে যাওয়া বা হোঁচট খাওয়ার ভয় পায় না। তেমনি এই ক'বছর আমরাও নিশ্চিন্তে থেকেছি কিন্তু আর কিছুদিন পর সে আঙ্গুল আর আমাদের মধ্যে থাকবে না। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে স্যার কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবেন, কিন্তু আমি মনে করি শিক্ষকের কোনো বিদায় হয় না। স্যার আদর্শ, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ছড়িয়ে যাবেন আমৃত্যু। তিনি আমাদের 'রোজদিনের ভোরে ওঠা আটপৌঢ়ে কিন্তু দারুণ প্রয়োজনীয় সূর্য'। তিনি যেন "সাধারণ হয়েও, অসাধারণ।' স্যারকে নিয়ে লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ।"

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ যতদিন থাকবে স্যারের নামও ততোদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। শিক্ষা জগতে একজন জীবন্ত কিংবদন্তি হিসেবে সারা জীবন আমার স্মৃতিতে অম্লান থাকবেন। পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ আপনাকে সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াত দান করুন। বরকতময় হোক আপনার আগামীর দিনগুলো।

লেখক:
মোছাঃ নাছরিন আক্তার
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

ফেলে আসা দিন

■ কানিজ ফাতেমা

কলেজে প্রবেশের সময় মাঠের এক কোণায় দাঁড়ানো রুগ্ন ভেটুল গাছটার গোড়ায় বিজ্ঞান বিভাগের বান্ধবীদের কয়েকজনকে জটলা পাকিয়ে বসে থাকতে দেখে সেদিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলাম। মাঠের অপর পাশ থেকে এগিয়ে আসার সময় সবার মুখভঙ্গির ধরণ দেখে বুঝতে পারলাম কিছু একটা ঘটেছে। সবাই কথা বলছে ঠিকই কিন্তু কারো মুখে হাসি নেই। সবার মাঝে পাপড়ি বসে চোখ মুছছে। সম্ভবত কাঁদছে। কিন্তু কেন কাঁদছে? কৌতুহল জাগলো। ঘটনা কি? জানার ইচ্ছায় এগিয়ে চলেছি। এমন সময় পেছন থেকে লিমা আর শর্মির গলা শুনে পেছনে ফিরলাম।

'কি হয়েছে?'- লিমা কাছে এসে জিজ্ঞেস করতেই বললাম, 'চল গেলেই বুঝতে পারবি।'

কৌতূহল নিয়ে তিনজন এগিয়ে এসে বান্ধবীদের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম–'তোরা সবাই এখানে কি করিস?'

প্রথমে কেউই উত্তর দিল না। সমব্যথীর মত পাপড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের অভিব্যক্তি দেখে লিমা আর শর্মি কি ভাবলো জানি না তবে আমি বিরক্ত হয়ে বললাম -'কি তোরা ক্লাসে যাবি না?' সোনিয়া বলে উঠলো 'যাবো একটু অপেক্ষা কর।' এবার লিমাও জিজ্ঞেস করলো- 'কি হয়েছে, বলবি তো! পাপড়ি কাঁদছে কেন?' 'চল বলছি' -বলে সোনিয়া উঠে দাঁড়ালো। একটু পরেই ক্লাস শুরু হবে। অথচ সবাই এখানে বসে গোল মিটিং করছে। কারণও বলতে চাইছে না। তাই আমার কৌতুহলে ভাটা পড়ে বিরক্তি লাগতে শুরু করল। তবুও তাদের সাথে ক্লাসে যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। আজ প্রথমে নাহিদ আক্তার হানি ম্যাডামের বায়োলজি ক্লাস। সেই কারণেই টেনশন একটু কম। কারণ নাহিদ আক্তার হানি ম্যাডাম বকা দিতে জানেন না। খুব বেশি বললে বলবেন-'ক্লাসের বাইরে কি করছিলে?'

আসলে তিনি শুধু ভালোবাসতে জানেন। তাই তাঁকে দেখে ভয় করে না। কেমিস্ট্রির মোহাঃ শামিমুর রহমান স্যারের ক্লাস হলে ব্যাপারটা অন্য রকম হতে পারতো। মোহাঃ শামিমুর রহমান স্যারের ক্লাসে রাসায়নিক সংকেত, রাসায়নিক বিক্রিয়া পড়তে পড়তে এই সাড়ে সতেরো বছর বয়সেই নিজেকে বার্ধক্যে ধরবে কি না সেই ভয়ে আছি। না পড়েও উপায় নেই, কারণ শামীম স্যার পরীক্ষার খাতায় নম্বর কাটার সময় কোনো কার্পণ্য করেন না। তবে যেমনই হোক তিনি মানুষ ভালো। আবার পাপড়ির দিকে ফিরে তাকাতেই খেয়াল করলাম সে কেঁদেই চলেছে। কিন্তু কেন? ভেবে একটু টেনশনও হচ্ছে। পাপড়ি আমাদের বিজ্ঞান বিভাগের ভীষণ মনোযোগী ছাত্রীদের একজন। বাবা নেই। দুই ভাই-বোন আর মা'র সাথে দাদা বাড়িতে থাকে। এক প্রকার চাচাদের অনুগ্রহে লেখাপড়া শিখে বড় হচ্ছে।

পাপড়ি সবসময় বোরকা পরে চলাফেরা করে। মুখ বাঁধা কালো বোরকার মাঝে পাপড়ির ভাসা ভাসা চোখ দুটি দেখতে এতো মায়াবী মনে হয়। তবে এই মুহূর্তে মুখের পর্দাটা উঠিয়ে রেখেছে পাপড়ি। আর তার মায়াবী চোখ দুটি জলে ছলছল করছে। সবাই তাকে সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করছে দেখে আবারও জানতে

চাইলাম-'ঘটনা কি? পাপড়ি কাঁদছে কেন?' জেবা খুব মন খারাপ করে বলল- 'পাপড়ির চাচা ওর চেয়ে পনেরো বছরের বড় একজন লোকের সাথে পাপড়ির বিয়ে ঠিক করেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দিয়ে দিতে চায়। এদিকে পাপড়ি পড়াশোনা শেষ করতে চায়। এখন বিয়ে হয়ে গেলে যদি লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় তখন কী হবে? সেই জন্যই পাপড়ি কান্নাকাটি করছে।' জেবার কথা শুনে কি বলা উচিত বুঝে উঠতে না পেরে পাপড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম- 'দেখ যখন বিয়ে হওয়ার হবে। সেই জন্য এখন কেঁদে কেটে বান ভাসানোর কোনো মানে হয় না। এখন ক্লাসে চল।' পাপড়িকে ক্লাসে যেতে বললেও তেমন কোনো কাজ হল বলে মনে হল না। সে একইভাবে বসে বসে চোখ মুছে যাচ্ছে। আর সবাই তাকে থামানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। কি আর করা, অনিচ্ছা স্বত্বেও সবার সাথে ক্লাসে যাব বলে অপেক্ষায় রইলাম।

আমার কথাটা শুনে আপাতদৃষ্টিতে সবাই আমাকে কাঠখোট্টা মনে করলেও বাস্তবতা হল আমি ভীষণ বাস্তববাদী মেয়ে। তাছাড়া স্বচ্ছল বাবার একমাত্র মেয়ে হয়েও যখন নিজের মতামত জানানোর কোনো অধিকার রাখি না, তখন পাপড়িকে কি বলবো, তুই বিদ্রোহ কর?

বিদ্রোহ করেই বা কী লাভ? আমিওতো করার চেষ্টা করেছিলাম যখন বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পাস করলাম। কত স্বপ্ন ছিল একটা বড় নামকরা কলেজে ভর্তি হব। সেই স্বপ্ন পূরণ হতে গিয়েও হয়নি। ঢাকার লালমাটিয়া কলেজে ভর্তির সব কাজ সম্পন্ন করার পরও আমার সেখানে পড়তে যাওয়া হল না। বাবার সিদ্ধান্তমত এই সদ্য প্রতিষ্ঠিত এল শেপের মাটির মেঁঝে আর টিনের চালওয়ালা ছয় রুমের কলেজে আমাকে পড়তে আসতে হল। বাবাকে কে যেন বুঝিয়েছিলেন-

'আপনি এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আর আপনার মেয়ে যদি এখানে ভর্তি না হয় তাহলে অন্য কেউ কি তাদের মেয়েকে ভর্তি করতে চাইবে?'

ব্যাস হয়ে গেল, আমার স্বপ্নের চেয়ে বাবার পরামর্শ দাতার কথাটাই বেশি মনে ধরলো। ফলস্বরূপ আমি এই মহিলা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের চল্লিশ জন ছাত্রীর একজন হয়ে পড়তে শুরু করলাম। আমি সব সময় বিশ্বাস করি আল্লাহ আমার জন্য যেটা লিখে রেখেছেন সেটা হবেই।'

আর সেই বিশ্বাস থেকেই এখন বলতে পারি পাপড়ির যদি সেই বয়স্ক ব্যক্তির সাথে শুভ বিবাহ লেখা থাকে তাহলে সে বিয়ে কেউই ঠেকাতে পারবে না। তাই এত কান্নাকাটি করার চেয়ে আমার মতে সবার আগে পাপড়ির বিয়ে ঠিক হয়েছে এই খুশিতে আমাদের সবাইকে বাদাম খাওয়ানো উচিত। কিন্তু এই কথা যদি এখন বলি, এরা সবাই মিলে আমাকে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে।

আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি পাপড়ির কান্নাকাটি দেখে। এই মেয়ে কথায় কথায় এভাবে কাঁদতে থাকে কেন? বিয়ে করতে না চাইলে সোজা গিয়ে চাচাদের মুখের উপর বলে দিক। অযথা বসে বসে কান্নাকাটির মানে হয় না। যাই হোক, একে একে সবাই উঠে দাঁড়াচ্ছে ক্লাসে যাবে বলে। এর মধ্যে আমাদের কলেজের লম্বা ফর্সা সুদর্শন অধ্যক্ষ স্যার তার নীল রঙের ফিফটি মোটর সাইকেল চালিয়ে কোথা থেকে যেন কলেজে ফিরলেন। ফিফটি মটরসাইকেলটা তার সাথে ঠিক মানানসই না। তবুও তিনি কেন এই মোটর সাইকেলটা নিয়ে ঘুরে বেড়ান সেটা জিজ্ঞেস করতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস হয়ে ওঠে না। এদিকে অধ্যক্ষ স্যার মোটর সাইকেলটি অফিস ঘরের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেই কেরানি চাচাকে আমাদের দেখিয়ে কি যেন ইশারা করলেন। আর তিনি ইশারা করতেই কেরানি চাচা অতি উৎসাহে চিৎকার করে বলে উঠলেন- 'এই মেয়েরা ক্লাসে যাও।' কেরানি চাচার চিৎকার শুনে সবার আগে পাপড়ি কান্না কাটি বাদ দিয়ে উঠে দ্রুত ক্লাসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। আমি সবার পেছনে দাঁড়িয়ে পাপড়িকে দেখে ভাবলাম কেরানি চাচার এক ধমকেই যদি পাঁপড়ির কান্না থেমে যাবে, তাহলে সবাই মিলে এতক্ষণ ধরে এভাবে সময়ের অপচয় কেন করল? আমি আগে জানলে প্রথমেই গিয়ে কেরানি চাচাকে চিৎকার করতে বলে আসতাম।

সবার সাথে আমিও ক্লাসের দিকে এগিয়ে চলছি। এমন সময় পাশের মাটির এবড়ো-থেবড়ো বারান্দা দিয়ে নাজমুন নাহার টেনি ম্যাডামকে খাতা হাতে কমার্স ক্লাসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। পেছনে চলতে থাকা আমি নাজমুন নাহার টেনি ম্যাডামকে দেখে চলার গতি একটু কমিয়ে দিলাম। ম্যাডাম ক্লাসে প্রবেশ করলে তারপর ক্লাসে যাব। আজ নাজমুন নাহার টেনি ম্যাডাম একটা হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি পরে এসেছেন। আমাদের এই যেনো-তেনোভাবে দাঁড় করানো কলেজের সবচেয়ে সৌখিন টিচার আমার কাছে নাজমুন নাহার টেনি ম্যাডামকেই মনে হয়। তাছাড়া সেই ছোটবেলা থেকে তিনি আমার অনেক প্রিয় বড় আপু। তাই তাঁর সবকিছুই আমার কাছে খুব ভালো লাগে। এই কলেজে অবশ্য আমার পূর্বপরিচিত অনেক শিক্ষকই আছেন যাঁরা আমাকে প্রচণ্ড স্নেহ করেন। সেই কারণেই হয়তো শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা বাদ দিয়ে বাসায় বসে থাকা হয়নি। যাই হোক, এসব কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল শুরুতে যাচ্ছেতাই কলেজ মনে হলেও এখন মায়া জন্মে গেছে। তাই যখন আমার স্কুলের বান্ধবীরা তাদের ঢাকা, রাজশাহীর মত বড় বড় শহরের নামি-দামি কলেজের লেখাপড়ার ধরনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আমার সাথে গল্প করতে আসে, তখন আমিও আমাদের টিনের চালওয়ালা ছোট্ট ল্যাবের প্রশংসায় আত্মহারা হয়ে উঠি। আর মাত্র ছয় মাস বাকি আমাদের বোর্ড পরীক্ষার। তারপর নতুন পুরোনো বান্ধবীদের সবাই যার যার গন্তব্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবো। তখন এভাবে আর এই কলেজের সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের ভেটুল গাছটার নিচে বসে বাদাম খাওয়া আর আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হবে কিনা কে জানে? তাই এই মুহূর্তটাকে আমি উপভোগ করতে চাই। আসলে আমি জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকেই উপভোগ করতে চাই।

বর্ষার দিনে ক্লাসের সময় টিনের চালে যখন ঝমঝম করে বৃষ্টি ঝরে পড়ে, আর সেই বৃষ্টির শব্দে যখন টিচার ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে বাধ্য হয়ে চুপচাপ চেয়ারে বসে পড়েন। তখন ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার এক অন্যরকম মজার অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। গত দেড় বছরের কত অনুষ্ঠান- বান্ধবীদের সাথে রিহার্সেল, আমার বেসুরো গলায় গানের শিল্পী হয়ে উঠার চেষ্টা, লুকিয়ে কবিতা লেখা, বান্ধবীদের সাথে দুষ্টু-মিষ্টি গল্প সব কিছুই এগিয়ে চলছে আমার সাথে। আপন মনেই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ক্লাসের বেঞ্চে এসে বসলাম আমি। সাধারণত সেকেন্ড বেঞ্চের কোণার

সিটে বসি আমি। আমার মতে প্রথম বেঞ্চটা বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা চশমা ওয়ালা ভালো ছাত্রীদের জন্য থাকা উচিৎ। আমার মত মানুষ যার ক্লাসের ফাঁকে টিনের চালে কতগুলো স্ক্রু লাগানো হয়েছে, মাকড়সার জালগুলো কতটা বিস্তৃতি লাভ করেছে সেদিকে খেয়াল- তার জন্য সেকেন্ড বেঞ্চটাই পারফেক্ট।

আমাদের ম্যাথের মোঃ সাজদার রহমান স্যার আমাকে সামান্য চঞ্চল মেয়ে বলেন। আসল কথা হল আমি প্রচণ্ড চঞ্চল একটা মেয়ে। যার মাথার মধ্যে পড়াশোনা ছাড়াও অসংখ্য ভাবনা প্রজাপতির মত উড়তে থাকে। তাছাড়া আমিতো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই না। আমি শিল্পী হতে চাই, কবিতা লিখতে চাই। পাখিরা কিভাবে খড়কুটো নিয়ে বাসা বানায়, তারপর সেই বাসায় তাদের সুখের পৃথিবী সাজায়, ঝড় ঝাপটা থেকে নিজেদের পৃথিবীটাকে আগলে রাখে- সেই গল্প লিখতে চাই। এর জন্য ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ইলেকটিভ ম্যাথ এসব শেখার কতটা প্রয়োজন সেটা আমার বোধগম্য হয় না। কিন্তু এটা আমার বাবাকে কে বোঝাবে? তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ শোনেন। আর আমি হলাম নিতান্তই নির্বোধ কিশোরী। যাই হোক, আমার কথা বললে শেষ হবে না। এই মুহূর্তে পাপড়ি খাতা কলম খুলে মনোযোগ দিয়ে ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নাহিদ আক্তার হানি ম্যাডাম ক্লাসে এসে তার আসন গ্রহণ করেছেন এবং একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন বাড়ি থেকে সবার অ্যামিবার জীবনচক্র লিখে আনার কথা ছিল। পরক্ষণেই আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন -'কানিজ কি লিখে এনেছো?'

আমি বুঝি না এতজন ছাত্রীর মধ্যে ম্যাডামের কেন আমার দিকেই চোখ পড়ে?

যদিও বললাম -'জি ম্যাডাম'- কিন্তু মনে মনে বললাম অ্যামিবা সাইটোপ্লাজম এসব আমাকে পড়তে হবে কেন? আমি তো ভবিষ্যতে লেখক হবো। যারা ডাক্তার হবে তাদের এসব বায়োলজি, জুয়োলজি পড়ানো হোক। তবে মুখে কিছুই না বলে খাতাটা নাহিদ আক্তার হানি ম্যাডামকে এগিয়ে দিয়ে বললাম- 'আপনাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে ম্যাডাম।' ম্যাডাম মিষ্টি করে হেসে বললেন- 'হুম খালি দুষ্টামি- না? এবার হোমওয়ার্ক দেখাও।'

ম্যাডামের কথা মত একে একে সবাই নিজেদের খাতা ম্যাডামের কাছে জমা দিতে শুরু করেছি। এর মধ্যে হঠাৎ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ক্লাস পরিদর্শন করাতে নিয়ে আসলেন। বিশিষ্টজন আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরের স্থানীয় প্রভাবশালী কোনো একজন ব্যক্তি এতটুকুই বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার কাছে তিনি নিতান্তই অপরিচিত। খেয়াল করলাম ক্লাসের বাইরে আরও তিন চার জন শিক্ষক দাঁড়িয়ে আছেন। স্যারদের আসতে দেখে সবার সাথে যথারীতি আমিও উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সম্মান জানাতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। বিশিষ্টজন খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে আমাদের লেখাপড়া কেমন হচ্ছে জানতে চাইলেন। একসময় এই কলেজের মাঠে তার বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলার সময়ের স্মৃতিচারণ করলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার স্মৃতিচারণ শুনতে গিয়ে হঠাৎই মনে হল বিশ-ত্রিশ বছর পরে আমাদেরও এই কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার এই সময়কার কথাগুলো মনে হলে কেমন লাগবে? কথাটা ভাবতে মুহূর্তেই চমকে উঠলাম।

সত্যি পুরোনো দিনের কথা সহজে কি ভোলা যায়? মানুষের ছুটে চলা ক্ষণস্থায়ী জীবনে প্রতিটা দিন, প্রতি মুহূর্তে জন্ম দিতে থাকে নতুন নতুন ছোট-বড়, অযুত-লক্ষ স্মৃতি। সেই সকল স্মৃতির বসতি হয় মানুষের মনের মাঝে। ধীরে ধীরে বসতি বাড়তে থাকে, তৈরী হতে থাকে স্মৃতির সেতুবন্ধন। তারপর পেছনে ফেলে আসা ছোট বড় অলি গলিতে চলতে চলতে সৃষ্টি হয় স্মৃতির শহর। শহরটা মানুষের মনের গহীনেই থাকে। সেখানে আকাশ মেঘ আলো আঁধার সবকিছুই নিজের জায়গা করে নেয়। শহরের মাঝে সৃষ্টি হয় এক অনুভূতির ঝর্ণাধারা। সেই ঝর্ণাধারা থেকে প্রবাহিত হয় এক সময়ের নদী। যে নদীর বুকে জন্ম নেয় লাল, নীল, সাদা আর হলুদ রঙের অনুভবের পদ্ম। মানুষ ইচ্ছে হলেই সেই শহরের আঁকা-বাঁকা পথে তার ফেলে আসা দিনের দু:খ সুখের বসতি খুঁজে বেড়ায়। সেই খোঁজার পথে কখনো সুখের জোয়ারে ভাসে আবার কখনো কষ্টের আঁচড়ে আর্তনাদ করে। তারপর সময়ের নদীর তীরে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মানুষের বড়ই অদ্ভুত মনটা বার বার সেই স্মৃতির শহরে ফিরতে চায়। বর্তমান যতই মানুষকে এগিয়ে যেতে বলে মানুষ ততই বার বার অতীতকেই ফিরে দেখতে চায়। হয়তো আমার মনটাও এই ছোট ছোট স্মৃতির বসতি তৈরী করতে করতে একদিন একটা শহর বানিয়ে ফেলবে। সেই শহরের কোনো এক গলিতে হয়তো এই কলেজ জীবনের স্মৃতিরও একটা বসতি থাকবে। হয়তো কোনো একদিন মনের গহীনের ছোট্ট শহরে স্মৃতি খুঁজে ফেরার সময় এই যে এই ফেলে যাওয়া দিনগুলোর কথা মনে পড়বে।

স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে কিছুটা হারিয়ে গিয়েছিলাম। অতীতকে স্মরণ করে হৃদয় যেমন আবেগে উচ্ছ্বসিত হয় তেমনই হারানো দিনগুলো হৃদয়কে বেদনা-বিধূর করে তোলে। হঠাৎ শুনলাম, আমার স্মৃতিবিজরিত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ স্যার অবসরে যাচ্ছেন। কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা, অভিভাবক জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যারকে অত্র অঞ্চলের সুধীজনেরা একজন সৎ, বিণয়ী ও ছাত্রী-বান্ধব অধ্যক্ষ হিসেবে জানে। তাঁর অদম্য ইচ্ছায় এবং উদ্যোগে নারী শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী আমাদের প্রিয় ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজটি অগ্রগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আজ অনেক প্রাক্তন ছাত্রী উচ্চ পদে সমহিমায় সমুজ্জ্বল। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা এখানে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। আজ তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতির কল্যাণে কাজ করে চলেছে। এর পিছনে যে ব্যক্তির অবিস্মরণীয় অবদান উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতার পীড়ন আমাকে কুরে কুরে খাবে, তিনি হলেন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার। সময়ের নির্মম নিয়মে তিনি অবসরে গেলেও তাঁর হাতে গড়া অমর কীর্তি - 'ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ' - এর ইতিহাসে তিনি থাকবেন চির ভাস্বর।

লেখক:
কানিজ ফাতেমা
শিক্ষার্থী, প্রথম ব্যাচ (বিজ্ঞান শাখা) ১৯৯৪
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

ভালোবাসার ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ ও প্রিয় অধ্যক্ষ

■ তারন্য তৃনা

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ শুধু অনন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় আমার মত অনেক ছাত্রীর ভালোবাসার, উচ্ছ্বলতার এবং স্বাধীনতার এক অনন্য বিচরণ ক্ষেত্র। যেখানে সময়টা ছিল মাত্র দুই বছর কিন্তু স্মৃতির পাতায় এত কথা জমা যেন বছরের পর বছর সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই হয়ত সময় কাটিয়েছি। যে স্মৃতিগুলো আমৃত্যু আমার হৃদয়ে আলড়ন তুলবে।

সময়টা ছিল ২০০২ সাল। সদ্য এসএসসি পাস করা আমি দোদুল্যমানতায় ভুগছি কোন কলেজে ভর্তি হব। কারণ আব্বু ছিলেন ভেড়ামারার অন্যতম স্বনামধন্য ভেড়ামারা কলেজ এর প্রফেসর এবং ভেড়ামারা মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্যোক্তা ও পরামর্শক। কিন্তু আব্বুরই পরামর্শ ছিল ভেড়ামারা মহিলা কলেজে ভর্তি হওয়ার যেখানে পাব পড়াশোনার একান্ত পরিবেশ, হয়েছিলও তাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত আমার শিক্ষকদের ভালোবাসার অমূল্য নিদর্শন। আরশেদ স্যার, জসিম স্যার, সাঈদ স্যার, লিপি ম্যাম, শামীম স্যার, জিয়া স্যার, আমিনুল স্যার, নাসির স্যার, দিপু স্যার, সোহেল স্যার, লাকি ম্যাম ও লাইব্রেরিয়ান সবার প্রতিই অসীম কৃতজ্ঞতা। সেই টিন শেড রুম, বড় মাঠ, মাঠের মাঝখানে সুন্দর বসার শেড, সব ক্লাস শেষে বা টিফিন টাইমে লাকি ম্যাম আর সোহেল স্যারের সাথে ক্যারাম খেলা, স্পোর্টসডে'র আগের অনুশীলন, ব্যাডমিন্টন খেলা জীবনের সবচেয়ে মিষ্টি স্মৃতি। যে স্মৃতি প্রাণচঞ্চলতার, যে স্মৃতি উচ্ছলতার, যে স্মৃতি ভালোবাসার।

অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার শুভ্র হৃদয়ের একজন অনন্য মানুষ। মহিলা কলেজের এই সাফল্যে যার অবদান অনস্বীকার্য। সেই টিনশেডে শুরু করা মহিলা কলেজ এখন সরকারি মহিলা কলেজ, ভেড়ামারার অন্যতম স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিটি ইট যার স্বাক্ষী। প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যারের অসম্ভব পরিশ্রম, ধৈর্য ও দৃঢ়তা আজ অনুস্বরণীয়। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের ভূমিকা অগ্রগণ্য। আর সেই ভূমিকা পালনের কাণ্ডারী হলেন অধ্যক্ষ স্যার। স্যারের প্রতিনিধিত্বে কলেজের ছাত্রীরা পেয়েছিল নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ। সেই পরিবেশের জন্য অনেক ছাত্রী তাদের স্বপ্রতিভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। কলেজের আজকের এই অবস্থান অধ্যক্ষ স্যারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাধনার ফল। কলেজের সকল শিক্ষককে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ধৈর্যশীল, নম্র এবং সাহসী একজন অধিনায়ক আপনি। কলেজের শুরু থেকেই যে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে সে সমস্ত প্রতিকূলতা স্যার সমাধান করেছেন ঠাণ্ডা মাথায়। পাড়ি দিয়েছেন বিপদসংকুল পথ।

আপনার পরিশ্রম ও সাধনার ফসল এই সরকারি কলেজ। আমরা হয়তো কলেজ সরকারিকরণের সুবিধাভোগ করিনি কিন্তু পেয়েছি আপনার এবং অন্যান্য শিক্ষকদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও সহযোগিতা। অধ্যক্ষ স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা একটি কলেজকে স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে নিরলস ও নি:স্বার্থ ভালোবাসার স্বাক্ষর রেখে যাওয়ার জন্য। ভেড়ামারা মহিলা কলেজের সকল ছাত্রীর হৃদয়ের মনিকোঠায় যেমন মহিলা কলেজ এক বিশাল মহিরুহ তেমনি মহান আপনার ব্যক্তিত্ব। স্যারের অবসর শুধু প্রাতিষ্ঠানিক এক প্রক্রিয়া। আমরা জানি ও মানি স্যার মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ ও ছাত্রীদের সাথে আছেন এবং থাকবেন সার্বক্ষণ। স্যারের অবসর গ্রহণে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রীদের সাথে আমার মনও ব্যথিত। স্যার আমাদের জন্য দোয়া করবেন। অধ্যক্ষ স্যারের বিদায়ক্ষণে স্যারের সার্বিক মঙ্গল ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

লেখক:
তারন্য তৃনা
পিএইচডি ফেলো, ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

মানসপটে প্রিয় শিক্ষাঙ্গন

■ রওনক জাহান

'বাংলাদেশ' বিশ্ব মানচিত্রে বীরদর্পে স্থান অর্জনকারী লাল সবুজের মহিমায় উদ্ভাসিত একটি নাম। ঢাকার জামদানী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম, খুলনার সুন্দরবন, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদসহ অনবদ্য, অনন্য সাধারণ, ঐতিহ্যবাহী তীর্থস্থানীয় পবিত্রভূমি আমার এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের দক্ষিণের বিভাগ খুলনার একটি জেলা 'কুষ্টিয়া'। 'কুষ্টিয়া' জেলার নামকরণের ইতিহাস হয়ত কেউ কেউ জানেন। কুষ্টিয়াতে একসময় প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপাদিত হত। পাটকে স্থানীয় ভাষায় বলা হত কোষ্টা বা কুষ্টি। সেখান থেকেই মূলত কুষ্টিয়া নামের উৎপত্তি বলে প্রচলিত ধারণা। আবার একদল গবেষক মনে করেন, ফার্সি শব্দ 'কুশতহ' থেকে কুষ্টিয়ার নামকরণ হয়েছে যার অর্থ ছাইদ্বীপ। যেভাবেই নামকরণ করা হোক না কেন, আমার জেলা কুষ্টিয়া একটি পূণ্যভূমি। বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের পথিকৃত গাজী মিয়া (মীর মোশাররফ হোসেন) এই কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নের লাহিনী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। আধ্যাতিক ও বাউল সাধক মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক ফকির লালন শাহের মাজার কুমারখালী উপজেলার 'ছেঁউড়িয়াতে'

অবস্থিত। ফকির লালনের অনবদ্য সৃষ্টি 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।'-প্রত্যেক বাঙালির ভাবদর্শনে বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের খোরশেদপুরে অবস্থিত কুঠিবাড়িতে কাটিয়েছেন তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল যিনি কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারক, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী গঠিত টোকিও ট্রাইবুন্যালের একজন বিচারক ছিলেন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী এই কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার রমানাথপুর গ্রামের একজন মানুষ।

সবমিলিয়ে কুষ্টিয়া আমার কাছে পুরাণ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটি অতিপ্রাকৃত ভূমি। কুষ্টিয়া জেলারই একটি উপজেলা 'ভেড়ামারা'। এই 'ভেড়ামারা' নামকরণকে কেন্দ্রকরেও প্রচলিত আছে কিংবদন্তী সব গল্প। এক সময় এলাকাটি খুব জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একদিন এক বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে একটি ভেড়াকে মেরে ফেলে। লোকজনের চিৎকারে কিছু সংখ্যক ইংরেজ সাহেব বেরিয় এসে ঘটনা জানতে চাইলে স্থানীয় জনগণ জানায় একটি বাঘ ভেড়া মেরে ফেলেছে। কালক্রমে 'ভেড়া' ও 'মারা' শব্দ দু'টি লোকমুখে চর্চা হতে হতে এলাকার নাম 'ভেড়ামারা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সোলেমান শাহের মাজার, দেশের একমাত্র তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, লালন শাহ সেতু ও হার্ডিঞ্জ ব্রীজের কিছু অংশ ভেড়ামারার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান। এই ভেড়ামারাতেই আমার বেড়ে ওঠা। আমার শৈশব, কৈশোর এখানকার ধুলি মেখেই কেটেছে। আমি ভেড়ামারা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে পড়া আমার জীবনের এক অন্যতম সুন্দর অভিজ্ঞতা। আমার বান্ধবীরা কে কোথায় আছে আমি জানি না। তবে, আমার তাদের সকলের নাম মনে আছে, সবার সজীব, কোমল, সুশ্রী অবয়ব মনে আছে। এসএসসি পাশ করার পর আমার বাবা ভাবতে লাগলেন, মেয়েকে কোন কলেজে ভর্তি করা যায়। অনেকের অনেক পরামর্শ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, ভেড়ামারা মহিলা কলেজে আমাকে ভর্তি করবেন। কারণ, শোনা যাচ্ছিল কলেজটি নতুন হওয়ায় শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রীদের পড়ালেখার ব্যাপারে যত্ন নেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বেশি হওয়ায় শিক্ষকবৃন্দ তাদের প্রতি যত্নশীল নন। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। ক্লাস করতে শুরু করলাম। টিনসেড বিল্ডিং এর পাশাপাশি দুটি রুমে মানবিক ১ম ও ২য় বর্ষের ক্লাস হত। প্রতিদিন সকালে বান্ধবীদের সাথে কলেজে যেতাম, বিকেলে বাসায় ফিরে আসতাম।

সমাজবিজ্ঞান ও পৌরনীতির উপর আমার প্রস্তুতকৃত প্রত্যেকটি নোট শাহিন স্যার ও আমিনুল স্যার পরীক্ষা-নিরক্ষা করে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করে দিতেন। এছাড়াও আমার মেধা বিকাশে যে সমস্ত শিক্ষকরা বিশেষ অবদান রেখেছেন তারা হলেন আনিসুর রহমান স্যার, আরশেদ স্যার, নাসির, স্যার মশিউর স্যার, সাজেদুল স্যার ও জসিম স্যার। আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রীদের মেধা, মনন ও পরিশ্রমে এগিয়ে নিতে এতটা নিষ্ঠা ও যত্নশীলতা প্রদর্শন করতে পেরেছেন একজন অভিভাবকের জন্য। তিনি হলেন উক্ত কলেজেরই অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার। আমরা তাকে রাজা স্যার বলেই চিনতাম। অত্যন্ত বিনয়ী, ধৈর্যশীল, আদ্যোপান্ত নেতৃত্বদানকারী একজন শিক্ষক। আমাদের প্রিয় অধ্যক্ষ স্যার অবসর গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। স্যারের প্রতি অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। এতো ভালো ভালো স্মৃতির মাঝে কিছু বিয়োগান্তক স্মৃতিও মানসপটে ভেসে উঠছে। সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক নাজমুল স্যার ক্লাসে খুব হাসাতেন। একদিন সকালে হঠাৎ কলেজে এসে শুনি স্যার মারা গেছেন। আহ! জীবন এমনই অনিশ্চিত ও নিষ্ঠুর সত্য।

এভাবে দুটি বছর পার হয়। এইচএসসি পরীক্ষা সামনে। একটি দায়িত্বও নিজের মধ্যে অনুভব করতে থাকলাম। আমার প্রতি সকলের প্রত্যাশা আমার পরিশ্রমকে আরো দ্বিগুণ করে দিতে থাকল। পরীক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হল। প্রথমে শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি যে আমি মানবিক বিভাগ থেকে জি পি এ ফাইভ পেয়েছি। মনে হচ্ছিল, সংবাদ দাতা আমার সাথে মজা করছেন। এরপর পূর্ণাঙ্গ রেজাল্ট পেয়ে গেলাম। বাংলা বাদে সবগুলি বিষয়ে এ+ পেয়েছি। জানলাম, ভেড়ামারা মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার পর আমিই প্রথম এই কলেজ থেকে এ+ পেলাম। দিনগুলো স্বপ্নেরমতো মনে হত। মনে হত, ঘুম ভাঙলেই বুঝি সব ভুল ভেঙে যাবে। আসলে এই মাটির পৃথিবীতে যত ভুল ততই ফুল। এভাবেই আমার কলেজ আমার পথ চলাকে আরো সহজ করে দিয়েছিল। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আমার ও আমার পরিবারের স্বপ্ন ও পরিশ্রমের সারথি হয়েছিল আমার কলেজ। ভেড়ামারা মহিলা কলেজ ২০১৬ খৃষ্টাব্দে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। আমার প্রিয় শিক্ষাঙ্গণ উত্তরোত্তর দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজে উন্নীত হোক সবসময় এই প্রার্থনা করি।

আমার জন্মভূমি ভেড়ামারার মতই ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ আমার কাছে পবিত্র তীর্থভূমি। শুধু বিদ্যাপীঠে আমি তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাই না, বরং একঝাক তরুণীর স্বপ্নের পটভূমি এই কলেজ। শুনেছিলাম, প্রতিটি ব্যাচ শুরু করার আগে শিক্ষকবৃন্দ নবীন ছাত্রীদের আমার গল্প শোনাতেন। আজ হয়তো আর আমার গল্প করেন না। হয়ত আরো ভালো ভালো ছাত্রীরা এসে নতুন রেকর্ড গড়েছে। তবে, আমাকে এমন ভুলে যাওয়া সম্মানের। যতবার আমার কলেজ থেকে নবীন প্রাণপ্রিয় ছাত্রীরা নতুন নতুন রেকর্ড গড়বে ততবার তাদের মাঝে আমি নিজেকে খুঁজে পাব।

পরিশেষে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমার শিক্ষকমণ্ডলীর

প্রতি জানায় শ্রদ্ধা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমাদের সকলের প্রিয় অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যারের কথা যার অবসরজনিত বিদায় উপলক্ষে আমার এ লেখার অবতারণা। তিনি ছিলেন এক আলোকবর্তিকা। যে উজ্জ্বল ছোঁয়া দিয়ে আমাদের সকলকে আলোকিত করেছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর জ্ঞানের আলোয় আমরা আলোকিত হয়েছি। তিনি ছিলেন ছাত্রীদের আদর্শের শিরোমণি। ছাত্রী হিসেবে দেখেছি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন নিরলস কর্মী। নারী শিক্ষা বিস্তারের যে মহান ব্রত নিয়ে জ্ঞানের মশাল জ্বেলে যে পথে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল; অবসর গ্রহণের মাধ্যমে তিনি সেই পথের প্রান্তে পৌঁছেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক বিদায় হয়ত তাঁর হয়ে যাবে; কিন্তু আমার মত অজস্র ছাত্রীর হৃদয় পটে তিনি ও তাঁর আদর্শ বেঁচে থাকবে হাজার বছর। স্যার দীর্ঘায়ু লাভ করুন। অনাবিল সুখ ও প্রশান্তিতে ভরে উঠুক তাঁর অবসর জীবন।

লেখক:
রওনক জাহান
জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা
প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

স্মৃতির পাতায় আমার কলেজ

■ জান্নাতুল ফেরদৌস তন্বী

নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার কল্পে ভেড়ামারা, মিরপুর ও দৌলতপুর এই তিন থানার মধ্যে কোনো মহিলা কলেজ না থাকায় একটি মহিলা কলেজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে আমাদের কলেজের মূল স্বপ্নদ্রষ্টা জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যারের প্রচেষ্টায় স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহযোগিতায় ১৯৯৪ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত রাজা স্যারের হাত ধরেই কলেজের যাত্রা শুরু। কলেজটির সূচনা লগ্ন থেকে আজ অবধি স্যার অত্যন্ত দক্ষতা এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। সততা, একাগ্রতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের রাজা স্যার। আজকের এই ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ একটি প্রতিষ্ঠিত কলেজ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে, এতে রাজা স্যার এর অবদান অনস্বীকার্য।

স্কুল জীবন আমরা অতিবাহিত করি প্রায় দশ বছর। কিন্তু আমাদের কলেজ জীবন থাকে মাত্র দুই বছর। যেদিন শিক্ষার্থী হিসেবে কলেজে প্রথম পা রাখলাম সেদিনই অনুভব করলাম আমার সোনালী কৈশরের ইতি হল আজ! আমি ২০০৭ সালে এই কলেজে মানবিক বিভাগে ভর্তি হই। এসএসসি পাশের পর আমার অন্যান্য বান্ধবীরা যখন ভেড়ামারার বাইরে ভালো ভালো কলেজে ভর্তি হল প্রথম দিকে আমার মন খারাপ হত। কিন্তু ভর্তি হওয়ার পর বুঝলাম যে আমার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না। দেখতে দেখতে চৌদ্দটি বছর পার হয়ে গেলো। কিন্তু মনে হচ্ছে এইতো সেদিনের কথা। আমার ছোট চাচার পরামর্শে আমি আর আমার চাচাতো বোন সোনালী এক সাথে কলেজে ভর্তি হলাম। স্কুল জীবনের সেই বাঁধাধরা গণ্ডি পেরিয়ে প্রথম যেদিন কলেজে পা রেখেছিলাম সেদিন এক অদৃশ্য ভালোবাসার অনুভূতি কাজ করেছিল। খুব মনে পড়ে দিনগুলির কথা। ক্লাস শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই পেয়েছিলাম আশ-পাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা অনেক বান্ধবী। তার মধ্যে আমাদের সাতজনের একটা গ্রুপ তৈরী হয়ে গেল। আমি, আমার চাচাতো বোন সোনালী, পারুল, কোহিনুর, স্মৃতি, দোলা, আর সেলিনা। প্রতিদিন ক্লাসের অবসরে চলত আমাদের নিত্য নতুন গল্প আর আড্ডা। পরীক্ষার হলে আমরা সবাই কাছাকাছি বসার চেষ্টা করতাম। স্যারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেখাদেখি করে লিখতাম। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে ঝগড়াও হত। কলেজের মাঠটা খুব স্নিগ্ধ ছিল। মাঠে বড় বড় ঘাস আর নতুন বিল্ডিং এর সামনে কিছু গাছ পালা ছিল। আমরা কোনো প্রোগ্রাম হলে সবাই সেদিন সাজুগুজু করে কলেজে যেতাম আর সেই ঘাস আর গাছগুলোর মধ্যে ছবি তুলতাম।

আমার কলেজ জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ছিল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা। একবার উপজেলা ভিত্তিক আন্তঃকলেজ বির্তক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যান্য কলেজের সাথে আমাদের কলেজও অংশগ্রহণ করেছিল। দলনেতা হিসেবে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার টিমে সদস্য হিসেবে ছিল কহিনুর ও পারুল। প্রথম দিনের প্রতিযোগিতায় আমরা বিজয়ী হলাম আর শ্রেষ্ঠ বক্তা হলাম আমি। ফাইনালে উত্তীর্ণ হলাম। আমাদের সাথে ফাইনালে প্রতিপক্ষ হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিল ভেড়ামারা কলেজ। প্রতিযোগিতার শেষ দিনে দুই পক্ষের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হল। বিজয়ী হল ভেড়ামারা কলেজ। আমাদের টিম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো। ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী হতে পারিনি বলে আমি সবার সামনে কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার বান্ধবীরা আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। এরপর থেকে আমার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। আমি ২০০৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হলাম।

আমাদের কলেজের সকল শিক্ষক অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল, বিনয়ী এবং ইতিবাচক জীবনবোধের অধিকারী। তাঁরা আমাদের সামনে যে জ্ঞান প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন তারই আলোকে আমরা খুঁজে পেয়েছি নতুন জীবনের ঠিকানা। তাঁরা শুধু একাডেমিক পাঠদানই করান না বরং বাস্তব ও জীবন ভিত্তিক অনেক দিক নির্দেশনাও দেন। ছাত্রদের জীবন বিকাশ সাধনের পাশাপাশি ব্যক্তিত্বেরও জাগরণ ঘটিয়ে থাকেন। কলেজে ছাত্রী ও শিক্ষকের মাঝে এমন সুন্দর, নিবিড় এবং অভিভাবক সুলভ সম্পর্ক অন্য কোনো

কলেজে আছে বলে আমার মনে হয় না। পড়াশোনার ব্যাপারে যাবতীয় সমস্যার সামাধানে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পেয়েছি। মনে পড়ে, ইংরেজি ক্লাসের ফাঁকে আরশেদ আলী স্যার এর মনোমুগ্ধকর কবিতা আবৃত্তি, নাসির স্যার এর অনুপ্রেরণা মূলক উপদেশের সাথে ইংরেজি সাহিত্যের হাজারো রোমান্টিক কাহিনী। আরও মনে পড়ে আমাদের মিষ্টি ম্যাডাম বিলকিস আরার সুন্দর বাচন ভঙ্গি ও মিষ্টি হাসি। লিপি খন্দকার ম্যাডাম, মাহবুবা বানু ম্যাডাম ও মশিউর রহমান স্যার এর সাবলীল লেকচার। সমাজবিজ্ঞানের নাজমুল হক স্যার এর প্রতিদিনের রুটিন ছিল একটি করে বাংলা সিনেমার কাহিনী বলা। ক্লাস শেষে সেই কাহিনী নিয়ে আমরা বান্ধবীরা খুব হাসাহাসি করতাম। আমি শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি যে, স্যার আর আমাদের মাঝে নেই। আমাদের শাহীন স্যার শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টির কলাকৌশল প্রয়োগে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। স্যার আমাদের গল্পের ছলে পড়া বোঝাতেন। তিঁনি নিজ হাতে হ্যান্ড নোট করে আমাদের দিতেন। কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকেই অভিভাবকসুলভ দিক নির্দেশনা পেয়েছি।

আমাদের প্রাণচঞ্চল কলেজে একজন নিভৃতচারী মানুষ ছিলেন। তিনি হলেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ স্যার। শুনলাম স্যার চাকরি থেকে অবসরে যাচ্ছেন। স্যারকে নিভৃতচারী বললাম কারণ স্যার আমাদের সাথে খুব বেশি আলাপ করতেন না। হয়তো এটি তার স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য। তবে তিনি ছিলেন এই কলেজের মূল কাণ্ডারী। অনেকটা নিভৃতে থেকেই দক্ষ হাতে কলেজের হাল ধরে রাখতেন। বিভিন্ন সময়ে বুঝতে পেরেছি স্যারের জ্ঞান ও দক্ষতার গভীরতা। নিষ্ঠাবান, সদাচারী, দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ এই মানুষটি তার নিজ মহিমায় আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এই প্রত্যাশা।

কলেজ ছেড়ে এসেছি অনেক বছর হল। মাত্র দুই বছর সময় দেখতে দেখতেই কেটে যায়। উপভোগ করার জন্য সময়টা খুব কম। তবুও সময়টা ছিল অদ্ভুত ভালো লাগার। কেন যে কলেজের সময়টা আরও দীর্ঘায়িত হল না! এখনও আমার জীবনের অনেক খানি জায়গা জুড়ে আছে কলেজ জীবনের কত-শত স্মৃতি! যে স্মৃতি চারণে আজও আমি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কত সকাল গড়িয়ে দুপুর ও দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে এ কলেজ প্রাঙ্গণে! মন চাই, আবারও যদি ফিরে যেতে পারতাম সেই ফেলে আসা দিন গুলোতে!!

লেখক:
জান্নাতুল ফেরদৌস তন্বী
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

জীবনের পালাবদল

■ মোছাঃ ইয়াছমিন খাতুন

আমাদের সমাজে কিছু মানুষ থাকেন যারা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। স্বীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে সমাজকে আলোকিত করেন। সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে নিরলস কাজ করে যান। ঠিক তেমনি একজন মানবিক এবং মহান মানুষ যাকে নিয়ে দুটি কথা লেখার দুঃসাহস পোষণ করছি। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার, অধ্যক্ষ ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া। ভেড়ামারাতে ছাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ থাকবে এই বিষয়টি তিনিই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর লালিত স্বপ্নের প্রতিফলিত রূপই আজকের ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ। তৎকালীন মেয়েদের জন্য পৃথক কোনো কলেজ ছিল না ভেড়ামারাসহ পাশের উপজেলাগুলোতে। গুটি কতক ছাত্রী নিয়ে শুরু হয়েছিল যাত্রা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী ও অভিভাবকদের সাথে কথা বলে নিজেদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হয়েছিল। কাজটা খুব বেশি সহজ ছিল না। কারণ তখন সবাই চাইতো প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলোতে ভর্তি হতে। হাতে গোনা যে কয়জন ছাত্রী ভর্তি হত তাদের নিবিড় ভাবে শ্রেণি পাঠদান ও সাপ্তাহিক পরীক্ষার মাধ্যমে ধাপে ধাপে তৈরি করা হত। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হত এসএসসিতে পাশ মার্কস নিয়ে। কিন্তু তাদের এমনভাবে শ্রেণি পাঠদান করা হত যাতে তাদের মাঝে স্বপ্ন বাসা বাঁধে যার ফলশ্রুতিতে সেই সব পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ মার্কস নিয়ে এইচএসসি পাশ করেছে এবং পরবর্তীতে সফলভাবে কর্মজীবন শুরু করেছে।

আমার আজও মনে পড়ে আমি এসএসসিতে ২.১৩ নিয়ে ভেড়ামারা মহিলা কলেজে ভর্তি হই ২০০৪ সালে। আমার কাছের বন্ধুরা অনেক ভালো মার্কস নিয়ে আশপাশের কলেজগুলোতে ভর্তি হয়েছিল। পরবর্তীতে এইচএসসিতে আমিসহ আমার বান্ধবী সেন্টার ফাস্ট এবং সেকেন্ড হই। অন্য কলেজগুলোকে টপকে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় হই। আমাদের এই সফলতার পেছনের গল্পটা ছিল সুদূরপ্রসারী। শ্রদ্ধেয় শাহীন স্যার যার কথা আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি, তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি একদিন ক্লাসে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, তুমি এইচএসসিতে ভালো করবে। আমি বলেছিলাম স্যার আমার এসএসসিতে সি গ্রেড, আমি কেমন করে এ গ্রেড পাব। স্যার তাৎক্ষণিক বলেছিলেন তোমার এসএসসি'র রেজাল্ট আজ থেকে ভুলে যাও। তুমি এইচএসসিতে এ গ্রেড পাবে, পেতেই হবে। তোমার হাতের লেখা সুন্দর ও মেধা আছে, তুমি পারবেই।

সেই দিন যে মানসিক শক্তিটা পেয়েছিলাম তারপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এইচএসসিতে ৪.৫০ নিয়ে পাশ করলাম এবং সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এ ভর্তি হলাম। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাতালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করি। পরবর্তীতে সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি। এই জার্নিতে স্যারের অবদান অনস্বীকার্য। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি অত্র কলেজে পড়তে পেরে

এবং স্যারদের মত মহান ব্যক্তিত্বের কাছে পড়ার সুযোগ পেয়ে। প্রকৃতপক্ষে আমার জীবনের ইউটার্ন ছিল ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ এবং শিক্ষকমণ্ডলীর উৎসাহ এবং কিছু ইতিবাচক দিক নির্দেশনা। আসলে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়, স্যার ও ছাত্রীদের টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে একটা স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের রূপ পেয়েছে। আমাদের ক্লাসগুলো হত খুবই নিয়ম মাফিক। চাইলেই ছুটি হবার পূর্বে আমরা কলেজ থেকে বের হতে পারতাম না। কারণ অধ্যক্ষ স্যার নিজে মনিটরিং করতেন। তাঁর সততা, কর্মনিষ্ঠা, একাগ্রতা, প্রজ্ঞা আর ভালোবাসার মাধ্যমে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ আজ স্বমহিমায় উজ্জ্বল। বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভালো অবস্থানে দেখার জন্যই ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজে ভর্তি হতে আগ্রহ পোষণ করে। এই সফলতার পিছনের গল্প অধ্যক্ষ স্যারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও নির্দেশনা। এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখে চলেছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী। স্যারের কর্মময় জীবনের শেষ পর্যায়ে স্যারের প্রতি রইল দোয়া, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। শুভ প্রত্যাশা আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যারের প্রতি। তার অবসর জীবনের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

লেখক:
মোছাঃ ইয়াছমিন খাতুন
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

সুখস্মৃতি

■ মোছাঃ সেলিনা খাতুন

জীবন যেন বহতা নদী। জীবনের কোন বাঁকে কী অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে আগে থেকে বোঝার উপায় নেই। চৈত্রের তীব্র তাপদাহে বাইরের কিছু কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরেছি দুপুরবেলা। এমন উদাস দুপুরে মন এমনিতেই অনেক দূরে হারিয়ে যায়। তেমনই একটা মুহূর্তে পুরনো বান্ধবীর ফোন পেলাম। কলেজ জীবনের বান্ধবী। অনেকদিন বাদে তার ফোন পেয়ে এমনিতেই উচ্ছ্বসিত আমি। পরে যখন শুনলাম কলেজে অধ্যক্ষ স্যারের বিদায় উপলক্ষে স্মারণিকা বের হবে, আমাদের কিছু লেখা দরকার। তখন মন যেন হাওয়ায় ভর করে উড়ে গেল ২০০৭ সালে। এই ২০২৩ সালে বসে আমি যেন দেড় কিলোমিটার মাটির রাস্তা পায়ে হেঁটে গিয়ে পাকা রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি। অপেক্ষা করছি ভ্যানের জন্য। ভ্যান আমাকে পৌঁছে দেবে আমার প্রিয় কলেজ গেটে। এভাবেই স্মৃতির জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে একরাশ সুখস্মৃতি ঢুকে পড়ল।

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ আমার প্রিয় প্রাঙ্গণ; প্রিয় বিদ্যাপীঠ। ভেড়ামারায় নারী শিক্ষার উন্নয়নের চিন্তা থেকে শিক্ষানুরাগী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতায় ১৯৯৪ সালের ১৭ ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত এ মহান অঙ্গনে আমার পদার্পণ ঘটে ২০০৭ সালের জুলাই মাসে। মাত্র দু'টো বছর। কিন্তু এখান থেকেই সারাজীবন পথ চলার পাথেয় পেয়েছি। প্রিয় প্রতিষ্ঠানটিতে কাটানো সময়, অনেক অনেক স্মৃতি, জানা অজানা কথামালা মানসপটে ভেসে ওঠে।

কোথাও কলেজ প্রসঙ্গে কথা উঠলে আমার স্মৃতিতে প্রথমেই আসে এখানকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আন্তরিক এবং মধুর সম্পর্কের কথা। এই মুহূর্তে আবেগতাড়িত মন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সেইসব প্রিয় শিক্ষকের কথা, যাদের কথা না বললেই নয়। মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয় আরশেদ স্যার, শ্রদ্ধেয় নাসির স্যার, রেহেনা পারভীন ম্যাডাম, নাজমুল স্যার, শাহীন স্যার, আনিসুর রহমান স্যার, আমিনুল ইসলাম স্যার, আবু সাঈদ স্যার, মশিউর রহমান স্যার ও বিলকিস আক্তার ম্যাডামের কথা। আরো অনেক প্রিয় শিক্ষক রয়েছেন আমার। নামের তালিকাটা শেষ হতে চাচ্ছে না। উনারা সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে ভীষণ আন্তরিক। শিক্ষার্থীদের সাথে এতটা সহজ এবং আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু আমাদের স্যাররা এটা সবসময় হাসিমুখেই করেছেন।

ভর্তি হওয়ার পরপর যখন ক্লাস শুরু হলো একদিন অধ্যক্ষ স্যার ক্লাসে গিয়ে বলেছিলেন তোমাদের কিছু জানার থাকলে সেটা অবশ্যই স্যারদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবে। কারণ যে প্রশ্ন করে সে কখনই বোকা নয়।

কলেজ জীবনের প্রত্যেক স্যার-ম্যাডামের কাছে আমি আলাদাভাবে ঋণী। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা স্মৃতি মনে জাগে কিন্তু সবগুলো লিখে শেষ করা সম্ভব না। উনারা প্রত্যেকেই আমাকে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন আমার শিক্ষাজীবন। আমার জীবনে তাদের অবদান অপরিসীম। তাদের দ্বারা আমি এত বেশি প্রভাবিত ছিলাম যে পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি জীবনে গিয়ে আর কোনো শিক্ষককে এত বেশি আন্তরিক এবং সহজ মনে হয়নি। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি তাদের স্থান আমার হৃদয়ে সম্মানের সাথে চিরদিনই একইভাবে অটুট থাকবে।

আমাদের গ্রাম থেকে আমরা চারজন একসাথে যেতাম। বর্ষাকালে মাটির রাস্তায় কাদা হয়ে যেত। প্রায়ই আমরা কলেজে পৌঁছে কলপাড়ে ভালো করে হাত-পা ধুতাম। এ নিয়ে স্যাররা মজা করতেন। অন্য মেয়েরাও হয়তো আড়ালে অনেক মজা করেছে। কারণ শহরের স্মার্ট মেয়েদের মাঝে আমরা চারজন ছিলাম গ্রাম্য মেয়ে। আমাদের সতীর্থরা সবাই খুব হেল্পফুল ছিল। সবসময়, সব প্রয়োজনে তাদের পাশে পেয়েছি। তাদেরকে খুব মনে পড়ে। জীবনের প্রয়োজনে আজ সবাই ব্যস্ত। কলেজ শেষ হওয়ার পর অনেকের সাথেই আর একবারও দেখা হয়নি। ক্লাস ব্যতীত বকুল তলায় বসে আড্ডা দেওয়া, ফুল কুড়ানো, কমনরুমের ক্যারাম খেলা সবকিছু মিস করছি। একবার শিক্ষা সফরে যাওয়ার দিন মাঠের মধ্যে বৃষ্টিতে ধরল আমাদের। কাক ভেজা হয়ে তবুও গিয়েছিলাম। মজার ব্যাপার হলো পিচ্ছিল রাস্তায় আমাদের একজন আছাড় খেয়েছিল। দৃশ্যটা মনে পড়লেই

ফিক করে হেসে ফেলি। তো সেদিন পাকা রাস্তায় উঠার পর সেইসব কাদা ধুয়ে আমরা পিকনিকে অংশগ্রহণ করেছিলাম। বর্ষাকালে পিচ্ছিল রাস্তায় খুব সাবধানে হেঁটেও আমরা মাঝেমধ্যে আছাড় খেতাম। এমন অনেক প্রতিকূলতা ছিল। সেসব পেরিয়ে স্যারদের অনুপ্রেরণা আমাকে পথ চলার সাহস যোগাত। কলেজ জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি যেন আমার সঙ্গে ছিল এক বিমূর্ত আশীর্বাদ, মহান আল্লাহর অশেষ রহমত, বাবা মায়ের দোয়া, শিক্ষকদের অতুলনীয় ভালোবাসা, উৎসাহ, আন্তরিকতা ও দোয়া। সমস্ত স্মৃতি আজ নিজেকে নস্টালজিক করে দিচ্ছে। স্মৃতির দুয়ারে বারবার উঁকি দিচ্ছে ফেলে আসা সেইসব স্মৃতিময়, প্রীতিময় দিনগুলো।

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ থেকে যা কিছু পেয়েছি তা জীবনের অমূল্য অর্জন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে কলেজের সাফল্য প্রতিবছরই চোখে পড়ে। এবছর এই কলেজের তিনজন শিক্ষার্থী মেডিকেলে চান্স পেয়েছে। এসব সাফল্যের খবর দেখলে মনটা আনন্দে নেচে ওঠে, নির্মল প্রশান্তি লাভ হয়। প্রতিবছর শিক্ষাসফর আয়োজন, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, শিক্ষকদের নিয়মিত তত্ত্বাবধান,পাঠ্যসূচির বাইরের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো, গুণী শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রম শিক্ষার্থীদের জীবন গঠন এবং নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ অবদান রাখে। প্রিয় এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নিজেদের মেধার প্রমাণ দিয়ে দেশসেবায় ব্রতী হবে এটাই প্রত্যাশা। ভালো থাকুক প্রিয় প্রতিষ্ঠান, সুনাম এবং সাফল্যের সাথে সাথে এর উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটুক। আল্লাহ তায়ালা প্রিয় শিক্ষকদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু দান করুন যেন উনারা এভাবেই নিজেদের শিক্ষার্থীদের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারেন। অবিরাম দোয়া এবং অফুরন্ত ভালোবাসা প্রিয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য।

সর্বোপরি এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যার তার দীর্ঘ কর্মজীবনে কলেজটিকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে অক্লান্ত চেষ্টা করেন এবং অত্র কলেজটিকে উচ্চমাধ্যমিক থেকে অনার্স পর্যায়ে উন্নীত করেন। তার কারণে অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা স্বল্প খরচে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছে। তিনি আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় ও আদর্শের প্রদীপ শিখা। তাঁর আদর্শ ও কর্মনিষ্ঠা আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে। তিনি একজন সৎ, ধর্মভীরু, পরোপকারী ও ছাত্রীবান্ধব অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর অবসরকালীন জীবনে সুখ, শান্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

লেখক:
মোছাঃ সেলিনা খাতুন
সহকারী শিক্ষক
কাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

গীতিময় স্মৃতি

■ মোছাঃ সাবা তন্বী শহীদ

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ-এর অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার কে নিয়ে দুটি লাইন লিখতে পারছি তাই নিজেকে সৌভাগ্যবান হিসেবে দাবি করছি। প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে শুরু করে আজকের সময় পর্যন্ত আপনার অবদান অতুলনীয়। কলেজে যাওয়ার আগে অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে যখন কলেজটি শুরু হয়েছে তখন থেকেই আপনার স্বপ্ন নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য যে প্রচেষ্টা তা আমি আমার মায়ের মুখে শুনতাম। যেহেতু আমার মা অত্র কলেজের শরীরচর্চা বিষয়ের শিক্ষিকা। আমার মা কোনো কোনো দিন রান্না না করেই কলেজে চলে যেতো। জানতে চাইলে বলতেন তাড়াতাড়ি কলেজে যেতে হবে প্রিন্সিপ্যাল স্যার বলেছেন ছাত্রী কালেকশনে যেতে হবে। তখন থেকে বুঝতাম কলেজ উন্নয়নের জন্য যে উদ্যোগ তা আমাকে অভিভূত করেছে। আমি ২০০৬ সালে কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলাম বাণিজ্য বিভাগে। সেদিন থেকে আমিও একজন সৌভাগ্যবান যে কিনা আপনাকে অধ্যক্ষ হিসেবে পেয়েছি। আমার ক্লাসের প্রথম দিনে আপনার একটি কথা এখনো কানে বাজে। আপনি সবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন কলেজ হলো একটি গোলাপ গাছ আর বিশ্ববিদ্যালয় একটি গোলা বাগান। গাছ তোমাদের দেওয়া হলো এটাকে বাগান করার দায়িত্ব তোমাদের। সেই সময় কথার অর্থ না বুঝলেও এখন বুঝি।

ছোট বেলা থেকে সবারই স্বপ্ন থাকে বড় হয়ে কিছু না কিছু হওয়ার। আমি ভাবতাম বড় হয়ে আমি গান করব, যখন থেকে গানকে ভালোবাসতে শুরু করেছি তারপর ধীরে ধীরে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজ, কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। এরই মধ্যে আপনাদের মত কিছু শিক্ষকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম এই শিক্ষকতা পেশাই হবে আমার গন্তব্য স্থল। এখন আরো ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারি একজন শিক্ষকের যে কতটা সহনশীল হতে হয়। শিক্ষক তো অনেকেই হয়, তবে শিক্ষকের মত শিক্ষক নয়। প্রতিষ্ঠান শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এমনকি আগামীতেও এই প্রতিষ্ঠান, এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আপনার অবদানের কথা সব সময় মনে রাখবে। একজন শিক্ষকের কাছ থেকে একজন শিক্ষার্থী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে বড় হয়ে বিভিন্ন স্থানে সুনাম অর্জন করে।

কখনো কি ভেবে দেখেছি একজন শিক্ষক তার কাঁধে কত বড় দায়িত্ব বহন করে চলেন? হয়তো অনেকেই মনে করেন এ এমন কঠিন কি; চল্লিশ মিনিট ক্লাস, নির্ধারিত পড়া, নির্ধারিত লেখা, একটি বোর্ড, চক ডাষ্টার ব্যাচ বিষয়টির ইতি। কিন্তু আসলে এখানে ইতি নয়, ক্লাসে পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রী, তাদের চিন্তা ধারাও কিন্তু পঞ্চাশ রকমের; কিন্তু শিক্ষক একজন। সেই শিক্ষকের সব ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক অবস্থান বুঝে পাঠদান করতে হবে। যতটুকু পাঠ তারা নিতে পারবে ঠিক ততটুকু। আর এটা বুঝতে পারাটাই হলো একজন শিক্ষকের অর্জন। এই অর্জন

শিক্ষক নিজের পেশাগত যোগ্যতায় অর্জন করে। আর এজন্য হয়তো বলা হয়ে থাকে বাবা মায়ের পরেই শিক্ষকের অবস্থান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অলংকার হলো শিক্ষক, আপনি হলেন সেই অধ্যক্ষ যিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সন্তানের মত লালন করেছেন। আপনার কথা বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না। আমি গান করতাম বিভিন্ন কলেজের অনুষ্ঠানে। শুনে বলতেন, দোয়া করি বড় কিছু হও। আরও মনে পড়ে আমাদের ক্লাস রুমে ফ্যান ছিলো না। বান্ধবীরা সবাই বললো চল প্রিন্সিপ্যাল স্যার এর কাছে যায়, পরের দিনই ক্লাসে এসে ফ্যান পেলাম। কোন ছোট্ট বিষয়েও ছিলো না আপনার অবহেলার লেশ মাত্র। আপনার মতো নিবেদিত মানুষ কমই হয়। বর্তমানে কলেজটি সরকারি হওয়ায় আমরা আরও আনন্দিত। এই প্রতিষ্ঠান ও আপামর জনসাধারণও আপনাকে অভিভাবকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে রাখবে আজীবন। মানুষ গড়ার এই কারিগর যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন ও সুস্থ থাকবেন। পরিশেষে সফল প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে আপনার প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।

লেখক:
মোছাঃ সাবা তন্বী শহীদ
শিক্ষিকা
স্কলারস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

কলেজ ক্যাম্পাসের সেই দিনগুলো

■ ডা. ফাতেমা হাসান ঐশী

২০০৯ সাল। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভেড়ামারা এর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে গোল্ডেন A+ পেয়ে এসএসসি পাস করলাম। কলেজে ভর্তি হবো। কিন্তু কোন কলেজে ভর্তি হবো এটা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম। গোল্ডেন A+ পাওয়াদের কেউ কেউ ঢাকা, রাজশাহীতে দৌড় ঝাপ শুরু করে। বাবা-মা চাচ্ছিলেন ইন্টারমিডিয়েট তাদের কাছে রেখে পড়াবেন। যাতে তারা আমার পড়াশুনার তদারকি করতে পারেন। আমি বললাম, ভর্তি যেখানেই করো তাতে আমার আপত্তি নেই। আমাকে ঢাকাতে বেড়াতে নিয়ে যাবে আর সে সুযোগে ভর্তি পরীক্ষা দেব আমার মেধা যাচায়ের জন্য। যায় হোক বাবা-মা আমাকে নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে গেলেন এবং হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করলাম। চান্সও পেলাম। বাড়ি ফিরে এলাম।

ইতিমধ্যে ভেড়ামারা কলেজের শিক্ষকবৃন্দ আমাদের বাড়িতে এলেন। তাঁরা দাবি জানালেন বাইরে কোথাও ভর্তি না হলে আমি যেন ভেড়ামারা কলেজে ভর্তি হই। বাবা-মা দু'জনেই ভেড়ামারা কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। তখনও তাদের দু'একজন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। সংগত কারণেই ভেড়ামারা কলেজের প্রতি দূর্বলতা তাদের ছিল। তাছাড়া তৎকালিন সময়ে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে A+ পাওয়া শিক্ষার্থীরা সাধারণত ভেড়ামারা কলেজেই ভর্তি হতো। যায় হোক ভেড়ামারা মহিলা কলেজ থেকেও শিক্ষকবৃন্দ বাসায় আসলেন। তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জহুরুল হাসান স্যার এবং শামিমুর রহমান স্যারও আব্বুর অফিসে যান; এবং তাঁরাও ভর্তির দাবি জানান। নাসির উদ্দিন স্যার আমাদের বাসায় ভাড়া ছিলেন। তিনি সবসময় আমার পড়াশুনার খোঁজ-খবর নিতেন। স্যারের কাছে আমার ইংরেজির ভিত রচিত হয়। শামিমুর রহমান স্যারের কাছে পড়তাম। সেজন্য এই দু'জন স্যারের জোরালো দাবি ছিল ঐশী মহিলা কলেজে ভর্তি হোক, ঐশীর দায়িত্ব আমাদের। মহিলা কলেজের সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষকদের ছেলে-মেয়ে আব্বুর স্কুল আল্ হেরা মডেল একাডেমিতে পড়াশুনা করতো। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক (রাজা) স্যারকে আব্বু সর্বাধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। আব্বু তাঁকে অনেক পছন্দ করতেন। অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার সাদা মনের সহজ সরল মানুষ ছিলেন। সর্বপরি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা লগ্নে ভেড়ামারা পাবলিক লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় আব্বু উপস্থিত ছিলেন। তার প্রাণের দাবি ছিল ভেড়ামারায় একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোক। আমার জানামতে তিনি তাঁর ছাত্রীদের ভেড়ামারা মহিলা কলেজে ভর্তির পরামর্শ দিতেন। মহিলা কলেজ আমার বাড়ির অতিনিকটবর্তী। সর্বশেষে বাবা-মা দু'জন মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ভেড়ামারা মহিলা কলেজে ভর্তি করালেন। আমি ভর্তি হওয়াতে আরো কয়েকজন A+ প্রাপ্ত ছাত্রী ভর্তি হলো। ২০০৯ সালে ভেড়ামারা মহিলা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া। কলেজের পক্ষ থেকে খুবই আনন্দ ঘন পরিবেশে নবীন বরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালিন জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব হাসানুল হক ইনু ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আমাকে বিশেষ ভাবে পরিচয় করানো হয়।

আমার সৌভাগ্য কলেজের প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ আমার পড়াশুনার খোঁজ-খবর রাখতেন। আমাকে প্রেরণা দিতেন। বিজ্ঞান বিভাগের শামিমুর রহমান স্যার, সাজদার রহমান স্যার, আমিরুল ইসলাম স্যার, মরহুমা নাহিদ আক্তার ম্যাম, আরশেদ আলী স্যার ও নাসির উদ্দিন স্যার, ড. জসিম উদ্দিন স্যার, রেহেনা পারভীন ম্যাম, শরীর চর্চা শিক্ষক রোকশানা খানম লাকীসহ সকল শিক্ষক আমার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। মহিলা কলেজে প্রতিষ্ঠার প্রধান উদোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার একজন বিনয়ী ও সহজ সরল মনের শিক্ষক। তাঁর আত্মত্যাগ ও সুযোগ্য নেতৃত্বে আজ ভেড়ামারা মহিলা কলেজ সু-প্রতিষ্ঠিত। অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার আমাকে অনেক স্নেহ করতেন, উৎসাহ দিতেন এবং আমার খোঁজ-খবর নিতেন। মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যারের জীবন প্রদীপ জ্বলে জ্বলে শত-সহস্র হৃদয়কে করেছে আলোকিত। তাঁকে কোন দিন ভুলবোনা। ভেড়ামারা উপজেলার ইতিহাসে তিনি নারীর শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত হয়ে স্মরণীয় থাকবেন। স্মৃতির জানালায় এসব মহৎ প্রাণ স্যার আমার হৃদয়াকাশে জুড়ে থাকবেন। তাদের আত্মত্যাগে আমি ২০১১ সালে ভেড়ামারা মহিলা কলেজ থেকে

A+ পেয়ে এইচএসসি পাস করি এবং ২০১২ সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে চান্স পাই। আজ আমি ডাক্তার। উল্লেখ্য আমার ছোট বোন ফারজানা হাসানও ভেড়ামারা মহিলা কলেজ থেকে A+ পেয়ে এইচএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত রয়েছে। এদিক থেকে আমরা ভেড়ামারা মহিলা কলেজ পরিবারের সদস্যভুক্ত।

পরিশেষে অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যারের অবসরকালীন জীবন সুন্দর এবং সুখময় হোক। তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করি।

লেখক:
ডা. ফাতেমা হাসান ঐশী
সাবেক শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ও
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ।

সোনালি দিনগুলো

■ তাহেরা জান্নাতী শিফা

বিকালে বাড়িতে বসে আছি। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, বিদ্যুৎও নেই। শুনলাম অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার বিদায় নিতে চলেছেন। শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপ করে একভাবে বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে অতীতে হারিয়ে গেলাম। মনে পড়ে যাচ্ছে স্কুল ও কলেজ জীবনের দিনগুলি।

মাধ্যমিক পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে। স্কুল ছেড়ে কলেজে ওঠার আনন্দই আলাদা। প্রথম যেদিন কলেজে গেলাম বা বলা যায় ভর্তি হলাম সেদিনের অনুভূতিই আলাদা। গিয়ে দেখি চারিদিকে কত মেয়ের ছড়াছড়ি, কত মেয়ে ভর্তি হতে এসেছে। আমি কোথায় যাব, কি করতে হবে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তখন আম্মু এক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি অফিস থেকে ফর্ম তুলে পূরণ করতে বললেন এবং পূরণের জন্য একটি রুমে বসতে বললেন। ফর্ম তুলে উল্লিখিত রুমে গিয়ে দেখি সেখানে একজন শিক্ষক সকল বিষয়ে তদারকি করছেন। ফর্সা, স্মিত হাস্য আর মার্জিত পোশাক পরিহিত ব্যক্তিটিকে প্রথম দেখাতেই শিক্ষক হিসেবে বেশ ভালো লাগল। বলা বাহুল্য ছাত্রীদের সাথে তাঁর ব্যবহারও যথেষ্ট সৌহার্দ্যপূর্ণ। পরে জানলাম তিনি আমাদের জীববিজ্ঞানের শিক্ষক। পরবর্তীতে যখন কোভিড-১৯ এর দীর্ঘ বিরতির পর কলেজ খুলল তখন এক এক করে বাকি শিক্ষকদের সাথে পরিচয় হল। কলেজে প্রথম দিন গিয়েই শুনলাম রসায়নের স্যার প্রচণ্ড কড়া। বেশ ভয় পেলাম। আমি আবার রসায়নে খুব ভালো না, এভারেজ। তবে প্রথম ক্লাস করেই বুঝলাম স্যার যতই কড়া হোক ছাত্রীদের ব্যাপারে বেশ যত্নশীল। সাপ্তাহিক পরীক্ষা ও অন্যান্য দিকেও বেশ খেয়াল রাখেন। উঁনি জৈব রসায়নে একটু বেশি মনোযোগ দিতে বলেছিলেন। উঁনার উৎসাহে জৈব রসায়ন আমার পছন্দের বিষয়ে পরিণত হয়। পরে বুঝেছিলাম আমার কত বড় উপকার হয়েছিল। উচ্চ মাধ্যমিক ও মেডিকেল এডমিসন টেস্ট পরীক্ষায় এখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন এসেছিল। পদার্থবিজ্ঞান আর উচ্চতর গণিত এর শিক্ষকও আমাদের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। তবে সবার মধ্যে যিনি আমার আদর্শে পরিণত হয়েছিলেন তিনি হলেন জীববিজ্ঞানের শিক্ষক আবুল কাশেম। তিনি আমাকে ডাক্তারি পড়ার প্রতি সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছিলেন। এক কথায় আমার মত একটা গাধাকে পিটিয়ে মানুষ বানানো। আমার আম্মু আর উনি না থাকলে আমি মেডিকেলে চান্স পেতাম না।

যাহোক কলেজে বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনো অধ্যক্ষ স্যারের সাথে দেখা হয়নি। তাঁর সাথে দেখা হল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০১ তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে। সেদিন তিঁনি আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং আমাদের সকলকে নিয়ে কেক কাটলেন। তার নির্দেশে একজন শিক্ষক সবার মধ্যে সুন্দরভাবে তা ভাগ করে দিলেন। বেশ ভালো লাগলো আমার। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থাকা কালেও এমন একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল কিন্তু তাতে খাবার এর বণ্টন এত বাজে হয়েছিল বলার নয়। তারপর বেশ কয়েকবার প্রিন্সিপাল মহোদয়ের সান্নিধ্যে এসেছি। প্রতিবারের অভিজ্ঞতাই ভালো। আর একজনের কথা মাথায় এল। তিঁনি হলেন আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাব সহায়ক মোঃ তৌহিদুর রহমান। কলেজের যেকোনো অনুষ্ঠান আয়োজনে তিঁনি আমাদের গাইড করতেন। সব সময় আমাদের কাছের একজন হয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। অধ্যক্ষ স্যারের বিদায় বেলায় নিচের ২টি লাইন মনে পড়ে গেল।

"বিদায় মানে সব ভুলে যাওয়া নয় বরং বিদায় মানে হল
অতীত স্মৃতি মনে রেখে বেঁচে থাকার শুরু।"

সময় পেরিয়ে গেলেও কিছু স্মৃতি সর্বদা অমর হয়ে থাকে। কলেজ জীবনের স্মৃতিগুলো ঠিক তেমনি যা আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যে সেতু তৈরি করে। যে এই সেতু ভালোভাবে পার করতে পারে সে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে একধাপ এগিয়ে যায়। আর এই সেতু পার হতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। আমি ভাগ্যবান এমন সহায়ক ও সহৃদয় শিক্ষকদের সান্নিধ্যে এসে।

পরিশেষে বলি, কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা আমাদের কলেজের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ স্যারের বিদায়ে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। মহান আল্লাহ পাক তাঁর অবসর জীবনকে সুস্থ ও শান্তিময় করুন এই প্রার্থনা করি।

লেখক:
তাহেরা জান্নাতী শিফা
এমবিবিএস
এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

প্রিয় বিদ্যাপীঠ ও আমার ভাবনাগুলো

■ জান্নাতুল মাওয়া

সবার জীবনের সফলতার পেছনে রয়েছে হাজারো ভিন্ন স্বাদের গল্প, বিভিন্ন দক্ষ কারিগরের নিপুণ হাতের সৌন্দর্য্যমণ্ডিত শিল্পকর্ম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এমনই এক কারখানা যেখানে শিক্ষকগণ দক্ষ কারিগর রূপে তৈরি করেন হাজারো শিক্ষার্থীকে। ছোটবেলা থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে একজন আদর্শ ডাক্তার হব। দেশের জনসাধারণের সেবা করা আমার স্বপ্নপূরণের পথের একটি ধাপ অতিক্রম করে আমি আজ মেডিকেল কলেজের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী। আমার এ স্বপ্ন পূরণের পথের সারথী হাজরো স্মৃতি ঘেরা ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ। আমার জীবনের স্মৃতির পাতায় কলেজটি একটি বিশেষ স্থানে রয়ে যাবে সারাজীবন। এসএসসি পরীক্ষার পর আমার বন্ধুদের অনেকেই ঢাকা, রাজশাহী, যশোর এর নামকরা কলেজগুলোতে ভর্তি হয়। আমি ভেড়ামারাতেই থেকে যায়। যদিও মনে মনে ভাবতাম ইস আমিও যদি বাইরে কোনো কলেজে ভর্তি হতে পারতাম! কিন্তু এখন আমি বলব আমি ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজে থেকেই ভালো করেছি। এখানে কলেজের শিক্ষকরা তাদের আন্তরিকতায় আমাদের এতটাই আপন করে নিয়েছিলেন যে এখানে শিক্ষার পরিবেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। শিক্ষকরা আমাদের অসম্ভব উৎসাহ দিতেন। আমি যে ডাক্তার হতে চাই এটা জেনে সবাই আমাকে দিক নির্দেশনা দিতেন। যেহেতু আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিলাম তাই সকল বিষয়ের শিক্ষকদের বিশেষ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়নি। তবুও কম-বেশি সব শিক্ষক আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতেন। তাদের অনুপ্রেরণায় কলেজের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হতে পেরেছিলাম। আমার সাফল্যের পেছনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য, তাদের এই অবদান বলে শেষ করতে পারব না।

হেনরি অ্যাডামস এর ভাষায় "শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সারাজীবন তাদের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন। তাইতো সমাজগঠনে তাদের অবদানকে দাঁড়িপাল্লায় মাপা মুর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়"। যে কোনো সময় যে কোনো শিক্ষক যে কারো জীবন বদলে দিতে পারেন। তেমনি একজন শিক্ষকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করলেই নয়; তিনি হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মোহাঃ শামিমুর রহমান স্যার। আমার কলেজ জীবনের পড়াশোনা থেকে শুরু করে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে তিনি আমার প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। আমি কিভাবে পড়াশোনা করছি, ফাঁকি দিচ্ছি কিনা এইসব বিষয়ে তিনি নিয়মিত আমার অভিভাবককে অবগত করতেন। আবুল কাশেম স্যারও এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। তিনি আমাদের নিয়মিত ক্লাস নিতেন এবং মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষাগুলো কলেজে থাকা অবস্থাতেই নিতেন। বিভিন্ন কারণে ক্লাসে শিক্ষার্থী উপস্থিত না হলেও তিনি আমাদের মাত্র দুই একজনেরই ক্লাস নিতেন। জীববিজ্ঞান এর যেকোনো সমস্যা তিনি আমাদের আন্তরিকভাবে বুঝিয়ে দিতেন। পদার্থ বিজ্ঞানে আমিরুল ইসলাম স্যার খুব সুন্দর করে পড়াতেন। সাজদার স্যার নানাভাবে গণিতের সমস্যাগুলো ধরিয়ে দিতেন। ইংরেজীর ক্ষেত্রে নাসির স্যার এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড পড়াশোনা ছাড়াও মেডিকেল ভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড গ্রামারগুলোও এইচএসসি লেভেলেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার ভর্তি পরীক্ষার সময়গুলোতে এতটা কষ্ট করতে হয়নি। আমাদের কলেজের শিক্ষকগণ এতটায় আন্তরিক যে অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকরাও আমাকে সবসময়ই উৎসাহিত করতেন। কলেজের নিয়মিত পাঠদান, পরীক্ষা ও স্যারদের সহযোগিতা সব মিলিয়ে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষাঙ্গন যেন এক স্বপ্নপুরী। কলেজের এই সুন্দর কল্পনার পরিবেশ টিকিয়ে রাখার পেছনে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার, উপাধ্যক্ষ জনাব মোঃ আনিসুর রহমান স্যারসহ সকল শিক্ষক-শিক্ষীকামণ্ডলী।

তাদের সকলের সাহায্যে এবং আমাদের দৃঢ় প্রচেষ্টায় এই বছর এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আমাদের কলেজ ভেড়ামারা উপজেলাতে প্রথম হয়েছে। এবছর ভেড়ামারা থেকে তিনজন মেডিকেলে চান্স পেয়েছে তাদের সকলেই আমাদের ভোড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী।

সবশেষে আমাদের কলেজের অসাধারণ সাফল্যের পেছনের কারিগর হলেন আমাদের অধ্যক্ষ স্যার। কেননা একজন দক্ষ মাঝি ব্যতিত যেমন নৌকা গতি পায়না তেমনি একজন সুদক্ষ অধ্যক্ষ ব্যতিত একটা কলেজ সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারেনা। স্যারের সততা, দক্ষতা ও কর্তব্যপরায়ণতার কারণেই কলেজটা সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং সাফল্য অর্জন করে যাচ্ছে। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক ও গুণী মানুষ। এই কলেজের প্রতিটি ইট, কাঠ ও পাথরে তাঁর ছোঁয়া রয়েছে। নিয়মের খাতিরে তিনি চলে যাচ্ছেন হয়তো; কিন্তু সকল শিক্ষক, ছাত্রী ও এলাকার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁকে কখনো ভুলবে না। তাঁর অবসর জীবন হোক সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর। তিনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

লেখক:
জান্নাতুল মাওয়া
এমবিবিএস (প্রথম বর্ষ)
পাবনা মেডিকেল কলেজ
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

স্মৃতির পাতায় ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

■ ফারজানা হাসান

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। বিংশ শতাব্দীর নব্বই এর দশকে মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার ভেড়ামারা উপজেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করে ভেড়ামারা মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন। ১৯৯৪ সালের ১৭ অক্টোবর তাঁর নেতৃত্বে ভেড়ামারা পাবলিক লাইব্রেরী হলরুমে এক সাধারণ সভা আহবান করা হয়। এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেড়ামারা উপজেলার শিক্ষকবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবকসহ ব্যবসায়ীসমাজ সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দিব"। সম্রাট নেপোলিয়ানের এই অমর বাণীকে ধারণ করে কলেজের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও ভেড়ামারা উপজেলার নারী শিক্ষা প্রসারের অগ্রদূত মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যারের সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার দরুন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মেয়েদের শিক্ষা সেবা নিশ্চিত করে আসছে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ। তাঁর মত যোগ্য ও আদর্শবান নেতৃত্বের কারণে ভেড়ামারার নারী শিক্ষাঙ্গণ আজ সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

দারুণ প্রতিযোগিতার যুগে যখন বন্ধু-বান্ধবরা দেশের নামীদামী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছিল তখন নিজের এলাকার টানে ও পরিবারের সান্নিধ্যে থাকার জন্য ভর্তি হয়েছিলাম ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজে। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়ার পরেও এইচএসসিতে মানবিক বিভাগে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সর্বত্র প্রশ্নবিদ্ধ হতাম। ছোটবেলা থেকে অন্তর্মুখী হওয়ায় মানুষের সাথে যোগাযোগের সুযোগ বেশ কমই ছিল। ফলস্বরূপ কলেজে প্রথম দিকে একা একাই সময় অতিবাহিত করতাম। সেই সময়ে আমার শ্রেণি শিক্ষকেরা নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন।

পড়াশোনা নিয়ে বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকায় নিজের অন্যান্য প্রতিভাকে কখনও অনুসন্ধান করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ২০১৮ সালে 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' প্রতিযোগিতায় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তাৎক্ষণিক বাংলা রচনা লেখার ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করে নিজের মধ্যে নতুন একটা দিক খুঁজে পাই। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় প্রাণের এই প্রতিষ্ঠান। তাছাড়াও বিশেষভাবে মনে পড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলার দিনগুলোর কথা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আগে অনুশীলন কক্ষের জমজমাট আসর ছিল দীপ্যমান স্মৃতি। নিজের কথা বলার জড়তা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাসকে রপ্ত করে প্রথম বর্ষে পড়াকালীন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা প্রদান করলাম এবং দ্বিতীয় বর্ষে মানপত্র পাঠ করলাম।

স্কুলজীবন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্নকে লালন করে আসছিলাম। আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষেত্রে কলেজের সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। শিক্ষকদের আন্তরিকতাপূর্ণ পাঠদান আর ক্লাসে শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ বরাবরই আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার বর্ণিল কলেজ জীবনে আমি পেয়েছি শিক্ষকদের অতুলনীয় ভালোবাসা, উৎসাহ ও সহযোগিতা।

কলেজ জীবনের অসংখ্য স্মৃতির মধ্যে কিছু স্মৃতি রয়ে গেছে হৃদয়ের মনিকোঠায়। তন্মধ্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে। পরীক্ষার হলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি বাবার সাথে বাড়ির সামনে তীব্র রোদের মধ্যে খালি রিকশা পাওয়ার জন্য অপেক্ষারত ছিলাম। ঠিক সেই সময়েই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শাহিন স্যার রিকশা নিয়ে যাচ্ছিলেন। উনি আমাকে লক্ষ্য করার সাথে সাথেই রিকশা থামিয়ে নেমে পড়লেন এবং উক্ত রিকশা আমাদের যাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলেন। স্যারের এই উদারতা ও আন্তরিকতার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।

কলেজ জীবন থেকেই আমি আত্মবিশ্বাস অর্জন আর সঠিক পথে পরিশ্রম করার উপায় আত্মস্থ করতে পেরেছিলাম। ফলস্বরূপ এইচএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ সহ সাধারণ গ্রেডে বোর্ডবৃত্তি অর্জন করি এবং বাংলাদেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করি। বর্তমানে আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমার কলেজ জীবনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

কলেজ জীবনের সবকিছুই ছিল মাধুর্যমণ্ডিত। কলেজ জীবন শেষ হয়ে গেলেও আমার মনের মাঝে গেঁথে আছে সেই ক্যাম্পাস, অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ। সেই স্মৃতির কথা ভাবলে আজও আমার হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে ওঠে।

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ আমার সোঁনালী স্মৃতির অ্যালবামে রয়ে যাবে চিরকাল। সেই সাথে রয়ে যাবে এই কলেজ প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার। স্যারের অবসরজনিত বিদায় উপলক্ষেই আজকের এই স্মৃতিচারণের সুযোগ হল। স্যারকে জানাই বিদায়ী শুভেচ্ছা। একটি কলেজকে তিল তিল করে গড়ে তোলা সহজ কথা নয়। এই অসাধ্য কাজটি স্যার করেছেন পরম ভালোবাসা ও যত্ন নিয়ে। নারী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রমী এই মানুষটি যিনি ছাত্রীদের নিজের সন্তানের মতই আগলে রেখেছেন সব সময়। তার সততা,

কর্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা অনুসরণীয়। আজ বিদায় বেলায় তাকে জানায় সশ্রদ্ধ সালাম। তাঁর আদর্শ যেন হৃদয়ে ধারণ করতে পারি এটাই মনের অভিলাষ। ভালো থাকুক প্রিয় আব্দুর রাজ্জাক স্যার, ভালো থাকুন প্রিয় ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

লেখক:
ফারজানা হাসান
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

দ্বি বর্ষ লিপি

■ মোছাঃ রোবাইয়া কায়ছারী

কলেজের এই অল্প সময়টা যে এতো সুন্দর করে মনে জায়গা করে নেবে তা আগে ভাবিনি। কলেজের প্রথম দিনই ব্যাগ ভর্তি বই নিয়ে ক্লাসে গিয়েছিলাম, দিনটি ছিল পহেলা জুলাই ২০১৮। স্যারদের দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে কলেজ জীবনের সূচনা হল। সেখানে কিছু দিনের মধ্যেই কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। বকুলতলা, নিমতলাও তখন অনেক পরিচিত মনে হল। ক্লাসের ফাঁকে ঝালমুড়ি আর গোলচত্বরে বসে হাসি খেলায় আড্ডা জমে উঠতো প্রতিদিন। সময়ের সাথে সাথে কলেজটা আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো। এভাবে ক্লাস, পড়াশোনা, আড্ডা নিয়ে অনেকটা সময় কেটে গেল।

এরই মধ্যে আমাদের পরীক্ষা এগিয়ে আসলো। পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে গ্রুপ স্টাডি ছিল স্মরণীয়। আমি, দীপ্তি, মোরছালিনা আজমিরা, বন্যা, নিশি আরও অনেকে মিলে অনার্স ভবন এর চিলেকোঠায় একসাথে পরীক্ষা দিতাম। নাছরিন ম্যাডাম আমাদের প্রশ্ন তৈরি করে দিতেন আবার উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করে আমাদের সাহায্য করতেন। নাছরিন ম্যাডাম নিজেই আমার কাছে একটা অনুপ্রেরণা। ম্যাম এর গল্প থেকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। নাসির স্যারের গল্প শুনে দিবালোকে দেখতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন। শাহিন স্যারের কাছ থেকে আত্মবিশ্বাসী হতে শিখেছিলাম। উপলব্ধি করতে শিখি কোনো কিছু মন থেকে চাইলে এবং সেটা পাওয়ার অনবরত চেষ্টা করতে থাকলে আল্লাহ কখনো কাউকে নিরাশ করেন না।

সবার জীবনেই বাধা বিপত্তি আসে। আমাদের এইচএসসি ২০২০ ব্যাচ এর জীবনেও অনেক বড় বাধা আসে। ১৭ই মার্চ, ২০২০ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সাথে আমাদের পরীক্ষাও স্থগিত হয়ে যায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য। আর পড়াশোনা? পড়াশোনা চলতে থাকে। এইচএসসির পড়া পড়বো নাকি এডমিশনের এই নিয়ে মনের মাঝে চলতে থাকে দ্বিধা। ধৈর্য ধরে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াই হয়ে গিয়েছিলো বড় চ্যালেঞ্জ। মাঝে মাঝে ধৈর্য ধরে রাখা অনেক কঠিন হয়ে পড়ত। তখন পড়াশোনার আগ্রহ একেবারেই থাকতো না। কলেজ জীবনে আমরা পাঁচ বান্ধবী মিলে গ্রুপ স্ট্যাডি করতাম প্রতিদিন রাতে। আমরা কনফারেন্স কলে পড়া ঠিক করে নিতাম পরের দিনের জন্য। সেগুলো পড়তাম আবার পড়া ধরতাম একে অপরকে। একজন দুজন করে চলে যেতে যেতে বান্ধবী কমতে থাকল। অবশেষে শুনলাম অটোপাশের ঘোষণা।

তারপর শুরু হল ভর্তি পরীক্ষার যুদ্ধ। এরই মাঝে এইচএসসি অটোপাশের রেজাল্ট দিল। আলহামদুলিল্লাহ্ জিপিএ ৫ পেলাম। তবুও সবার কাছে একটা তাচ্ছিল্য ভাব লক্ষ্য করলাম। মনে জেদ চাপল; আমাকে কিছু একটা করে দেখাতে হবে। বেশ কয়েকবার ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে গেল। পরীক্ষার এক মাস আগে দুশ্চিন্তায় পড়ায় মন নেই। যতই পড়ি কম মনে হয়। সবার প্রত্যাশার কারণেই আজ এতদূর আসতে পেরেছি। এভাবেই আমার কলেজ জীবন শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু হয়। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী।

হালকা স্মৃতি রোমন্থনে সকল শিক্ষকের কথা বলতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন। সবার আগে বলি আমার এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানটি যার হাতের যত্নে গড়ে উঠেছে। তার ব্যাপারে কিছু না বললে অকৃতজ্ঞ হয়ে যাব। আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যার। তাঁর জীবন-যৌবনের স্বর্ণ সময় দিয়ে গড়ে তুলেছেন আমাদের প্রিয় কলেজটি ১৯৯৪ সালে।

তাঁর বিদায়ে মনটা গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। তবু সময়ের নির্মম নিয়ম মেনে বিদায় নিতে হয়। আমি তাঁর অবসরোত্তর জীবনের সুস্থতা ও শান্তি কামনা করছি।

লেখক:
মোছাঃ রোবাইয়া কায়ছারী
শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

ভালোবাসার প্রিয় কলেজ ক্যাম্পাস

■ মোছাঃ মিম আক্তার

আমি মোছাঃ মিম আক্তার। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যয়নরত। ২০১৮ সালের ৬ জুন এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল দিলে আমি বিজ্ঞান শাখা থেকে জিপিএ- ৫ অর্জন করি। আমিও বিভাগীয় বা জেলা শহরের ভালো একটা কলেজের বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম। পারিবারিক কারণে আমার স্বপ্নের কোনোটাই পুরণ হয়নি। মনে দুঃখ নিয়েই আমাকে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের মানবিক শাখায় ভর্তি হতে হয়।

কিন্তু আমার সেই মন খারাপ সারতে বেশি সময় লাগেনি। ১লা জুলাই ২০১৮, ওরিয়েন্টেশন ক্লাস। এত মেয়েদের একসাথে দেখে আমার বেশ ভালোই অনুভব হচ্ছিল। আরো ভালো লাগছিল মেহেদি স্যার এবং নাসির স্যারের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য। সেদিনই রুম ভর্তি মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি মনের সাহসিকতার প্রমাণ দিতে গিয়ে শপথ করলাম জীবনে কিছু করব। এরপর এক এক করে স্যার ম্যামদের সাথে পরিচয়। নতুন ক্লাসরুম। প্রায় ৩০০ মেয়ের মাঝে একদিন ক্লাসে জসিম স্যারের কথায় সাড়া দিয়ে স্যারের চোখে পড়লাম। আরশেদ স্যারের ক্লাস না করলে হয়তো বুঝতেই পারতাম না যে, ইংরেজি গ্রামার শুধু কিছু নিয়ম মুখস্ত করার বিষয় নয় বরং বিশদ আলোচনা। পরিমল স্যারের থেকে শিখেছি ধৈর্য কাকে বলে। বিলকিস ম্যাম, উনিতো ড্রেসআপ থেকে শুরু করে পড়ানো পর্যন্ত পুরোটাই ইউনিক। যে ভূগোল বইয়ের পাতা উল্টাতেই ভয় পেতাম, সেই পড়াগুলোই ম্যাম এত সুন্দর গুছিয়ে পড়াতেন যে এগুলো যেন পানির মতো সহজ। মাহবুবা ম্যামের শেখানো অর্থনীতি দিয়েই আমি আমার বর্তমান শিক্ষা জীবন পার করছি। সোহেল স্যারের শর্টকার্ট নিয়ম ছাড়া হয়তো আটকে যেতাম বাইনারি আর লজিক গেইটে। মঙ্গলবারের দুপুর ১ টা ৪৫ মিনিটের ক্লাসে যখন ৩ ভাগ শিক্ষার্থী উধাও তখনও ঘুম ঘুম চোখে ক্লাস করেছি শুধু নাসরিন ম্যামকে ভালো লাগত বলে। আরেকজন মানুষের কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন শাহিন স্যার; যিনি সব ক্লাসেই বলতেন " আমি মেয়েদের বিপক্ষে", অথচ তিনি যে আড়াল থেকে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দিতেন তা এখন আমার জীবনের কঠিন সময়ের শক্তি। করোনাকালীন সময়ে সব থমকে গেলেও তিনি নিরলসভাবে শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন।

পৃথিবীর ছাদ যদি হয় পামির মালভূমি, তবে আমাদের অত্র কলেজের ছাদ আমাদের মধ্যমণি অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যার। তাঁর অনেক কথা ও কাজ আমার খুবই ভালো লাগত। অফ পিরিয়ড বা ক্লাস না করে চলে গেলে তার হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে হত। পাশাপাশি উপাধ্যক্ষ আনিসুর রহমান স্যারের বকুনি। আমার হয়তো এমন গুটি কয়েক মানুষের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু যেসব স্যারের ক্লাসগুলো করার সুযোগ পায়নি আমি যদি চুপিচুপি তাদের কথাগুলোও শুনতে পারতাম হয়তো স্মৃতির পাতা ভরপুর হত আরো।

শুধু তাই নয় অফিস সহায়ক ভাইয়া-আপু বা মামা-খালাদের অবদানও কম নয়। আমার এই ছোট্ট কলেজটায় ভর্তি হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হলে বুঝতামই না শিক্ষক-ছাত্রীর বন্ধন কেমন হয়। ৭৫৩ একরের এই মতিহার চত্বরে থেকে মন আজও চাই যদি কখনো আবার আমার সেই ছোট্ট কলেজ ক্যাম্পাসের সফেদা গাছের নিচে গোলচত্বরে বসতে পারতাম, শীতের মিষ্টি রোদে বাদামী-কালো ড্রেসটা পরে আমার সেই চিরচেনা বান্ধবীদের সাথে বসে মামার ঝাল মুড়ি খেতে পারতাম! পরবর্তী ক্লাসের কাজ করতে পারতাম তবেই হয়তো তৃপ্তি মিটতো আমার...

স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে হঠাৎ মনটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে যখন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ স্যারের বিদায়ের কথা শুনি। নারী শিক্ষাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি কলেজটি প্রতিষ্ঠার প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি থাকবেন না কিন্তু তার অমর কীর্তি আমাদের এই শিক্ষালয় যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে। তিনি বেঁচে থাকবেন তার হাতের শিল্প আমাদের ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের অম্লান আর্কাইভে।

লেখক:
মোছাঃ মিম আক্তার
শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

ভালোবাসি আমার প্রাণের মহিলা কলেজ

■ মোছাঃ মোরছালিনা খাতুন সুমি

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ নামটার সাথে জড়িয়ে আছে হাজারো মধুর স্মৃতি। জড়িয়ে আছে আবেগঘন ভালোবাসার গল্প। যদিও শুরুটা ছিল একটু ভিন্ন। বুক ভরা আবেগ নিয়ে প্রথম পদার্পণ হয়নি আমার এই কলেজে। কিন্তু তখন কি আর জানতাম যে, শেষ পদক্ষেপ এত সমৃদ্ধ আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হবে!

আমি নিজেও অবাক হয়ে যায়, কী মায়ায় জড়িয়ে ছিল এই কলেজ আমাকে। কিছুদিনের মধ্যেই এই কলেজের গেট, রাস্তা, গাছ-পালা, ঘাস, বকুলতলার গোল বেঞ্চ, দালান এসব আমায় আপন করে নিল। শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী যেন আমার একান্ত নিজের মনে হল। আমার নিয়মশৃঙ্খলা ভালোলাগে। কারণ স্কুল জীবনে নিয়মের মধ্যে থেকেই অভ্যস্ত কি না! কিন্তু সবাই বলতো কলেজ ওসব নিয়ম কানুনের ধারও ধারে না। তাই আমার মনে হয়েছিল কলেজ জীবন খুব একটা ভালো লাগবে না। কিন্তু আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেছে আমার এ কলেজ। শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী অতি যত্ন করে পড়াতেন।

আজ আমি একটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশ। কিন্তু তারপরও আমার মনে এই প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা জায়গা রয়ে যাবে আজীবন। কারণ এখানে আমরা কৃষকের ক্ষেতের হাজার গোলাপের মত ছড়ানো ছিটানো নই, ঘরের ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা অতি যত্নের রজনীগন্ধা ছিলাম। আমরা ছিলাম আপন রাজ্যে স্বয়ং রাণী। এ এক অন্য রকম ভালো লাগা!

আমার এই স্মৃতির মধুময় জায়গা জুড়ে রয়েছে দীপ্তি, সূচি, মিম, আজমিরা, শেফালী, মনিকাসহ আরও অনেকে। এরাই ছিল আমার নিত্য দিনের সঙ্গী। আজ তারা ভিন্ন ভিন্ন শহরে। একসাথে গোল বেঞ্চে বসে কত্ত গল্প করেছি। সবাই সময় করে একসাথে ঝালমুড়ি খেতাম। এই ঝালমুড়িই ছিল আমার কলেজের একমাত্র জনপ্রিয় খাবার।

আমাদের অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যার ছিলেন অতি সুদর্শন, নিরহংকারী ও সাবলীল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন গুণী মানুষ। তিনি আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যেকোনো দরকারি নোটিশ দিতে তিনি নিজেই চলে আসতেন ক্লাস রুমে। আমরা হলাম সেই ব্যাচ যাদের সময় কলেজ সরকারি হল, মেয়েরা কলেজ ড্রেস পেল, ডিজিটাল হাজিরা পেল। এসব কী ভোলা যায়? আমরাই নাকি প্রথম ব্যাচ যারা ঘটা করে শেষ ক্লাস উদযাপন করি। শেষ ক্লাসের দিন বড় একটা কেক এনে অধ্যক্ষ স্যারকে কাটতে বলি। স্যার যে কি অবাক হয়েছিলেন তা আজও চোখের সামনে ভাসে।

সত্যি বলতে কলেজের স্মৃতিগুলোকে আরও মধুর করে দিয়েছেন শাহীন স্যার। তিনি আমাকে একটু বেশিই ভালোবাসতেন। আর একজন মানুষ আমাকে খুব ভালোবাসতেন, তিনি হলেন নাসির স্যার। তিনি বলতেন, তুমি না পারলে কে পারবে? এই কথাটা ছিল আমার কাছে মন্ত্রধ্বনির মত। তাঁর অনুপ্রেরণায় আজ আমি এতদূর এসেছি।

আলাদা আলাদা করে বললে আমার কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। তাঁরা সবাই খুবই গুণী মানুষ। সন্তানের মত ভলোবাসতেন আমাদের। আজও চোখের সামনে ভাসে আমিনুল স্যারের পৌরনীতি ক্লাস। স্যার বইয়ের পাতাকে যেন মূর্তিমান করে তুলতেন। মনে পড়ে আরশেদ স্যারের গ্রামারের ফাঁকে ফাঁকে পড়া স্বরচিত কবিতা, জিয়া স্যারের মিষ্টি সম্বোধন, বিলকিস আরা ম্যাডামের অসাধারণ ভূগোল ক্লাস, সোহেল স্যারের চমৎকার আইসিটি ক্লাস আর অর্থনীতি ম্যাডামের সেই গঠনমূলক অর্থনীতি ক্লাসের কথা। নাছরিন ম্যাডামের কথা একটু আলাদা। কারণ তাঁর মিষ্টিমুখটা দেখলেই মন ভালো হয়ে যেত।

সব মিলিয়ে মাত্র ২ বছরে এই মহিলা কলেজ অনেক কিছু দিয়েছে আমাকে। মাঝে মাঝেই মনে পড়ে মঞ্জুরুল করিম স্যার কতই না মনোযোগ দিয়ে আমার আবৃত্তি শুনতেন। আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট ভুলগুলো শুধরে দিতেন। খালেক স্যার ও সজল স্যার গান শিখাতেন। সবুজ শ্যামল কলেজের স্মৃতিগুলোকে লিখে সব শেষ করা সম্ভব নয়। কতই না মধূর ছিল দিনগুলো। সেসব আজ মনের ঘরে স্মৃতির আলোক রশ্মি।

হাজারও মেয়ের স্বপ্ন পূরণের পাশাপাশি হাজার বছর বেঁচে থাকুক আমার প্রিয় মহিলা কলেজ। হাজারও মেয়ের স্মৃতির পাতায় শিরোনাম হোক ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ। হাজারও মেয়ে আমার মত বলার সুযোগ পাক 'ভালোবাসি তোমায়, আমার প্রাণের মহিলা কলেজ'।

পরিশেষে না বললেই নয়, এই যে ভালোলাগা-ভালোবাসার স্মৃতিময় জায়গাটির কথা বললাম। অর্থাৎ আমাদের কলেজটি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা যিনি- আমাদের ভক্তিভাজন অধ্যক্ষ স্যারের বিদায় বার্তা শুনে মনটা বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। সময়ের নির্মম পরিহাসকে মানতে হয়। সময়ের এই নিয়মে সবাইকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিদায় নিতে হয়। স্যারের মননশীলতায় গড়া আমাদের অমর কাব্য 'ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ' এর পরতে পরতে তিনি বেঁচে থাকবেন হাজার বছর। আমি তার অবসর জীবনের সুস্থতা ও শান্তি কামনা করছি।

লেখক:
মোছাঃ মোরছালিনা খাতুন সুমি
শিক্ষার্থী, ইংরেজি বিভাগ
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

কলেজের দুই বছর

■ মনিকা ইয়াছমিন

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে আমারও অনেক স্মৃতি রয়েছে। যদি তা লিখতে বসি একটা বই লেখা হয়ে যাবে। কারণ কলেজটাকে আমি আমার শিক্ষাজীবনে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছি। কোনো স্থানের প্রতি মানুষের ভালোবাসা বা মায়া তো এমনি এমনি তৈরি হয় না। সবকিছুর পেছনেই অনেকগুলো মানুষের অবদান থাকে। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

একটা উদাহরণের মাধ্যমে বলা যায়, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি গাছের সাথে তুলনা করি। একটা গাছ যতই সুন্দর হোক, তাতে যতই ফল ধরুক, মূল শক্ত না হলে গাছ কিন্তু আর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সেটি মাটিতেই পড়ে যায়। তেমনি আমাদের কলেজের ভিত্তিটাকে মজবুত করে ধরে রেখেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যার। তিনি আমাদের কলেজের মধ্যে ভিন্ন রকমের মাত্রা যোগ করেছেন। তিনি সব ক্লাস সময়মত হচ্ছে কিনা, দুপুর ২ টার আগে কলেজ থেকে ছাত্রীরা বের হচ্ছে কিনা তা তদারকি করতেন। আমাদের লেখাপড়া আরো কীভাবে ভালো করা যায় তার জন্য স্যারদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। স্যারের এই নিয়ম কানুন এই উৎসাহের জন্য আজ আমরা কলেজ শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীতে পদার্পণ করেছি। স্যারের আদর্শকে লালন করে ভবিষ্যতে যেন একজন সৎ ও সফল মানুষে পরিণত হতে পারি তার চেষ্টা করছি।

২০২০ সালে কলেজের মানবিক বিভাগের রেজাল্ট অনেক ভালো হয়েছিল। কিন্তু একদিন হঠাৎ পেপারে চোখ পড়তেই দেখি আশ্চর্যজনক ঘটনা। ২০২৩ সালে পুরো ভেড়ামারা উপজেলার মধ্যে আমাদের কলেজ বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য বিভাগের ফলাফল শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। কলেজের দিন দিন অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগলো। গ্রীষ্মের ছুটিতে ক্যাম্পাস বন্ধ ছিল। আমি বাসায় ছিলাম। হঠাৎ কলেজের কথা খুব মনে পড়ছিল। তাই ভাবলাম কলেজে গিয়ে সার্টিফিকেট এসেছে নাকি দেখে আসি। পরেরদিন সকাল নয়টার সময় কলেজে গেলাম। কলেজে ঢুকে আমার চোখ পড়ে আমাদের উপাধ্যক্ষ আনিসুর রহমান স্যার অধ্যক্ষ স্যারের সাথে ক্লাস রুটিন নিয়ে আলোচনা করছেন। আনিসুর রহমান স্যার ৯:১০ মিনিটে ক্লাস রুটিন হাতে নিয়ে ক্লাসের দিকে রওনা দিলেন। আমি কিছু বুঝতে না পেরে স্যারকে ফলো করলাম। দেখি স্যার রুটিন অনুযায়ী প্রত্যেকটা রুমে ঢুকে দেখছে স্যাররা ক্লাসে সময় মত এসেছেন কিনা আর শিক্ষার্থীরা ঠিকমত ক্লাস করছে কিনা। তখন আমার বুঝতে একটুও দেরি হয়নি যে ২০২২ সালের আশ্চর্যজনক ফলাফলের পেছনে উপাধ্যক্ষ আনিসুর রহমান স্যারের অবদান অনস্বীকার্য।

কলেজকে ভালো লাগার পেছনে আরও একটি বিশাল কারণ আছে। আমরা যখন কোনো জিনিস পছন্দ করি তখন ওই জিনিসটা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তার পেছনে ছুটি এবং যখন পাওয়া হয়ে যায় তখন তৃপ্তি আসে। আবার যেই জিনিস পছন্দ না কিন্তু তার থেকে আমি যদি অনেক ভালোবাসা, স্নেহ ও সম্মান পাই তাহলে সেটা আমার কাছে সবচেয়ে দামি হয়ে ওঠে। আমার মহিলা কলেজে পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। একে তো সব বান্ধবী ভেড়ামারা কলেজে ভর্তি হয়েছিল, তার ওপরে কানে আসতো মহিলা কলেজে নাকি ভালোভাবে পড়াশোনা হয় না, এখানে শুধু বিবাহিতা মেয়েরাই পড়ে। আমার খুব মন খারাপ ছিল। কারণ আব্বু জোর করে আমাকে মহিলা কলেজে ভর্তি করিয়েছিল। কিন্তু আমার ধারণা কলেজে যাওয়ার দুইদিন পরে পাল্টে গেল। কলেজের স্যাররা এত সুন্দর করে পাঠদান করেন, এত আন্তরিক, সদয়, নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন যা দেখে সত্যিই আমি অনেক মুগ্ধ হয়েছিলাম। দুইদিন আগে যে মানুষ আমি মনে মনে আল্লাহর কাছে বলতাম কেন তুমি আমাকে মহিলা কলেজে ভর্তি করলে সে মানুষই দুইদিন পর আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেছিলাম এজন্য যে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কলেজে পড়ার তৌফিক দান করার জন্য। অন্য কলেজে পড়লে এতদিন হয়তো মনিকার অস্তিত্বই থাকত না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসা পর্যন্ত পরিবারের বাইরে যদি কোনো মানুষের হাত থাকে সেটা হলো আমার কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। আমি তাদের অবদান কখনোই ভুলবো না। আমার ভালোভাবে পড়াশোনা করা, বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার পেছনে স্যারদের অবদান অনস্বীকার্য। যেমন শাহিন স্যার, আমিনুল স্যার, সোহেল স্যার, মশিউর স্যার, নাছরিন ম্যাম, ওসমান স্যার, ইবাদত স্যার, পরিমল স্যার, জিয়া স্যার ও জসিম স্যার। কলেজের অন্যান্য শিক্ষকেরাও অনেক আন্তরিক।

দুই বছরের অবদান দুই লাইনে লিখে শেষ করা যায় না। এভাবে আপনারা সকল শিক্ষার্থীর পাশে থাকবেন তাহলে ভবিষ্যতে তারাও ভালো রেজাল্টের পাশাপাশি ভালো মানুষ হবে এবং দেশের জন্য সাফল্য বয়ে আনতে পারবে।

শ্রদ্ধেয় স্যার ও ম্যাডামদের প্রতি ভালোবাসা, সালাম ও শ্রদ্ধা রইল এবং একই সাথে তাদের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। তাঁরা যেন অনেক বছর আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকেন এবং শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশনা দিয়ে যান।

লেখা শেষ করার আগে বেদনা বিধুর চিত্তে স্মরণ করছি আমাদের সকলের অতিপ্রিয় শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যারকে। কর্মবিসনে কলেজ থেকে তিনি অবসরে চলে যাবেন। কলেজ জীবনে মাত্র দু'বছর অবস্থানকালে এমন একজন নিবেদিত কর্মপাগল মানুষকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। কলেজ আর ছাত্রীদের বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্বদা সজাগ। কলেজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার স্বপ্ন সাধ ছিল তাঁর। কর্মে নিবেদিত মানুষটার কাছে তাঁর সংসার জীবনের চেয়ে বড় ছিল তাঁর কলেজ ,শিক্ষক আর ছাত্রীরা। শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে

স্যারকে দেখেছি নিয়মিত নামাজ আদায় করতে। ধর্মপরায়ণ, সৎ ও নিষ্ঠাবান এই মানুষটাকে শুধু দূর হতেই দেখেছি। খুব একটা কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তবুও মনে হয় দূর হতে তিনি আছেন আমাদের সত্তায়, আমাদের অন্তরের গভীরে। কলেজ অঙ্গন ছেড়ে স্যার চলে যাবেন কিন্তু আমাদের হৃদয় মাজারে তিনি থাকবেন দীপ্যমান হয়ে। অবসর জীবনে স্যার সুস্থ ও সুন্দর থাকুন মহান স্রষ্টার কাছে আমাদের চিরন্তন প্রার্থনা।

লেখক:
মনিকা ইয়াছমিন
শিক্ষার্থী, লোক প্রশাসন বিভাগ
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

স্বপ্নের আতুরঘর

■ সুমাইয়া আক্তার নুপুর

নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকে মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার, ভেড়ামারা শহরে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সর্ব সাধারণের দানে-অবদানে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভেড়ামারা মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর অধ্যক্ষ জীবনে যে উজ্জ্বল ছোয়া দিয়ে আমাদের সকলকে আলোকিত করেছেন, তা বর্ণনাতীত। তার জ্ঞানের আলোয় আমরা যেমন আলোকিত হয়েছি ঠিক তেমনিভাবেই তার উদারতা ও ক্লান্তিহীন জ্ঞানচর্চা আমাদের অনেক উৎসাহিত করে তুলেছে। এছাড়াও নারী জাগরণের উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে বীরের ন্যায় সর্বদা তাকে প্রথম সারিতে দেখেছি। আমাদের কলেজটি সরকারি কলেজের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াসে যে অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি করেছেন তা আমাদের কলেজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর তার স্নেহের ছায়াতলে আমাদের কলেজ এক প্রশান্তিময় যুগ অতিক্রম করেছে।

আমি সুমাইয়া আক্তার নুপুর, প্রাক্তন ছাত্রী (ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ) শিক্ষাবর্ষ ২০১৯-২০২০ বর্তমানে অধ্যয়নরত রয়েছি BSS সম্মান ১ম বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগ ফোকলোর। আমার কলেজ জীবন শুরু হয়েছিল মূলত ২০১৯ সালের SSC পরীক্ষার পর সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত (কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ) এ ভর্তির মাধ্যমে। দীর্ঘ প্রায় চার মাস অধ্যয়নরত ছিলাম উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। পরবর্তীতে পরিবারের একমাত্র মেয়ে হওয়ায় নিজ শহরে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ভর্তি হই আমার আলোর পথের দিশারী ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজে।

কলেজে এসে প্রথমে আমি শরণাপন্ন হই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাহবুবা ম্যাম, আমিনুল স্যার, নাসির স্যার, সাজেদুল স্যার, ড. পরিমল স্যার, শাহিন স্যার ছিলেন আমার কলেজ জীবনের প্রকৃত পথ প্রদর্শক। তাঁরা আমার কাছে চিরকাল স্বরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁদের সাথেই মূলত শিক্ষা সফরের মাধ্যমে প্রথম সৌভাগ্য হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য স্বচক্ষে ধারণ করার এবং সেই থেকেই শুরু হয় আমার শিক্ষকদের শিক্ষাপীঠকে নিজের শিক্ষাপীঠ করে পাওয়ার স্বপ্ন দেখা। তাঁদের দেওয়া জ্ঞান, শিক্ষা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার ফলেই আজ আমি ৭৫৩ একর জমির উপর অবস্থিত দেশের একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিজিটাল ক্যাম্পাস। প্রাচ্যের ক্যামব্রিজ খ্যাত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আমি চিরকাল ঋণী থাকবো আমার সৃষ্টিকর্তার প্রতি, আমার বাবা-মা, আমার শিক্ষক ও আমার কলেজের প্রতি। জীবনে ভালো কিছু করতে চাইলে সর্বপ্রথম নিজের বিদ্যাপীঠকে ভালোবাসতে হবে। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ভালোবাসা এবং বিশ্বাস রাখতে হবে।

পরিশেষে কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা আমাদের কলেজের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ স্যারের বিদায়ে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। মহান আল্লাহ পাক তাঁর অবসরোত্তর জীবনকে সুস্থ ও শান্তিময় করুন এই প্রার্থনা করি।

লেখক:
সুমাইয়া আক্তার নুপুর
শিক্ষার্থী, ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ।

কলেজ জীবনের স্মৃতি

■ জান্নাতুল ফেরদৌস দিপ্তী

আমার উচ্চতর শিক্ষা শুরু হয় ২০১৭ সালে, ভেড়ামারা উপজেলার অন্যতম সফল শিক্ষাঙ্গন ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের মাধ্যমে। অবশ্য তখন পর্যন্ত কলেজটি সরকারি ছিল না। সুদক্ষ অধ্যক্ষ মহোদয়, বিচক্ষণ উপাধ্যক্ষ, অসাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকা, সুন্দর পরিবেশ, সবমিলিয়ে দারুণ একটা সমন্বয় ছিল সেদিন সেখানে।

কলেজ জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে বলা হলে প্রথমেই যে বিষয়টির কথা আমার মনে হয় সেটি হচ্ছে আমার বিভাগ পরিবর্তন। বলে রাখি, শুরু থেকে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করলেও পরবর্তীতে আমি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কারণে বিজ্ঞান বিভাগ বাদ দিয়ে মানবিক বিভাগে ভর্তি হতে চাই। কিন্তু বিষয়টি মোটেও সহজ ছিল না। কারণ আমার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর কি করলাম!

অনলাইনে সম্ভব না হওয়ার কারণে সরাসরি বোর্ডে যেয়ে সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে বলে আমাকে জানানো হল। কিন্তু শর্ত হল আমাকে এক বছর গ্যাপ দিতে হবে। আমি তবুও রাজি। অবশেষে আমি এক বছর নষ্ট করে মানবিকে ভর্তি হলাম।

তবে এই কাজটি যার জন্য করতে পেরেছিলাম তিনি হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যার। স্যারের সঠিক পরামর্শ ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা ব্যতীত এটা কখনোই সম্ভব হত না। কথায় আছে, একটি বাড়ি ঠিক কতটা মজবুত হবে তা নির্ভর করে তার কাঠামোর উপর। এই কথাটি যদি আমরা একটি কলেজের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারবো যে, একটি কলেজকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে হলে সেই কলেজের অধ্যক্ষকে কতটা নিয়মানুবর্তী, বিনয়ী এবং আপোষহীন হতে হয়। আমাদের কলেজটিকে সরকারিকরণের ক্ষেত্রেও স্যারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। অন্যান্য কলেজের তুলনায় কম খরচে অধিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এজন্যইতো আমরা স্যারকে ছাত্রীবান্ধব স্যার বলি।

২০১৮ সালে মানবিক বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর থেকে কিছু অসাধারণ শিক্ষকদের সহচর্যে এলাম। একদম শুরু থেকেই সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্যার আমার মেন্টর হিসেবে আমাকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ইংরেজির শিক্ষকদের কাছ থেকেও অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। বাংলা এবং আইসিটিসহ অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের ক্লাসগুলো ছিল মানসম্মত ও মনোরঞ্জক।

মনে পড়ে অর্থনীতি ম্যাম প্রথম বর্ষে বলেছিলেন, "যখন দ্বিতীয় বর্ষে উঠবে তখন কলেজই তোমাকে খুঁজে নিবে, তোমাকে নিজ থেকে নিজের নাম বলা লাগবে না। এরজন্য প্রয়োজন পড়াশোনা।" নিজের চেষ্টা ও শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় কলেজের সব পরীক্ষায় প্রথম হই। দ্বিতীয় বর্ষে উঠার পর যখন জুনিয়াররা ক্লাসে এসে আমার খোজ করতো তখন ম্যামের কথার বাস্তবতা খুজে পেতাম।

কিন্তু ২০২০ সালের 'করোনার' কারণে সবকিছুই এলোমেলো হয়ে যায়। কলেজে ক্রমাগত প্রথম হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্নদর্শীর সব স্বপ্ন মুহূর্তেই ভেঙে যায়। পরিবার ও আত্মীয়দের কথামত বিয়ে করতে বাধ্য হই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আর যাওয়া হল না। মাঝে মাঝে মনে হয়, "আমার অক্লান্ত পরিশ্রম আর একরাশ স্বপ্ন তুষারের মত প্রতিকূল পরিস্থিতির উত্তাপে গলে জল হয়ে গেছে"।

যাই হোক, জীবন থেমে থাকে না। পড়াশোনাও করছি আলহামদুলিল্লাহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত আমার প্রিয় ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় বর্ষে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ স্যারের কর্মজীবনের ক্রান্তিলগ্নে এসে একথা বলতেই হয় যে সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ। কলেজের সমৃদ্ধিতে তিনি রেখেছেন অনন্য অবদান। কলেজের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষা সফর, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাকে পেয়েছি সুদক্ষ দিক নির্দেশক ও অভিভাবক হিসেবে। একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও আদর্শ কর্মবীর হিসেবে স্যারের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

লেখক:
জান্নাতুল ফেরদৌস দিপ্তী
শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

স্বপ্ন ছোয়া

■ মোছাঃ মিম আক্তার

রুক্ষ শীতের শূন্যতা শেষে বইতে শুরু করেছে দখিনা বাতাস। পাতা ঝরার গান শেষে গাছে গাছে সবুজ পাতা গজিয়েছে। ১৭ই ফাগুন, ১৪২৮ দিনটি ছিল বুধবার। স্কুল জীবনের সেই বাঁধাধরা গণ্ডি পেরিয়ে প্রথম কলেজে পা রেখেছিলাম। কলেজের নতুন সহপাঠীরা কেমন হবে সেটা নিয়ে কিছুটা ভয় কাজ করেছিল। সকাল ৮টার সময় কলেজে প্রবেশ করেছিলাম। আমার কলেজের নাম ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ। ১৯৯৪ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর আমাদের ৪০২ নম্বর কক্ষে বসতে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে বড় আপুরা আমাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। তারপর অত্র কলেজের অধ্যক্ষ স্যারসহ সকল শিক্ষক উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রথমে অধ্যক্ষ

স্যারের গম্ভীর চেহারা দেখে আমি কিছুটা ভয় পেয়েছিলাম। পরে উনার শ্রুতিমধুর বক্তব্য এবং বন্ধু সুলভ আচরণ আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল। সততা, বিচক্ষণতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ। অধ্যক্ষ স্যার আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়েছিলেন। নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার কল্পে তাঁর দেওয়া বক্তব্য শুনে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

অধ্যক্ষ স্যারের বলা প্রত্যেকটি কথা নবীনদের অন্তরে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। অধ্যক্ষ স্যারের বক্তব্যের পর বাকী শিক্ষকগণ তাঁদের পরিচয় দিয়েছিলেন। যেহেতু করোনা মহামারির পর আমাদের কলেজ শুরু হয় সেহেতু অনুষ্ঠানটি ছোট পরিসরে করা হয়েছিল। নবীন বরণের অনুষ্ঠানে অনেক মজা হয়েছিল।

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজে অধ্যয়নকালে অসংখ্য গুণী ও প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের সহচার্য পেয়েছি। সবার প্রথমে যার কথা মাথায় আসে তিনি হলেন আমাদের অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রাজ্জাক স্যার। তিনি একজন দক্ষ ও মহৎ হৃদয়বান মানুষ। ছাত্রীদের কল্যাণে তিনি সদা ব্যস্ত থাকেন। যে কোনো সমস্যায় তার সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। আমার মেধা বিকাশে যে সকল শিক্ষকবৃন্দ বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন তারা হলেন সাবিহা ম্যাডাম, শাহিন স্যার, সাজেদুল স্যার, নাসির স্যার, আরশেদ স্যার ও আমিনুল স্যার। অন্যান্য শিক্ষকগণও অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন।

২৭-শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সোমবার, খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত হয়ে কলেজে উপস্থিত হয়েছিলাম। কারণ ঐদিন আমাদের কলেজ থেকে শিক্ষাসফরের উদ্দেশ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রওনা হয়েছিলাম। মোট চারটি বাস গিয়েছিল। সফরটি আরো বেশি রোমাঞ্চকর হয়েছিল প্রিয় বান্ধবীরা ও শিক্ষকগণ সাথে থাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছানোর পর প্রথমে আমি ও আমার সহপাঠীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাডেমি ভবনে যায়। এরপর আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাহারিয়ার সুমন স্যারের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। ছোটবেলা থেকেই আইন নিয়ে পড়ালেখা করার স্বপ্ন দেখতাম। কাছ থেকে আইন বিভাগের শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন এবং স্যারদের সাথে পরিচিত হয়ে খুবই ভালো লেগেছিল। তারপর সাহারিয়ার সুমন স্যার আমাদের আইন বিভাগের শ্রেণিকক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন এবং পরবর্তীতে যেন তাঁর ছাত্রী হয়ে শ্রেণিকক্ষে ক্লাস করতে পারি সে জন্য দোয়া করলেন। সেদিন স্যারদের সাথে পুরো ক্যাম্পাসে ঘুরেছিলাম। দুপুরের দিকে রিফ্রেশমেন্ট নামক একটি রেস্টুরেন্টে আমরা খেতে যায়। অনেক মজা ও সীমাহীন আনন্দের মধ্য দিয়ে আমার দিনটি অতিবাহিত হয়েছিল। এজন্য অধ্যক্ষ স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এত সুন্দর ও স্মরণীয় দিনটি অতিবাহিত করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। তিনি শিক্ষা সফরটির উদ্যোগ গ্রহণ না করলে এত সুন্দর ও স্মরণীয় দিনটি উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হতাম।

জীবনের সোনা ঝরা দিনগুলি সব শীতের পাতার মত ঝরে যায়। দেখতে দেখতে কলেজ জীবনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর কয়েকদিন পরেই ছাত্রী জীবনের সবচেয়ে এ আনন্দময় অধ্যায়টারও ইতি ঘটবে। ভাবতেই বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। কলেজে কাটানো প্রতিটা দিনই ছিল সুন্দর ও স্মরণীয় আমার জীবনের। প্রায় প্রতিটা শ্রেণিকক্ষের সাথে আমার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বান্ধবীদের সাথে ক্যাম্পাসে একসাথে বসে আড্ডা দেওয়া, পাঠ্য নিয়ে আলোচনা এবং সবাই মিলে ঝালমুড়ি খাওয়ার দিনগুলো স্মৃতির পাতায় আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণকে আমি এই কলেজে পেয়েছি। কলেজে ছাত্রী ও শিক্ষকের মাঝে এমন সুন্দর ও নিবিড় বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক অন্য কোনো কলেজে আছে বলে আমার মনে হয় না। তাদের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা থাকবে আজীবন। মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে তারা নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। অধ্যক্ষ স্যারের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। কলেজটির সূচনা লগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত সকল স্যার অত্যন্ত দক্ষতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। দায়িত্ব পালনে তাঁরা প্রত্যেকে নিরলস কর্মী। তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠার সুবাদে আমরা সত্যিকার জ্ঞানের যে সন্ধান পেয়েছি তা আলোকবর্তিকা হয়ে ভবিষ্যতে আমাদের পথ দেখাবে। সকল শিক্ষকের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা থাকবে আজীবন। তাদের জীবন হোক অনাবিল সুখ শান্তিতে সমৃদ্ধ পরম করুণাময়ের কাছে এই আমার প্রার্থনা। স্মৃতির পাতা খুললে অনেক কথা মনে পড়ে যা অল্প পরিসরে প্রকাশের ক্ষমতা ও সুযোগ আমার নেই। এতক্ষণ যে প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে এত কথা লিখলাম, সে প্রতিষ্ঠান গড়ার পিছনে যাঁর অকান্ত শ্রম, মেধা ও ঘাম ক্ষয় হয়েছে তিনি হলেন - আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ জনাব মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক স্যার। তাঁর উপলব্ধির পূণ্যভূমিতে রোপিত হয়েছিল নারী শিক্ষার এ প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নবীজ। তাঁর রোপিত বীজ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষ আজ পুষ্প-পল্লবে বিকশিত। সেই মহৎপ্রাণ ব্যক্তির অবসরের কথা শুনে হৃদয় বিষাদময় হয়ে উঠছে। সময়ের নির্মম নিয়মে তাঁর বিদায় হলেও তাঁর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অধ্যক্ষ স্যারের অবসর জীবন যেন সুস্থ ও শান্তিময় হয়- এ প্রার্থনা মহান আল্লাহর কাছে।

লেখক:
মোছাঃ মিম আক্তার
দ্বাদশ শ্রেণি, মানবিক বিভাগ
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

সুন্দর একটা মন থাকা চাই

■ মোহাঃ হাফিজুল ইসলাম

সম্পর্কটা ছিল 'হায়'-'হ্যালো'। রাস্তায় চলতি পথে দেখা হলে সালাম বিনিময় কিংবা অল্প সময়ের মধ্যে কুশলাদি বিনিময়। হ্যাঁ, রাজপথের মিছিলে হাত উঁচিয়ে স্লোগান দিতে দেখেছি, শুনেছি গোছালো বক্তৃতা দিতেও। মনে পড়ে হোন্ডা সবুজ রঙের (৫০) ফিফটি মোটর সাইকেলে চলাচল করতে। এবার যোগ হলো স্মৃতিতে মোটা দাগের ২০১২ সালে কলেজে নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে। স্মৃতিটা আরো গভীর হতে পারত যদি ২০০৩ সালের নিয়োগে কর্মে যোগ দিতে পারতাম। তাও নেহায়েত কম নয় ২০১২ সাল থেকে প্রায় এক যুগ ছুঁই ছুঁই। ঘুম ছাড়া দিনের সিংহ ভাগ সময় কেটেছে আপনার সাথে। কোনো কোনো সময় পিতা-মাতা সন্তানের ভালোর জন্যেই বকাবকি করে কিন্তু সন্তান সেটা বুঝতে পারে না, ঠিক তেমনি অভিভাবক হিসেবে কাজের মধ্যে (চলার পথে) আপনিও আমাদের ভালোর জন্যই হয়তো বকাবকি করেছেন। এই কারণে আমাদের মনে যে কোনো দাগ কাটেনি বললে মিথ্যে বলা হবে। আবার সেই দাগ মলিন হতেও বেশি সময় নেয়নি এটাও সত্য।

অবসরের পরে আমাদেরকে আপনার মন থেকে মলিন করে দিয়েন না। যদিও চোখের আড়াল হয়ে যাবো উভয়েই। আর পূর্বের রুটিন মাফিক চোখা চোখি হবে না। তারপরও আশাকরি আপনার মনের অনেক স্মৃতির ভীড়ের মাঝে এক কোণে মোটা দাগ না হলেও ডট পরিমাণ জায়গা কি পেতে পারি না?

এতো কর্মব্যস্ততার মাঝেও আপনাকে দেখেছি সামাজিকতার ছায়াতলে অন্যকে আশ্রয় দেয়ার কাজে হাত বাড়িয়ে দিতে। আপনার পেছনে থাকা ছোট্ট সৈনিকের মতো পূর্বের ন্যায় এখনও কোন কাজে যদি কিঞ্চিত পরিমানও সহযোগিতা করতে পারি তবে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

স্বপ দেখো, চেষ্টা করো তবেই তোমার সাফল্য। আপনি ঠিক তেমনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, চেষ্টা করেছেন বলেই আজ আপনার হাতে প্রতিষ্ঠিত গর্বিত প্রতিষ্ঠান। এটা বলা যায় আপনার স্বপ্নটা চোখের স্বপ্ন নয়, স্বপ্নটি ছিল মনের গভীরের। তাই আজ ভেড়ামারাতে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র মহিলা কলেজ, নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আপনার মাঝে সেই সুন্দর মন বিদ্যমান। সেই মনের সাথে একাত্ম হয়ে আমরাও আজ আত্মীয়। গভীর সমুদ্রের মাঝে পড়ে থাকলেও কিনারাই আমরা পৌঁছাবো। আমাদের পরাজয়ের ভয় ছিল না। এই ভরসাটুকু ছিল যে, জয় আমাদের হবেই যদি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকেন। তাই আমাদের স্বপ্নটাও আজ সত্যি হয়েছে।

শুনেছি স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। জানিনা আপনার দেখা স্বপ্ন, চেষ্টা আর সাফল্যকে কতোটা রক্ষা করতে পারবো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই শক্তি এবং বুঝ দান করুন যেন সাফল্যের শির সর্বদা উঁচু করে রাখতে পারি।

লেখক:
মোহাঃ হাফিজুল ইসলাম
কম্পিউটার অপারেটর
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

তোমার বিদায় বেলায়

■ শরিফা খাতুন লিমুনী

তোমার বিদায় বেলায়
স্মৃতিরা দংশন করে যা দিয়েছিলে অবেলায়
স্বপ্নরা সব ছদ্মবেশি ঘুরছে ভগ্ন খেলায়।
বেদনারা সব কুঁড়েকুড়ে খায় স্মৃতি ভরা দেহ
এতো তোলপাড় হৃদয় মাঝে বুঝল না কেহ।

তোমার বিদায় বেলায়
অশ্রু হয়ে কোপলে গড়ায় ভাঙা স্বপ্নের স্নেহ
ভাঙ্গা তরী অস্তাচলে আপন হবে কি মোহ।
স্মৃতির পিছুটানে ছুটে চলি বড্ড অবহেলায়
আপন অভিমান ভুলে নিয়ে চল ভেলায়।

তোমার বিদায় বেলায়
তালবিথীকার ছায়া হয়তো শেষের ক্রোধ
তোমার চলা পথ আজ গহীনকালো হ্রদ
আমারও হয়তো শেষ ভালো লাগার রেশ।
মিলেমিশে একাকার জীবন তরীর ভার।

লেখক:
শরিফা খাতুন লিমুনী
শিক্ষিকা, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ও
প্রাক্তন শিক্ষার্থী
ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজ

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষকমণ্ডলী

বঙ্গবন্ধুর মাজার প্রাঙ্গণে

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শিক্ষকমণ্ডলী

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও শিশু দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ, শিক্ষক-ছাত্রীবৃন্দ

বাংলা নববর্ষ ১৪০৭ উদ্‌যাপনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-ছাত্রীবৃন্দ

কলেজ পরিদর্শনে মুক্তিযোদ্ধাবিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রশিদুল আলম, অধ্যক্ষ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

কুষ্টিয়া-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অধ্যক্ষ

কলেজ পরিদর্শনে কুষ্টিয়া-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর সভাপতি হাসানুল হক ইনুর সাথে অধ্যক্ষ

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে কলেজের অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আ. ক. ম সরোয়ার জাহান বাদশাকে বই উপহার দিচ্ছেন অধ্যক্ষ

কলেজ পরিদর্শনে কুষ্টিয়া-২ আসনের তৎকালীন মাননীয় সংসদ সদস্য প্রয়াত আব্দুর রউফ চৌধুরীর সাথে সমাজের বিশিষ্টজন

কলেজের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া-২ আসনের সাবেক মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক শহিদুল ইসলামকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অধ্যক্ষ

কলেজ পরিদর্শনে সাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের সাথে অধ্যক্ষ, থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাঃ সম্পাদক শফিউল ইসলাম কুব্বাত, শিক্ষক-ছাত্রীবৃন্দ

কলেজের অনুষ্ঠানে সাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক মোঃ সিরাজুল ইসলাম, গভর্নিং বডির প্রয়াত সভাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) নজরুল ইসলাম, বাহিরচর ইউপি প্রয়াত চেয়ারম্যান আবু বক্কর সিদ্দিক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

কলেজ পরিদর্শনে সাবেক সচিব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রশিদুল আলম, সাবেক মেয়র শামিমুল ইসলাম ছানা, শিক্ষক, ছাত্রীদের সাথে অধ্যক্ষ

গত ৫ মে ২০২৩ ভেড়ামারা বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন-এর আগমন উপলক্ষে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের পক্ষে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অধ্যক্ষ

গত ৫ মে ২০২৩ ভেড়ামারা বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন-এর আগমন উপলক্ষে ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের পক্ষে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অধ্যক্ষ

বাঁ থেকে শাহ্ মোমিন, উপ-সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মোঃ সাজ্জাদুল হাসান, উপ-সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অধ্যক্ষ, মোঃ জিল্লুর রহমান চৌঃ, বিভাগীয় কমিশনার, উপাধ্যক্ষ, কাজী শাহজাহান, মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (উপ-সচিব), মোঃ আরিফুজ্জামান, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার ও শিক্ষকবৃন্দ

কলেজ পরিদর্শনে সাবেক যুগ্মসচিব রফিকুল ইসলাম-এর সাথে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান প্রয়াত মুজিবুল হক মাঙ্গন ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

বাঁ থেকে শাহ্ মোমিন, উপ-সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, অধ্যক্ষ, মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

কলেজ পরিদর্শনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আব্দুস সামাদ, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ

কলেজ পরিদর্শনে সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ. কে. এম সামছুল আরেফিন ও তার সহধর্মিণী, সাথে অধ্যক্ষ, শিক্ষকগণ

ফ টো গ্যা লা রি

প্রতিষ্ঠাকালীন কলেজের নামফলক উত্তোলন করছেন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ

কলেজ জাতীয়করণ হওয়ায় কলেজের সমস্ত স্থায়ী-অস্থায়ী সম্পত্তি হস্তান্তর দলিলে স্বাক্ষর করছেন অধ্যক্ষ

স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলেজের অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ, শিক্ষক-ছাত্রী ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

কলেজের বর্তমান ছাত্রীদের সাথে অধ্যক্ষ

বৃক্ষরোপণে অধ্যক্ষের সাথে গভর্নিংবডির প্রয়াত সভাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) নজরুল ইসলাম, সদস্য প্রয়াত আব্দুল খালেক, মহসিন রেজা শিক্ষক ও ছাত্রীগণ

বিজ্ঞান বিভাগের অভিভাবকের সাথে অধ্যক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্রীবৃন্দ

কলেজের গার্ল ইন রোভার স্কাউটস গ্রুপের দীক্ষা অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের সাথে শিক্ষকমণ্ডলী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ছাত্রীবৃন্দ

কলেজের গার্ল ইন রোভার স্কাউটস গ্রুপের সাথে অধ্যক্ষ

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বাঁ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাহবুব-উল আলম হানিফ এমপি, নুর উদ্দীন (সাবেক ডিআইজি), শহিদুল আলম (সাবেক যুগ্মসচিব), রবিউল আলম (কানাডা প্রবাসী), রশিদুল আলম (সাবেক সচিব), হাবিবা আলম

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রবিউল আলম, প্ল্যানিং ডাইরেক্টর এন্ড নেগোসিয়েটর কানাডিয়ান সরকার

স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় সাংসদ হাসানুল হক ইনু, গভর্নিং বডির সভাপতি প্রয়াত আব্দুল খালেক, সদস্য মোঃ ইউসুফ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজকে উপহার দিচ্ছেন সমাজবিজ্ঞানের প্রভাষক মোঃ মঞ্জুরুল করিম

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে সুধীমণ্ডলির একাংশ

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের একাংশ

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে মঞ্চায়িত নাটকের দৃশ্য

কলেজ পরিদর্শনে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রশিদুল আলম-এর সাথে অধ্যক্ষ, সাবেক পৌর মেয়র, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শিক্ষকবৃন্দ

কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাসে ক্লাসরুম নির্মাণ কাজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দোয়া করছেন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

কলেজের ছাত্রী হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের সাথে সাবেক মাননীয় সাংসদ শহিদুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-৯৮ উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের সাথে গভর্নিং বডির প্রয়াত সভাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) নজরুল ইসলাম ও প্রয়াত সদস্য রনজিৎ সিংহ রায় ও শিক্ষকবৃন্দ

কলেজে বৃক্ষরোপণ করছেন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রশিদুল আলম, সাথে অধ্যক্ষ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দীনেশ সরকার ও শিক্ষকবৃন্দ

কলেজের অভ্যন্তরীন রাস্তার কাজ উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ

কলেজের শিক্ষা সফরে মুজিবনগরে অধ্যক্ষের সাথে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মরহুম মেহেরুল আলম, সমাজসেবক প্রয়াত শহীদুল্লাহ এবং শিক্ষক জহুরুল হাসান

কলেজের বার্ষিক শিক্ষাসফরে গ্রীন ভ্যালী পার্ক লালপুর নাটোর

কলেজের বিজয় উৎসব পালনে আগত অতিথি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীনতার চরমপত্রের পাঠক প্রয়াত এম আর আক্তার মুকুলের সাথে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন কলেজ গভর্নিংবডির সভাপতি, গ্রুপ ক্যাপটেন (অবঃ) নজরুল ইসলাম, গভর্নিং বডির সদস্য, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে আগত রাবি'র প্রফেসর একরাম উল্লাহ, কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের প্রফেসর মোশারফ ও অধ্যক্ষ

কলেজের প্রয়াত প্রভাষক গিয়াস উদ্দীন সজলের শিশুকন্যাকে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার

করোনাকালীন সময়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অধ্যক্ষ

কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষকদের সাথে অধ্যক্ষ

কলেজের কর্মচারীদের সাথে অধ্যক্ষ

কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক মোঃ হামিদুল হক এর অবসরকালীন বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী

বর্তমান কর্মরত শিক্ষকদের সাথে অধ্যক্ষ

কলেজের ম্যাডামদের সাথে অধ্যক্ষ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের সাথে অধ্যক্ষ

ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকদের সাথে অধ্যক্ষ

বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের সাথে অধ্যক্ষ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষকদের সাথে অধ্যক্ষ

দর্শন বিভাগের শিক্ষকদের সাথে অধ্যক্ষ

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের সাথে অধ্যক্ষ

আব্দুল হাফিজ তপন

চেয়ারম্যান
চাঁদগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ
মোবাইল : ০১৭৩২-৫৯৮২৮০
০১৭৩৩-১৭৪৪৫৭
E-mail : uisc.chandgram1@gmail.com

শক্তি ও স্থায়ীত্বের প্রতিক

অগ্রজ ব্রিকস্

সভাপতি
জাতীয় যুব জোট
ভেড়ামারা উপজেলা শাখা ।

সভাপতি
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ
চাঁদগ্রাম ইউনিয়ন শাখা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া ।

পরিচালনায় :
আব্দুল হাফিজ তপন
চন্ডিপুর, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
মোবাইল : ০১৭৩২-৫৯৮২৮০
০১৭৩৩-১৭৪৪৫৭

আধুনিকতার ছোঁয়ায়
সৃষ্টিশীলতায় অসাধারণ মান সম্পন্ন
একটি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান

মেসার্স মাঙ্গন কন্সট্রাকশন

প্রোপ্রাইটর: তানভীর আহমেদ (তাপস)

প্রথম শ্রেণির ঠিকাদার ও সরবরাহকারী, কুঠিবাজার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

Email : msmanggancostruction@gmail.com

+৮৮০ ১৭১৭ ৬৫৮১০৩
+৮৮০ ১৭০১ ১২৬৮৪৬

মরহুম আব্দুল খালেক

মোঃ মাসুদুজ্জামান মাসুদ
প্রোপ্রাইটর

M/S. M.A. KHALEQUE FILLING STATION
মেসার্স এম. এ. খালেক ফিলিং ষ্টেশন

Dealer : Jamuna Oil Co. Ltd.

- Fatema Special
  (Luxary Hino Chear Coach Services)
- M.S HONDA MART
  (Exclusive Dealer: HONDA BD. LTD.)
- M.A Khaleque Filling Station
- Motia Filling Station
- M.A Khaleque Transport

- মেসার্স এম. এ খালেক ফিলিং ষ্টেশন
- মেসার্স মতিয়া ফিলিং ষ্টেশন
- ফাতেমা স্পেশাল (বাংলা লাইন)
- এম এস হোন্ডা মার্ট
- এম. এ. খালেক ট্রান্সপোর্ট

Bheramara,Kushtia
Mobile : 01757-992031, 01726-361563

আবু হেনা মোস্তফা কামাল মুকুল

প্যানেল চেয়ারম্যান: কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ

সভাপতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ভেড়ামারা পৌর শাখা

স্বত্বাধিকারী: এএইচএম ব্রিকস্, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

নারী শিক্ষার অগ্রদূত জনাব অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা ভাই একজন শিক্ষাবিদ হিসেবেই তাকে আমরা ধারণ করি। সেই সাথে তিনি স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আদর্শের একজন নির্ভীক সৈনিক ও মুজিব আদর্শের কর্মী তৈরির একজন কারিগর। তাঁর চাকুরিতে অবসর জনিত বিদায়ে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

Md. Abdul Hannan

Managing Director

+88 01718 612199
+88 01792 441519

orchifish.agroltd@gmail.com
ayisharjoenterprise@gmail.com

Head Office : Hannan Tower (Lift - 5 &6 Floor)
Godown More, Bheramara, Kushtia, Bangladesh

M/S Ayisharjo Enterprise
Orchi Fish & Agro Ltd.

EXporter & Importer

Dhaka Office & Factory:

House # 94, Nolvog Main Road, Nolvog, Nishat Nagar, Turag, Dhaka-1230.

স্বত্বাধিকারী: ফাতেমা জিয়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
টেকসই উন্নয়নে আমরাও গর্বিত অংশীদার

MBF অটো ব্রিক্‌স
ইট প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

ভেড়ামারা ৩নং ব্রীজ, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া
মোবাইল :০১৭১৬-০৮৯৬৫৬
০১৫৫৮-৩৭৫৬৮০

এস আর ব্রিকস্

উন্নতমানের ইট
প্রস্তুতকারক ও
সরবরাহকারী

পরিচালনায়:

মোঃ জিন্নাত আলী

✆ ০১৭১১-৮৫৩৪৯৫
০১৩১৫-৫১৬৮৯৩
০১৭৯২-১৬০৩১৫

পশ্চিম বাহিরচর (বার মাইল), ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

প্রোঃ মোঃ শাহাব উদ্দিন (জুয়েল)
০১৭১৮-৬৬৫৬৫১, ০১৯৭৮-৬৬৫৬৫১

মেসার্স জুয়েল ট্রেডার্স
বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার
রাসায়নিক সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

এম এ টি ব্রিক্স

পরিবেশক

- সীট্রেড ফার্টিলাইজার লিঃ
- বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ
- ইন্‌তেফা
- বায়ার ক্রোপ সাইন লিঃ
- সেমকো/নাফকো
- সেঞ্চুরী এগ্রো লিঃ

কাঠেরপুল, কোদালিয়াপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

সোনার বাংলা পরিবহন

সমগ্র বাংলাদেশ মাল পরিবহনের জন্য

ট্রাক ভাড়া পাওয়া যায়

উত্তর ভবানীপুর (সোনার বাংলা মুড়ির মিল)
সাতবাড়িয়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

সোনার বাংলা ব্রিকস্

উন্নতমানের ইট ও খোয়া
প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী

রবেলা মোড়, কোদালিয়াপাড়া
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

প্রোঃ- মোঃ রাজন আলী

✆ ০১৭৪০-৬২১৬৬৩
০১৭১১-৭৩৪৯৮৭

razon.alif@gmail.com
RazonAliOfficial
www.razonali.com

ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা ভাইয়ের অবসরকালীন জীবনের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

হাজী মোঃ এস্তারুল হক

স্বত্বাধিকারী

আল-আমিন জুট মিলস্ লিঃ

১২ মাইল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

Al-Arafat Traders & Bheramara Adhunik Diagnostic Center

AL-Arafat Traders is a service provider in the fields of Engineering Services Solutions & Support. Al-Arafat Traders has established its position through multiple Mega projects in the fields of construction, fabrication, equipment installation and maintenance.

Al-Arfat is able to deliver its uncompromising quality and unmatched efficiency to any project that falls under its scope.

Bheramara Adhunic Diagnostic Centre is taking complete Medical care of local peoples, which involves the treatment and management of patients

Engineer Md. Ashraful Islam
Managing Director
Al-Arafat Traders &
Bheramara Adhnik Diagnostic Centre
Cell: 01711-668698
E-mail: ash_arafat@yahoo.com

প্রোঃ- মোঃ সাইফুর রহমান (সাজু)

মেসার্স রহমান ট্রেডার্স

রড, সিমেন্ট ও লৌহজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

খালেক ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন হাইরোড, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১৮-৮৫১৬৩৫

RUNWAY
international
Govt. Approved Recruiting, Travel & Holidays Agent, RL-1341

OUR SERVICES

AIR Tickets
(Domestic & International)

TOURISM Services
(Holidays & Medical)

VISA Services
(Visit, Tourist, Medical, Education, Job, Business)

PILGRIM Tourism
(Hajj & Umrah, Haramain Rail)

HOTEL Packages
(Domestic & International)

RAIL Services
(Euro Rail, Japan Rail, Indian Rail)

SURFACE Transports
(Bus, Train, Ferry)

TRAVEL Insurance
(International Only)

CRUISE Packages
(Full Board)

AIRPORT
Meet and Assist Services

Affiliated with → IATA APPROVED ATAB MEMBER

Fakirapool Office :
G-nat Tower (2nd Floor), 116/117, D.I.T. Extention Road, Fakirapool, Dhaka-1000

Banani Office :
House # B1, (1st Floor), Biruttam Ziaur Rahman Road, Banani, Dhaka-1213

Cell: +8801713-176517, +8801712-269865
E-mail: runway1341@gmail.com

Hot Line:
+88 017 0784 5032-34

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

শিল্প মন্ত্রণালয়

০২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে হোটেল রূপসী বাংলা, ঢাকা 'Multilateral Conference on Productivity Movement in Bangladesh: Strategy for 2011' শীর্ষক বহুমুখী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থেকে ৩ (তিন) টি ঘোষণা প্রদান করেন:

০১। উৎপাদনশীলতাকে 'জাতীয় আন্দোলন' হিসেবে গড়ে তোলা।

০২। প্রতি বছর ০২ অক্টোবর কে 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' হিসেবে পালন করা এবং

০৩। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তার মাঝে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড' প্রদান করা।

দেশব্যাপী 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' পালন এবং দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তার মাঝে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড' প্রদানের মাধ্যমে এনপিও উৎপাদনশীলতাকে 'জাতীয় আন্দোলন' হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দেশের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান যা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ সেবার পাশাপাশি উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার জন্য সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। ২১ টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সহায়তায় টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস এর আওতায় দেশীয় বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরামর্শ সেবা প্রদানসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নানা রকম কলা-কৌশল (5S, KAIZEN, TPM, TQM, Lean Manufacturing, MFCA) নিয়ে কাজ করে এনপিও। অর্থনৈতিক সকল সেক্টরে উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে উন্নত দেশ সমূহের সমমানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এনপিও সামনে থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। উৎপাদনশীলতার সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নৈপুণ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলির গুণগত মান। উৎপাদনশীলতা বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকে, রফতানি বৃদ্ধি পায়, আমদানি হ্রাস পায়, রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি, বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ি

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি, বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ি

সেবা ও পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করুন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করুন

উৎপাদনশীলতা করলে বৃদ্ধি, দেশের হবে সমৃদ্ধি

অপচয় কমাও, উৎপাদনশীলতা বাড়াও

Ensure Quality Increase Productivity

Be Productive, Think Productive

MONI PARK

স্বত্ত্বাধিকারী

মোঃ মনিরুল ইসলাম

০১৭১৩১১৪৩০২

12 HOURS Protection

KITE

Jumbo Mosquito Coil

কাইট

জাম্বো মশার কয়েল

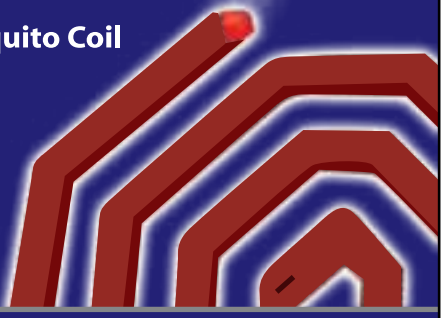

Moni Enterprise

A sister concern of Monomohon Group

Bahadurpur, Bheramara, Kushtia, (Bangladesh)

“ভেড়ামারা সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যারের অবসর জনিত বিদায় উপলক্ষে কলেজের পক্ষ থেকে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। তাঁর অবসরকালীন জীবনের সুখ-শান্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।”

মোঃ জাকির হোসেন বুলবুল

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
কোষাধ্যাক্ষ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ভেড়ামারা উপজেলা শাখা

আব্দুল আজিজ

সভাপতি

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, ধরমপুর ইউনিয়ন শাখা

ও

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, ভেড়ামারা উপজেলা শাখা, কুষ্টিয়া

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক

“অনগ্রসর নারী জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যে ভেড়ামারা, মিরপুর ও দৌলতপুর–তিন থানার মধ্যে সর্বপ্রথম ভেড়ামারাতে মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজা স্যারের প্রচেষ্টায় ১৯৯৪ সালে ভেড়ামারা মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। চাকুরী জীবনের ষাট বছর পূর্ণ হওয়ায় তিনি অবসরে যাচ্ছেন। তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যে অত্র কলেজ থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই খুশি হয়েছি। তাঁর অবসরকালীন জীবন যেন সুখী হয় এবং তিনি যেন দীর্ঘায়ু হন, পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দোয়া করি।”

Western Engineering (Pvt.) Ltd.

TCB Bhaban (10th Floor), 1- Kawran Bazar, Dhaka-1215, Bangladesh

An Entrepreneur Dedicated To Nation Building Activities

Specialist On Nation Building Activities:

Rubber Dam construction Project at Cox's Bazar

Solar Mini-Grid Project at Jamalpur

Talimnagar Pump House, Pabna

Cold Storage construction at Kurigram

Musapur Clouser construction at Noakhali

Prefabricated Building construction at Rampal Thermal Power Plant

Pumping set Supply at Various District For Multiple Project

Dredging project to improve navigability at Mongla-Ghasiakhali, Rampal

River Bank Protection at Charfassion, Bhola

Contact Us -

Phone: +88-0255013801, +88-0255013802-4

Email: info@westernengineeringbd.com

Web: www.westernengineeringbd.com

BUILDING TRUST EVERYDAY
Modern Planning
Skilled Worker
Modern Equipment
Super Solution
ADDRESS
Rathpara, Bheramara, Kushtia
CONSTRUCTION
Pro. Md. Anowarul Kabir Tutul
OUR SERVICES
Transmission Line
Erection of Towers
Substation Construction
Telecommunication Network
Fire Safety Solutions
Water Supply and Treatment Infrastructure
Construction of All Civil Works
Interior Designing
www.akg.com.bd
akcbd@outlook.com
01711 131 027

ARMA GROUP

SINCE 1985

ARMA Arshinagar at Banasree, Dhaka

ENTERPRISE OF ARMA GROUP

ARMA Electric Company

- *Manufacturer of Pole Fittings & Accessories.*
- *Construction of Grid Sub-station, 33KV & 11KV Transmission & Distribution Lines.*
- *Generation, Transmission & Distribution Lines Related Spare parts Exporter, Importer & Suppliers.*

ISO 9001:2015

ARMA Real Estate Ltd.

(নান্দনিক নির্মাণে নিবেদিত)

ISO 9001:2015

ARMA Line Hardware & Accessories Ltd.

Manufacturer of Electrical Pole Fittings, Hardware & Accessories.

ISO 9001:2008

ARMA Agriculture Ltd.

Horticulture, Organic Fertilizer & Livestock

ESHA Holdings Ltd.

(Developers & Builders)

Founder:

ARMA Welfare Society

(মানব কল্যাণে নিবেদিত)

ABDUR RAZZAQUE School & College

Banasree, Dhaka

(আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে নিবেদিত)

Abdur Razzaque Fisheries

Technology Institute
Daulatpur, Kushtia.

Corporate Office:

"**ARMA** Complex", House # 1/B, Road # NS-1 (Main Road), Block-A, Banasree, Dhaka-1219
Phone: 880-2-8399701, 8399871, Email: info.armagroupbd@gmail.com
Web: http://armagroup.com.bd